[BENGALEE.]

বাইবেল শাস্ত্রের অন্তঃপাতি

মার্ককর্তৃক রচিত

মঙ্গল সমাচার নামক

যে খ্রীষ্ট বিষয়ক উপাখ্যান বাক্য, তাহার প্রশ্নোত্তর ঘটিত টীকা পুস্তক।

চতুর্থ ভাগ।

LIBRARY OF PRINCETON
MAR 14 19
THEOLOGICAL SE

A CATECHETICAL EXPOSITION OF THE Gospel according to St. Mark,

INTENDED CHIEFLY

FOR THE USE OF SCHOOLS AND NATIVE CONVERTS.

PART IV.

Calcutta:

PRINTED FOR THE BENGAL TRACT AND CHRISTIAN BOOK SOCIETY.

1828.

April 1828. 500 *Copies.*

[illegible]
.MAG

SCB
11086

বাইবেল শাস্ত্রের অন্তঃপাতি

মার্ককর্তৃক রচিত

মঙ্গল সমাচার নামক

যে খ্রীষ্ট বিষয়ক উপাখ্যান বাক্য, তাহার প্রশ্নোত্তর ঘটিত টীকা পুস্তক।

LIBRARY OF PRINCETON
MAR 14 1913
THEOLOGICAL SEMINARY

A

CATECHETICAL EXPOSITION

OF THE

Gospel according to St. Mark,

INTENDED CHIEFLY

FOR THE USE OF SCHOOLS AND NATIVE CONVERTS.

BY

GEORGE MUNDY.

Calcutta:

PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY,

At the Baptist Mission Press, Circular Road.

1828.

মার্করচিত মঙ্গল সমাচার গ্রন্থের বাক্যের প্রশ্নোত্তর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

১ পদ অবধি ১৩ পদ পর্য্যন্ত।

পরে তিনি মন্দিরহইতে যাইতে২ তাঁহার এক জন শিষ্য তাঁহাকে কহিল, হে গুরো, দেখ, এ কি প্রকার প্রস্তর ও নির্ম্মিত কর্ম্ম সকল! তখন য়িশু তাহাকে উত্তর করিলেন, যে তুমি কি এ বড় নির্ম্মিত সকল দেখিতেছ? ইহার মধ্যে যে অধঃপাতিত না হইবে, এমন এক পাথর অন্যের উপর থাকিবে না। অনন্তর তিনি জৈতুন পর্ব্বতে মন্দিরের সম্মুখে বসিলে পিতর, ও য়াকোব, ও য়োহন, ও আন্দ্রিয়া তাঁহাকে সংগোপনে জিজ্ঞাসা করিল, যে এ সকল কর্ম্ম কখন হইবে? এবং যখন এ সমস্ত পূর্ণ হইবে, তখন তাহার চিহ্ন বা কি? ইহা আমাদিগকে বলুন। তখন য়িশু তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিতে লাগিলেন, সাবধান কেহ যেন তোমাদিগকে ভ্রান্ত করে না। কেননা আমি খ্রীষ্ট ইহা বলিয়া অনেকে আমার নামে আসিবে, এবং অনেকের ভ্রান্তি জন্মা-

হবে। এবং যখন তোমরা সংগ্রামের সংবাদ ও সংগ্রামের আড়ম্বর শুনিবা, তখন তোমরা ভয় করিও না; কেন না এ সকল হইতেই চায়, কিন্তু শেষ অদ্যাপি হয় না। কেননা দেশের বিপক্ষে দেশ ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে, এবং স্থানে২ ভূকম্প হইবে, ও দুর্ভিক্ষ্য ও ক্লেশ হইবে; এ সকল দুঃখের আরম্ভ মাত্র। কিন্তু আপনারা সাবধানে থাকিও, কেননা তাহারা তোমাদিগকে রাজসভাতে সমর্পণ করিবে, ও ভজনালয়ে তোমাদিগকে প্রহার করিবে, এবং আমার কারণ তাহাদের প্রতি সাক্ষী হইবার জন্যে তোমরা দেশাধ্যক্ষদের ও রাজগণের সাক্ষাতে আনীত হইবা। এবং প্রথমে মঙ্গল সমাচার সকল দেশের মধ্যে প্রচার করিবার আবশ্যক হয়। কিন্তু যখন তাহারা তোমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়া সমর্পণ করিবে, তখন কি২ কহিবা, তাহার অগ্রসূচনা করিও না, এবং পূর্ব্বে বিবেচনাও করিও না; কিন্তু যে২ কথা তোমাদিগকে সেই ক্ষণে দেওয়া যাইবে তাহা কহিও; কেননা তোমরা তাহার বক্তা নহ, কিন্তু ধর্ম্মাত্মা। তখন ভ্রাতা ভ্রাতৃকে ও পিতা পুত্রকে মারিবার কারণ ধরাইয়া দিবে, এবং

সন্তানেরা মাতৃ পিতৃর বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাদিগকে বধ করাইবে; এবং আমার নামার্থে সকলেই তোমাদিগকে মন্দ বাসিবে। কিন্তু যে জন শেষ পর্য্যন্ত সহিষ্ণুতা করে, সেই পরিত্রাণ পাইবে।

প্রশ্ন। মন্দিরহইতে বহির্গমন কালীন খ্রীষ্টের এক শিষ্য তাঁহাকে কি কহিল?

উত্তর। কহিল, যে হে গুরো, দেখ, এ কি প্রকার প্রস্তর ও নির্ম্মিত কর্ম্ম সকল? তখন য়িশু তাহাকে উত্তর করিলেন, যে তুমি কি এ বড় নির্ম্মিত কর্ম্ম সকল দেখিতেছ? যে সময়ে ইহার মধ্যে যে অধঃপতিত না হইবে এমত এক পাতর অন্যের উপর থাকিবে না, এমন সময় আসিতেছে।

প্রং। ইহাতে কি বোধ হয়?

উং। দুইটী বোধ হয়।

প্রথম এই, যে মন্দিরের অদ্ভুত নির্ম্মাণ বিষয়ে ঐ শিষ্য তাঁহাকে এ কথা কহিলে পর, খ্রীষ্টের এই উত্তর দেওয়াতে বোধ হয়, যে তাঁহার শিষ্যদের সাংসারিক বস্তুতে হৃষ্ট চিত্ত হওয়া অনুচিত।

দ্বিতীয়, খ্রীষ্টের বিচারেতে প্রত্যেক মনুষ্যের জীবাত্মা পৃথিবীর তাবদ্বস্তুহইতে অধিক মূল্যবান্, যে হেতক মন্দিরের ঐ সৌন্দর্য্য নাশবিষয়ে তিনি অখেদান্তঃকরণে কথা কহিলেন, কিন্তু মনুষ্যের জীবাত্মার নাশবিষয়ে সুস্থান্তঃকরণে রহিলেন না। আর ঐ মন্দিররক্ষার নিমিত্তে তিনি তো কোন কর্ম্ম করিলেন না, কিন্তু মনুষ্যের জীবাত্মারক্ষার নিমিত্তে

স্বর্গ ত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া অসীম দুঃখ-ভোগ করিলেন।

প্র°। তিনি যে ঐ মন্দিরের বিষয়ে কহিলেন, অধঃপাতিত না হইবে এমত এক পাতর অন্যের উপর থাকিবে না, এ কথা কি পূর্ণ হইয়াছিল?

উ°। হাঁ, তিনি ঐ কথা কহিলে পর ন্যূনাধিক পঁয়-ত্রিশ বৎসরের পরে সর্ব্ব প্রকারে পূর্ণ হইয়াছিল; কি না রুমী লোকেরা আসিয়া ঐ মন্দিরকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিল। ফল, তিনি যে কহিয়াছিলেন, এক পাতর অন্যের উপর থাকিবে না, সে কথা বিশেষ রূপে পূর্ণ হইয়া গেল; কারণ এই, যে রুমী লোকদের সৈন্যের মধ্যে এই প্রচারিত হইল, যে ইহার বনি-য়াদের নীচে বিস্তর স্বর্ণ আছে, অতএব সেই স্বর্ণ পাইবার নিমিত্তে উহারা মন্দিরের পত্তন পর্য্যন্ত খনন করিয়া ফেলিল।

প্র°। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উ°। দুইটী বিষয়ে শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে পাপ হইয়াছে অতিশয় সর্ব্বনাশক বস্তু, যে হেতুক ঐ মন্দিরের নাশের কারণ হইয়াছে য়িহুদী লোকদের পাপ।

দ্বিতীয়, য়িহুদী লোকদের ও মন্দিরের প্রতি খ্রীষ্টের সর্ব্বনাশক বাক্য যদ্রূপ পূর্ণ হইয়াছিল, তদ্রূপ যে সকল ভয়ানক ও সর্ব্বনাশক কথা তিনি দুষ্ট লোকদের প্রতি কহিয়াছেন, তাহারা মন না ফি-রাইলে সেই সকল তাহাদের প্রতি অবশ্য পূর্ণ হইবে।

প্রঃ। ভাল, শিষ্যেরা মন্দিরের বিষয়ে ঐ কথা শুনিয়া কি করিল ?

উঃ। সংগোপনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল, যে এ সকল কর্ম্ম কখন হইবে? এবং যখন এ সকল হইবে তখন তাহার চিহ্ন বা কি? কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে স্পষ্ট উত্তর না দিয়া কহিলেন, যে আপন ২ বিষয়ে সাবধান থাক, কেহ যেন তোমাদিগকে ভ্রান্ত করে না; কেননা আমি খ্রীষ্ট ইহা বলিয়া অনেকে আমার নামে আসিবে, এবং অনেকের ভ্রান্তি জন্মাইবে।

প্রঃ। ইহাতে কি শিক্ষা পাই ?

উঃ। খ্রীষ্টের স্পষ্ট উত্তর না দেওয়াতে এই শিক্ষা পাই, যে যাহাতে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই, এমত যে সংসারের ঘটনা তদ্বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া বরং আপনার অবশ্য কর্ত্তব্যবিষয়ে মনোযোগী হওয়া ভাল। বিশেষতঃ, আপনাকে খ্রীষ্ট বলিয়া অনেক লোক আসিবে, কি না গুরু নাম খ্যাত এমত বহু ব্যক্তি পারমার্থিক বিষয়ে উপদেশদাতা পৃথিবীতে হইবে; ইহা জানিয়া তাহাদের কু শিক্ষাতে আমরা যেন ভ্রান্ত না হই, আমাদের এই রূপ সাবধান থাকা কর্ত্তব্য।

প্রঃ। ভাল, ঐ মন্দিরের নাশবিষয়ে তিনি স্পষ্ট রূপে না কহিয়া তত্তদ্বিষয় ঘটিবার কোন একটা বিশেষ চিহ্ন কহিলেন কি না ?

উঃ। হাঁ, তত্তৎ সূচক নানা সংগ্রাম ও যুদ্ধাদির কথা কহিলেন, অতএব উহারা যদি বুদ্ধিমান্ হইত তবে সূত্র স্বরূপ সেই সকল চিহ্নকে উপস্থিত দেখিয়া তদুক্ত ঘটনার সময় নিশ্চয় করিতে পারিত।

প্র°। ভাল, সে সকল বিষয়ের স্থূল খানা কি কহি-লেন?

উ°। তিনি এই কহিলেন, যে ঐ সকলের পূর্ব্বে সংগ্রাম, ও ভূকম্প, ও দুর্ভিক্ষ্য, ও ক্লেশ ইত্যাদি বিষয় তোমরা শুনিতে পাইবা, কিন্তু ভয় করিও না; কারণ সে সকল হইয়াছে দুঃখের আরম্ভ মাত্র; কিন্তু শেষ অদ্যাপি হয় নাই।

প্র°। সে সকল অতি ভয়ানক বিষয় শুনিতে পাইলে তিনি যে তাহাদিগকে ভয় করিতে বারণ করিলেন, ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। এই বোধ হয়, যে স্বর্গের ও পৃথিবীর কর্ত্তৃত্ব খ্রীষ্টে-তে সমর্পিত হইয়াছে, অতএব ইহা স্থির জানিয়া ঘটিতব্য কোন বিষয়ে তাঁহার শিষ্যদের ভীত হই-বার আবশ্যক নাই, যে হেতুক তাহাদের ভালর নিমিত্তে তিনি সকলি নিযোজিত করিয়া কর্ত্তৃত্ব করিবেন।

প্র°। ভাল, সে দুঃখের সময়ে শিষ্যদের যে কি ২ ঘটিবে এমত কোন কথা কহিলেন কি না?

উ°। হাঁ কহিলেন, যে তাহারা দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক রাজ-সভাতে সমর্পিত হইয়া প্রহারিত হইবে, এবং দেশা-ধ্যক্ষ ও রাজগণের সাক্ষাতে আনীত হইবে; কিন্তু সে সকল স্থানে উহারা তাঁহার ধর্ম্ম ও পুনরুত্থানের বিষয়ে সাক্ষী হইবে, এবং ঐ সকল সর্ব্বনাশ ঘটনের পূর্ব্বে মঙ্গল সমাচার সকল দেশের মধ্যে প্রচারিত হইবে।

প্র°। ভাল, খ্রীষ্ট যে মত কহিলেন, ঐ সকল বিষয় তদনু-রূপ ঘটিল কি না?

উঃ। হাঁ ঘটিল, যে হেতুক তাঁহার পুনরুত্থানের পর শিষ্যেরা দুষ্ট লোকদের তাড়নাতে বিস্তর দুঃখভোগ করিল, এবং পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সকল তাঁহার পুনরুত্থানের ৩৩ বৎসরের মধ্যে ঘটিলেও অথচ ঐ অত্যল্প বৎসরের মধ্যে তাঁহার মঙ্গল সমাচার নানা দেশে বহু লোকের নিকটে প্রচারিত হইয়া তাহাদের কর্ত্তৃক গৃহীত হইল। ফল, খ্রীষ্ট আপন সর্ব্বজ্ঞতা প্রযুক্ত যে কোন লোকদের বিষয়ে, কিম্বা যে কোন ঘটনা বিষয়ে যাহা২ বলিয়াছেন, তাহা অবশ্য হইবে।

প্রঃ। ভাল, সে দুঃখসময়ে তাহাদের কি করা কর্ত্তব্য এমত কোন কিছু বলিলেন কি না?

উঃ। হাঁ কহিলেন, যখন তাহারা তোমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া সমর্পণ করিবে, তখন তোমরা কি২ কহিবা অগ্রে ইহার সূচনা করিও না; কিন্তু যে২ কথা তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে তাহা কহিও, কেননা তোমরা তাহার বক্তা নহ, কিন্তু ধর্ম্মাত্মা।

প্রঃ। ভাল, খ্রীষ্টের এই প্রতিজ্ঞা তাঁহার শিষ্যদের প্রতি পূর্ণ হইল কি না?

উঃ। হাঁ, তাঁহার পুনরুত্থানের পর উহারা নানা বিচারকর্ত্তাদের নিকটে আনীত হইল বটে, কিন্তু ধর্ম্মাত্মাদ্বারা শিক্ষিত হইয়া উহারা এমত কথা কহিল, যে যাহারা শুনিল তাহারা আশ্চর্য্য বোধ করিল; অধিকন্তু রাজসিংহাসনোপবিষ্ট বিচারকেরা তাহাদের কোন২ জনের কথা শুনিয়া কখন২ কাঁপিতে লাগিল, অতএব তাহার এই প্রতিজ্ঞা সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হইয়াছিল।

প্র°। ইহাতে কি কোন শিক্ষা পাই?
উ°। হঁা এই শিক্ষা পাই, যে খ্রীষ্টের শিষ্যেরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে কোন বিপদ ঘটিলে তিনি ঢাল স্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে শত্রুহস্তহইতে রক্ষা করিবেন; অতএব আত্ম রক্ষার কারণ সিদ্ধ করিলে নির্ভয়ে থাকিয়া সকল বিষয়ে তাঁহার উপর ভরসা রাখা তাহাদের কর্ত্তব্য।
প্র°। ভাল, এই সকল দুঃখ ঘটনার বিষয়ে তিনি শিষ্যদিগকে আর কোন কথা কহিলেন কি না?
উ°। হঁা কহিলেন, যে সেই সময়ে ভ্রাতা ভ্রাতার, পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাদিগকে বধ করাইবে; এব° আমার নামার্থে সকলেই তোমাদিগকে মন্দ বাসিবে। কিন্তু যে জন শেষ পর্য্যন্ত সহিষ্ণুতা করে সেই পরিত্রাণ পাইবে।
প্র°। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?
উ°। দুইটা শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে খ্রীষ্টের প্রতি মনুষ্যদের স্বাভাবিক অতিশয় ঈর্ষা আছে, নতুবা তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে নিকটস্থ আত্মীয় কুটুম্ব সকল এক জন আর এক জনকে মৃত্যু পর্য্যন্ত সাধিবার তাড়না করিত না। কিন্তু পূর্ব্বে এই মত হইয়াছে, এব° এইক্ষণেও হইতেছে; ইহার সাক্ষাৎ প্রমাণ দেখ। এতদ্দেশস্থ লোকদের মধ্যে কেহ যদি খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তবে তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব সকলেই তাহাকে ঘৃণা ও তাড়না করত দূর করিয়া দিবে।

দ্বিতীয়, খ্রীষ্ট যে কহিলেন, এ সকল দুঃখ যে জন শেষ পর্য্যন্ত সহিষ্ণুতা করে সে পরিত্রাণ পাইবে,

ইহাদ্বারা এই শিক্ষা পাই, যে তদ্ধর্ম্ম গ্রহণেতে দুঃখ উপস্থিত হইলেও সহ্য না করিলে ত্রাণ হইবে না; অতএব তদ্দুঃখ সহিবার জন্যে তাঁহার নিকটে আমাদের প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য; যে হেতুক তৎ সহিষ্ণুরা শেষে যে অনন্ত সুখ প্যাইবে সেই সুখের প্রচুরতাতে ঐহিক তাবদ্দুঃখ মগ্ন হইয়া তাহার ছায়া মাত্র থাকিবে না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৪ পদ অবধি ২৭ পদ পর্য্যন্ত।

কিন্তু যে উচ্ছিন্নকারি কদর্য্য বিষয় দানিএল ভবিষ্যদ্বক্তাহইতে জ্ঞাপিত ছিল, তাহাকে যখন তোমরা যে স্থানে অনুচিত উপস্থিত দেখিবা, "যে কেহ পাঠ করে সে বুঝুক;" তখন য়িহুদা দেশে যাহারা থাকে, তাহারা পর্ব্বতে পলাইয়া যাউক; এবং যে জন ঘরের ছাতে থাকে, সে ঘরের মধ্যে না নামুক,এবং আপন ঘরহইতে কোন বস্তু লইতেও প্রবেশ না করুক; আর যে জন ক্ষেত্রে থাকে, সে আপনার বস্ত্র উঠাইয়া লইতে ফিরিয়া না যাউক। কিন্তু দুর্ভাগা তাহারা যাহারা সেই সময়ে গর্ব্ভবতী হয়, এবং যাহারা স্তনপান করায়। এবং প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের পলায়ন শীত কালে

না হয়। কেননা সেই সময়ে যেমত দুর্গতি হইবে, এমত দুর্গতি ঈশ্বরের কৃত সৃষ্টির আরম্ভহইতে অদ্যাবধি হয় নাই, এবং হইবেও না। এবং যদি ঈশ্বর সেই সময়ের হ্রাসতা না করিতেন, তবে কোন প্রাণির রক্ষা হইত না; কিন্তু স্বীয় গ্রাহ্য মনোনীতদের কারণ তিনি সেই সময় হ্রাস করিয়াছেন। তখন কেহ যদি তোমাদিগকে বলে, যে দেখ, খ্রীষ্ট এখানে আছেন, কিম্বা ওখানে আছেন, তাহাতে প্রত্যয় করিও না; কেননা মিথ্যা খ্রীষ্ট ও মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ উঠিবে, এবং এমত যে চিহ্ন ও আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখাইবে, যদি তাহা হইতে পারে তবে তাহারা মনোনীতদিগকেও ভ্রান্ত করিবে; কিন্তু তোমরা সাবধান থাক। দেখ, আমি সকলের ঘটনা তোমাদিগকে অগ্রে জ্ঞাত করাইলাম। কিন্তু সেই সময়ে সেই ক্লেশের পরে সূর্য্য অন্ধকারময় হইবে, এবং চন্দ্র আপন জোৎস্না দিবে না, এবং আকাশের নক্ষত্রাদির পতন হইবে, ও স্বর্গস্থ বল সকল নড়িবে; তখন তাহারা মনুষ্য পুত্রকে মহা প্রভাবে ও তেজে মেঘের মধ্যে আসিতে দেখিবে। ও তখন তিনি আপন দূতগণকে প্রেরণ করিয়া আস্বর্গ পৃথিবীর

সীমাবধি চারি দিকের বায়ুহইতে আপনার মনোনীতদিগকে আনাইয়া একত্র করিবেন।

প্রশ্ন। য়িরোশালেমের বিনাশ ও য়হূদী লোকদের ছিন্ন ভিন্ন হইবার বিষয়ে খ্রীষ্ট আপন শিষ্যদিগকে আর কোন কথা কহিলেন কি না?

উত্তর। হাঁ, ঐ সর্ব্বনাশক সময়ের পূর্ব্বে যাহা২ ঘটিবে, তাহা তিনি অগ্রেই বলিয়াছেন, ইহার পরে তৎকালীন যে কি২ হইবে সে সকল কথাও কহিলেন, যথা " উচ্ছিন্নকারি কদর্য্য বিষয় দানিএল ভবিষ্যদ্বক্তাহইতে যাহা জ্ঞাপিত ছিল, তাহাকে যখন তোমরা যে স্থানে অনুচিত উপস্থিত দেখিবা, তখন য়িহুদা দেশে যাহারা থাকে তাহারা পর্ব্বতে পলাইয়া যাউক, এবং যে ঘরের বাহিরে থাকে সে কোন বস্তু লইতে প্রবেশ না করুক, এবং ক্ষেত্রেতে যে থাকে সে ফিরিয়া নগরে না যাউক।

প্রঃ। এ কথার ভাব কি?

উ। ভাব এই, যে খ্রীষ্টাবতারের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে দানিএল নামে একজন ভবিষ্যদ্বক্তা এই সকল বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী লিখিয়াছেন; অতএব খ্রীষ্ট কহিলেন, যে যখন তোমরা তাহার ভবিষ্যদ্বাণীর অনুসারে উচ্ছিন্নকারি কদর্য্য বিষয় অনুচিত স্থানে উপস্থিত দেখিবা, তখন তোমরা বুঝহ, যে সময় কি না ঐ বিনাশের কাল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব ঘরেতে হউক কিম্বা ক্ষেত্রেতে হউক যে ব্যক্তি যে স্থানে আছে অতিশীঘ্র সে স্থানহইতে পলাইয়া যাউক।

প্র°। এই যে উচ্ছিন্নকারি কদর্য্য বিষয় অনুচিত স্থানে উপস্থিত হওন, এই বাক্যের অর্থ কি?

উ°। অর্থ এই, যে কদর্য্য বিষয় পদে রুমী লোকদের সৈন্যকে বুঝায়, যে হেতুক তাহারা দেবপূজক ও তাহাদের নিশানাদিতে প্রতিমা স্বরূপ নানা মূর্ত্তি নির্ম্মিত ছিল, এ প্রযুক্ত য়হুদী লোকেরা তাহাদিগকে অতি কদর্য্য রূপে জ্ঞান করিত। আর অনুচিত স্থান শব্দেতে য়িরোশালেম আর য়হুদী লোকদের মন্দিরকে বুঝায়, কি না য়হুদী লোকেরা সেই স্থানকে সু পবিত্র জানিয়া তাহাদের বিচারেতে অতি কদর্য্য যে রুমী লোকেরা, তন্নিশানাদির সহিত তাহাদের সে স্থানে আইসন অনুচিত জ্ঞান করিল! অতএব এ কথার ভাব এই, যে যখন তোমরা রুমি লোকদের সৈন্যেতে য়িরোশালেমকে আবৃত করিতে দেখিবা, তখন জানিবা যে তাহারা য়হুদী লোকদের উচ্ছিন্নকারী হইবে, অর্থাৎ সেই সময়ে য়হুদী লোকদের রক্ষা পাইবার আর কোন পথ না থাকাতে তাহাদের সর্ব্বনাশ অবশ্য ঘটিবে।

প্র°। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উ°। এই শিক্ষা পাই, যে খ্রীষ্ট যদি ইহকালের সেই দুঃখ উপস্থিত হইবামাত্র তাহাদিগকে অবিলম্বে পলায়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন, তবে পরকালের দুঃখ যে ঘোরতর নরক তাহা এড়াইবার জন্যে ততোধিক শীঘ্র সকলের পলায়ন করা উচিত। ফল, খ্রীষ্ট আপনি হইয়াছেন আশ্রয় স্থান, আর তাঁহাতে যে বিশ্বাস সেই হইয়াছে পলাইবার পথ; অতএব

আর বিলম্ব না করিয়া সেই আশ্রয়স্থান অবলম্বনের নিমিত্তে তৎ পথদ্বারা আমাদের পলায়ন করা কর্ত্তব্য; কি না এই ক্ষণেই তাঁহার উপর বিশ্বাস করা সকলের উচিত।

প্রু°। ভাল, সেই সময়ে যে লোকদের কি ২ দুঃখ ঘটিবে, খ্রীষ্ট এমন কোন কথা কহিলেন কি না?

উ°। হাঁ কহিলেন, যে সেই সময়ে এতম দুর্গতি হইবে যে সৃষ্টির আরম্ভাবধি অদ্য পর্য্যন্ত কখন সেই মত হয় নাই ও হইবেও না। ঈশ্বর যদি সেই সময়ের হ্রাসতা না করিতেন, তবে কোন প্রাণির রাক্ষা হইত না, কিন্তু স্বীয় গ্রাহ্য মনোনীতদের কারণ তিনি সেই সময় হ্রাস করিয়াছেন।

প্রু°। এই কথাতে কি বোধ হয়?

উ°। দুইটী বোধ হয়।

প্রথম এই, যে পাপ অতি দারুণ বস্তু, যে হেতুক লোকদের পাপ নিমিত্তক যদি ইহকালে এতদ্দুঃখ ঘটে তবে পরকালেতে তাহাদের কি পর্য্যন্ত দুঃখ না হইবে।

দ্বিতীয়, ঈশ্বর দুষ্ট লোকদেরই বিহিত দণ্ড করিলেও অথচ তিনি আপন মনোনীতদের প্রতি দয়াবান্ থাকিবেন, যে হেতুক লিপি আছে, যে তিনি আপন মনোনীতদের কারণ সে দুঃখ সময়ের হ্রাসতা করিবেন, অর্থাৎ দষ্ট য়িহুদী লোকদের মধ্যে যাহারা ২ মনোনীত হইয়া ঈশ্বরীয় লোক ছিল, তাহারা সেই দুঃখের সময়ে যেন অধিক দুঃখ না পায় এ জন্যে তিনি সেই দুঃখ দেওনের হ্রাসতা করিলেন।

প্রং। সেই সময়ে তাহারা যেন কাহার কথাতে ভ্রান্ত না হয়, এতদ্বিষয়ে সাবধান থাকিতে খ্রীষ্ট কোন কথা কহিলেন কি না?

উং। হাঁ কহিলেন, যে যাহারা আপনাদিগকে রক্ষক জানাইবে এমত অনেক মিথ্যা খ্রীষ্ট ও মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তা উঠিবে, ও অনেক২ চিহ্ন ও আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখাইয়া লোকদের ভ্রান্তি জন্মাইবে; অতএব তোমরা যেন তত্তদ্বিষয়ে সাবধানে থাক, এ নিমিত্তে সকল ঘটনা তোমাদিগকে অগ্রে জ্ঞাত করিলাম।

প্রং। এই সকল কথাতে কি শিক্ষা পাই?

উং। এই শিক্ষা পাই, যে যাহারা লোকদের ভ্রান্তি জন্মায়, এমত প্রবঞ্চক সর্ব্ব কালে ও সর্ব্ব স্থানে আছে; অতএব এক সময় মাত্র তাহা নহে, বরং সর্ব্বদা তাহাদের হইতে সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য; যেহেতুক সাবধানে থাকিবার জন্যে খ্রীষ্ট তাহাদের দুষ্টামির বিষয় অগ্রে আমাদিগকে জ্ঞাত কারাইয়াছেন, তথাপি যদি আমরা সচেতন না থাকি, সে আমাদের নিজের দোষ। ফল, তিনি সর্ব্ব বিষয়ে বিশেষতঃ নরকভোগ বিষয়ে সাবধান থাকিবার আবশ্যকতা জানাইয়াছেন, অতএব যদি আমরা তদনুরূপ না থাকি, তবে অবশ্য সেই নরকে যাইব। আর তাঁহার সেই সকল সচেতন থাকিবার কথাতে মনোযোগ না করিলে আর অধিক নরক হইবে।

প্রং। সেই সকল ক্লেশ ঘটনের পরে আর কি২ হইবে, এমত কোন কথা তাহাদিগকে কহিলেন কি না?

উ°। হাঁ কহিলেন, যে সেই সকল ক্লেশের পর সূর্য্য অন্ধকারময় হইবে, এবং চন্দ্র আপন জ্যোৎস্না দিবেন না, ও আকাশের নক্ষত্রাদির পতন হইবে, ও স্বর্গস্থ বল সকল লড়িবে।

প্র°। লিখিত এই ক্লেশের যে কাল, সে কোন কাল বুঝায়?

উ°। জগতের শেষে অত্যন্ত ভয়জনক মহাবিচারের দিন বুঝায়। ফল, শেষ দিনেতে হইবে যে পৃথিবীর সর্ব্বনাশ, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ য়িরোশালেমের সর্ব্বনাশ হইল; এই কারণ খ্রীষ্ট সেই দুইটা ঘটনা বিষয়ের কথা এক যোগে কহিলেন। কিন্তু এই প্রভেদ আছে, যে য়িরোশালেমের সর্ব্বনাশ অতি ভয়ানক হইলেও শেষদিনের সর্ব্বনাশেতে যে ক্লেশ, তাহার সহিত তুলনা দিতে গেলে সেটা কেবল ছায়া মাত্র বোধ হয়; যে হেতুক সেই সময়ে পৃথিবীস্থ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ভূচর, জলচর, খেচর জন্তুমাত্র, ও চন্দ্র, সূর্য্য, পর্ব্বত, প্রভৃতি যে কিছু আছে, সকলি নষ্ট হইবে; অতএব ধিক্ তাহাদিগকে যাহারা সেই সময়ের জন্যে প্রস্তুত না থাকে।

প্র°। ভাল, তিনি সেই সময়ে বিচারবিষয়ক কোন কথা কহিলেন কি না?

উ°। হাঁ কহিলেন, যে সেই সময়ে মনুষ্যপুত্র মহা প্রভাবে ও তেজে মেঘারূঢ় হইয়া আসিবেন, ও তিনি আপন দূতগণকে প্রেরণ করিয়া আস্বর্গ পৃথিবীর সীমাবধি চতুর্দ্দিক্স্থ আপনার মনোনীতদিগকে আনাইয়া একত্র করিবেন।

প্র°। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উং। এই শিক্ষা পাই, যে সেই সময়ে খ্রীষ্ট আপনি বিচার-
কর্ত্তা হইবেন, এবং যে দুষ্ট লোকেরা এইক্ষণে তাঁহাকে
তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছে, তাহারা সেই সময়ে তাঁহার
সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া কম্পমান হইবে; যে হেতুক এইক্ষণে
তিরোহিত আছে যে তাঁহার মহা তেজ ও প্রভাব,
তাহা সেই সময়ে সকলের সাক্ষাতে প্রকাশমান হইয়া
দুষ্ট লোকদের অতি ভয়ানক বিষয় হইবে। অতএব
অতি শীঘ্র সকলেরি তাঁহার সহিত মিলন করা কর্ত্তব্য।
ফল, যাহারা তাঁহার উপর বিশ্বাস করে সেই সময়ে
তাহাদের কিছু ভয়ের আবশ্যকতা নাই; কেননা
তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথাতে আমরা জানিতেছি যে স্বর্গীয়
দূত সকল তাঁহার করতলে আছে, এবং সেই সময়ে
তাহাদের সহিত আগমন করত তাহাদের দ্বারা আ
স্বর্গ পৃথিবীর সীমাবধি আপন ভক্তগণকে একত্র
করিয়া সর্ব্ব ক্লেশ হইতে রক্ষা করিয়া আপনার সহিত
স্বর্গে লইয়া যাইবেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ২৮ পদ অবধি ৩৭ পদ পর্য্যন্ত।

সম্প্রতি আঞ্জীর বৃক্ষেতে এক দৃষ্টান্ত শিখ,
যখন তাহার শাখা কোমল হয়, এবং পত্র বাহির
করে, তখন তোমরা জান, যে গ্রীষ্ম সময় সন্নিকট
হইল। তদনুরূপ তোমরা যখন এ সকল ঘটনা
প্রত্যক্ষ দেখিবা, তখন জান যে তাহাও সন্নিকট
আছে, বরং দ্বারে উপস্থিত। সত্য আমি তোমা-

দিগকে কহি, যে এ সকল কথা যদবধি পূর্ণ না হয়, তদবধি এই বর্ত্তমান পুরুষ বহিয়া যাইবে না। স্বর্গ ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার কথা কদাচ লুপ্ত হইবে না। কিন্তু সেই দিবস ও সেই দণ্ডের নিশ্চয় কেহ জানে না, স্বর্গস্থ দূত গণও জানে না, পুত্রও না, কিন্তু পিতা কেবল। সাবধান, সচেতন থাকিয়া প্রার্থনা কর; কেননা সে সময় কখন হয় তাহা তোমরা জ্ঞাত নহ। যেমত এক মনুষ্য দূর যাত্রায় আপন ঘর ছাড়িতে উদ্যত হইয়া আপনার ভৃত্যাদিগকে যোগ্যতা দিয়াও প্রত্যেক জনকে নিজ২ কর্ম্ম ভারে, এবং দ্বারিকে জাগ্রৎ থাকিতে আজ্ঞা দেয়, তেমনি মনুষ্য পুত্র। অতএব তোমরা সচেতন থাক; কেননা ঘরের কর্ত্তা কখন আইসেন, কি সায়ং কালে, কি দুই প্রহর রাত্রিতে, কি কুক্কুটের ডাকন সময়ে, কিম্বা প্রাতঃ কালে, তাহা তোমরা জান না। কি জানি তিনি অকস্মাৎ আসিয়া তোমাদিগকে নিদ্রাগত দেখেন বা। এবং আমি তোমাদিগকে যাহা কহি, তাহা আমি সকলকেই কহি, যে সচেতন থাক।

প্রশ্ন। খ্রীষ্টের আঞ্জীর বৃক্ষ বিষয়ে শিষ্যদের কাছে কি দৃষ্টান্ত কথা কহিলেন?

উত্তর। তিনি এই কহিলেন, যে সেই বৃক্ষের শাখা যখন কোমল হয়, এবং তাহার পত্র তোমরা যখন বাহির হইতে দেখ, তখন তোমরা জান, যে গ্রীষ্ম সময় সন্নিকট হইল; তেমনি আমার উক্ত ঐ সকল ঘটনা তোমরা যখন দেখিতে পাইবা, তখন জানিবা যে ঐ দুঃখ এবং সর্ব্বনাশের সময় সন্নিকট আছে।

প্রং। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উং। এই শিক্ষা পাই, যে ভবিষ্যৎ ঈশ্বরীয় বিচারের প্রতি আমাদের মনোযোগী হইয়া থাকার আবশ্যকতা আছে, এই হেতুক তৎপ্রতি চেতনাজনক যে সকল কথা শাস্ত্রে লিখিত আছে, মনোযোগ পূর্ব্বক সে সকল কথা শ্রবণ করা আমাদের কর্ত্তব্য। দেখ, ঐ দুঃখ ও সর্ব্বনাশ ঘটনের পূর্ব্বকালীন চিহ্নের বিষয়ে খ্রীষ্ট আপন শিষ্যদিগকে নানা কথা কহিলেন। তাহারা সেই সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়াও যদি তাহাতে অমনোযোগী হইত, তবে অপ্রস্তুত থাকাতে অকস্মাৎ সেই সময় আসিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারিত; তেমনি পর কাল বিষয়ে চৈতন্যজনক যে সকল শাস্ত্রীয় কথা লিখিত আছে, আমরা যদি তাহাতে অমনোযোগী হই, তবে অকস্মাৎ মৃত্যু আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করত পরলোকে লইয়া গিয়া সর্ব্বনাশ করিবে।

প্রং। ভাল, খ্রীষ্ট এতদ্বিষয়ে আর কোন কথা কহিলেন কি না?

উ°। হাঁ কহিলেন, যে এসকল কথা যদবধি পূর্ণ না হয়, তদবধি এই বর্ত্তমান পুরুষ বহিয়া যাইবে না। স্বর্গ ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার কথা কদাচ লুপ্ত হইবে না।

প্র°। এই কথার ভাব কি?

উ°। ভাব এই, যে বর্ত্তমান পুরুষ বহিয়া যাইবার পূর্ব্বে ঐ সকল ঘটনা পূর্ণ হইবে, তিনি যে এই কথা কহিলেন, ইহাতে য়িরোশালেমের সর্ব্বনাশ ঘটনামাত্র বুঝায়; এবং তিনি এই সকল বিষয়ে যেমত কহিলেন, ঠিকতো তদনুরূপ ঘটিল। অতএব ইহাদ্বারা আমরা নিশ্চয় জানিতে পারি, যে স্বর্গের ও পৃথিবীর লোপ হইলেও তাঁহার কথা কদাচ লুপ্ত হইবে না। ফল, য়িরোশালেমের সর্ব্বনাশ যেমন ঠিক তাঁহার কথানুসারে ঘটিয়াছে; ইহার পরে ভবিতব্য যে শেষ দিনে জগতের সর্ব্বনাশ সেটাও তাঁহার বাক্যানুসারে নিশ্চয় ঘটিবে। অতএব তদ্বিষয়ে খ্রীষ্টদত্ত শিক্ষানুসারে আচারী হওয়া আমাদের পরম ভাগ্যের বিষয়, ইহা স্থির জানিয়া তদাচারী যেন হই, এই আমাদের কর্ত্তব্য।

প্র°। ভাল, তিনি তদ্বিষয়ে কি শিক্ষা দিয়াছেন?

উ°। পূর্ব্বোক্ত কথা ছাড়া তদ্বিষয়ে আরো নানা উপদেশ দিয়া কহিলেন, যে কোন দিবসে কিম্বা কোন দণ্ডে এই সকল ঘটিবে, তাহা কেহ নিশ্চয় জানে না; অতএব সাবধান, সচেতন থাকিয়া প্রার্থনা কর, কেননা সে সময় কখন হয় তাহা তোমরা জ্ঞাত নহ।

প্র°। লোকদের তদনুরূপ থাকিবার যে আবশ্যকতা আছে ইহা তাহাদিগকে বুঝাইবার নিমিত্তে তিনি কোন দৃষ্টান্ত কথা কহিলেন কি না?

উ°। হাঁ, তাহাদিগকে কহিলেন, যে যেমন এক মনুষ্য দূর যাত্রা করিবার সময়ে আপন ভৃত্যদের প্রত্যেক জনকে নিজ কর্ম্মানুসারে ভার দেয়, এব° দ্বারিকে জাগ্রৎ থাকিতেও আজ্ঞা দেয়, তেমনি মনুষ্যের পুত্র। অতএব তোমরা সাবধান থাক, কেননা ঘরের কর্ত্তা কখন আইসেন, তাহা তোমরা জান না; কি জানি তিনি অকস্মাৎ আসিয়া তোমাদিগকে নিদ্রাগত পান। অতএব সকলকে কহি, সচেতন থাক।

প্র°। এই সকল কথাতে কি কোন শিক্ষা পাই?

উ°। হাঁ পাই। দেখ, মহা বিচারদিনের বিষয়ে যে শাস্ত্রেতে এই সকল নানা কথা লেখা গিয়াছে, ইহাদ্বারা আমরা নিশ্চয় জানিতে পারি, যে সে হইয়াছে অতি ভারি ও ভয়ানক বিষয়; নতুবা তৎপ্রতি এত কথা লেখা যাইত না, যে হেতুক শাস্ত্রে কোন বৃথা কিম্বা মিথ্যা ভয়জনক কথা লিখিত হয় না। ফল, আমরা যেন প্রতি দিন বর° প্রতিক্ষণ সচেতন থাকি, এই হেতুক ঈশ্বর শেষ দিনের উপস্থিত সময় আমাদিগকে জ্ঞাত করান না। অতএব যাহারা এই সকল কথা জানিয়া শুনিয়াও পাপ দমন না করে, এব° লিখিতানুসারে সচেতন না থাকে, সেই লিখন তাহাদের প্রতি দণ্ড বাহুল্যের কারণ হওয়াতে তাহারা উপায় হীন হইয়া সেই দিন উপস্থিত হইলে অবশ্য সর্ব্বনাশে পড়িবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ১ পদ অবধি ১১ পদ পর্য্যন্ত।

দুই দিবস পরে পস্‌হা ও অথমীরি রুটীর পর্ব্ব হইল, তাহাতে প্রধান যাজকেরা ও অধ্যাপকেরা অনুসন্ধান করিল, যে তাহারা কি রূপে ছল করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বধ করিতে পারে। কিন্তু তাহারা কহিল, যে পর্ব্বসময়ে নয়, কি জানি লোকদের গোলমাল বা হয়। পরে তিনি বেথনীয়ায় শিমোন কুষ্ঠির ঘরে ভোজনে বসিলে এক স্ত্রীলোক একটা সমরণ প্রস্তরের কৌটাতে অতি দুর্লভ জটামাংসী তৈল সঙ্গে লইয়া সেখানে আইল, এবং কৌটা খুলিয়া তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া দিল। তাহাতে কেহ২ আপন অন্তরে বিরক্ত হইয়া কহিল, যে ও তৈলের এমত অপব্যয় কেন হইল? সে তিন শত সিকি হইতেও অধিক মূল্যে বিক্রীত হইলে দরিদ্র লোকদিগকে বিতরণ হইতে পারিত; এবং তাহার প্রতি তাহারা কচ্‌কচি করিতে লাগিল। তখন য়িশু কহিলেন, উহাকে থাকিতে দেও, তাহাকে কেন ব্যস্ত করিতেছ? সে তো আমার উপর একটা সু কর্ম্ম করিয়াছে। কেননা দরিদ্রেরা সতত তোমাদের নিকটে থাকে, এবং যখন

ইচ্ছা করে তখন তোমরা তাহাদের উপকার করিতে পার; কিন্তু আমি তোমাদের নিকটে সতত থাকি না। যে কিছু তাহার সাধ্য ছিল তাহা করিয়াছে; সে তো আমার দেহের কবর দেওনার্থে তৈল মর্দ্দন করিতে অগ্রেই আসিয়াছে। সত্য আমি তোমাদিগকে কহি, সমুদায় জগৎ পর্য্যন্ত যে ২ স্থানে এই মঙ্গল সমাচার প্রচার হইবে, সেই ২ স্থানে এই স্ত্রীলোক যাহা কহিল, তাহা তাহার স্মরণে উক্ত হইবে। অনন্তর দ্বাদশের মধ্যে এক জন য়িহুদা য়ীশ্করিওতীয় তাঁহাকে প্রধান যাজকদের স্থানে ধরাইয়া দিবার কারণ তাহাদের নিকটে গেল। এবং তাহারা তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইল, ও তাহাকে টাকা দিতে অঙ্গীকার করিল; এবং সে তাঁহাকে সুযোগমতে ধরাইয়া দিতে অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

প্রশ্ন। প্রধান যাজকেরা ও অধ্যাপকেরা খ্রীষ্টকে কি করিতে অনুসন্ধান করিতে লাগিল?

উত্তর। কি প্রকারে কোন ছলদ্বারা উহারা তাঁহাকে ধরিয়া বধ করিতে পারে এই অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু পশহা ও অখমীরি রুটীর পর্ব্ব উপস্থিত হইল; তাহাতে লোকদের গোলমাল পাছে হয় এই

ভয়েতে সেই সময়ে উহারা তৎ কর্ম্ম করিতে পারিল না।

প্রঃ। পশহা ও অখমীরি রুটীর যে পর্ব্ব, তাহার বৃত্তান্ত কি?

উঃ। সেই পর্ব্বের বৃত্তান্ত এই, যে খ্রীষ্টাবতারের এক হাজার পাঁচ শত বৎসরের পূর্ব্বে মিসর দেশের রাজা কর্ত্তৃক অন্যায়েতে য়িহূদী লোকদের পূর্ব্ব পুরুষেরা তদ্দেশে বদ্ধ হইলে ঈশ্বর মোশহদ্বারা তাহাদিগকে মুক্ত করিতে সেই রাজাকে আজ্ঞা দিলেন, কিন্তু সে তাহা করিল না; এই হেতুক ঈশ্বর শেষে তাহাকেও তাহার অনেক প্রজাকে নষ্ট করিয়া অলৌকিক কর্ম্মদ্বারা তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। এবং সেই মুক্তি করণ সময়ে তৎপর্ব্বের স্থাপন হইল, এ প্রযুক্ত তাহারা সেই মোচনের স্মরণার্থে ঈশ্বরের আজ্ঞানুক্রমে প্রতি বৎসর সময়ানুসারে তাহা প্রতিপালন করিত।

প্রঃ। এই কথাতে কি কোন শিক্ষা পাই?

উঃ। হাঁ, দুইটী শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, দেখ, য়িহূদী লোকদের তাবৎ পর্ব্বের মধ্যে পশহা পর্ব্ব বিশেষ পর্ব্ব ছিল, যে হেতুক সেটা তাহাদের প্রতি ঈশ্বরীয় অনুগ্রহ স্মরণের সময়; অতএব সেই সময়ে পারমার্থিক ক্রিয়াতেই কাল ক্ষেপণ করিয়া বিশেষ রূপে নম্রমনা ও দয়াবান্ হওয়া তাহাদের কর্ত্তব্য। আর তাহারা যদি উচিত মতে সেই পর্ব্ব পালন করিত, তবে সেটা তাহাদের দুষ্কর্ম্ম করিবার বাধক অবশ্য হইত; কি না অন্য সময়ে যদিও দুষ্কর্ম্ম করিত, অথচ সে সময়ে কদাচ করিত না, কিন্তু তাহাদের সেই চেষ্টাদ্বারা নিশ্চয়

জানা যায়, যে সে পর্ব্ব তাহাদের দুষ্কর্ম্ম করিবার কোন বাধক হইল না; যে হেতুক সেই সময়ে উহারা খ্রীষ্টকে ধরিয়া বধ করিতে অনুসন্ধান করিল, এবং বোধ হয় যে উহাদের লোকভয় যদি না থাকিত, তবে পর্ব্বের দিনেই আপনাদের সেই কুমনস্কামনা সিদ্ধ করিত। অতএব ইহাতে বোধ হয়, যে দুষ্ট লোকেরা আপনাদের দুষ্টামী সাধিতে কোন বাধাতে বাধিত হয় না। ফল, উহারা আপনাদের মন্দ মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্যে ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া থাকে, ও কু কর্ম্মদ্বারা আপনাদিগকে ঘোর নারকী করাইয়া ইন্দ্রিয় সুখভোগ করণার্থে আপনাদের জীবাত্মাকে শয়তানের হস্তে বিক্রয় করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে।

দ্বিতীয়, অন্য লোকহইতে অধ্যাপক ও যাজক লোক সকলের সু আচারী হওয়া উচিত, কিন্তু উহারা তাহা না হইয়া কখন ২ সকলহইতে দুষ্টাগ্রগণ্য হয়। ইহার সাক্ষাৎ প্রমাণ ঐ অধ্যাপকাদির আচরণেতেই দেখ; যে হেতুক উহারা নিশ্চয় জানিত, যে বধ করা অতিশয় পাপ, এবং সেই পাপ করিলে ঈশ্বরের বিচারে অবশ্য দণ্ডিত হইবে; অথচ তদ্বিষয়ে ভীত না হইয়া যে পর্য্যন্তআপনাদের সেই কু ইচ্ছা পূর্ণ না হইল, সে পর্য্যন্ত তচ্চেষ্টা করিতে নিবৃত্ত হইল না।

প্র°। ভাল, খ্রীষ্ট তাহাদের মনস্থ বিষয় অবগত ছিলেন কি না?

উ°। হাঁ ছিলেন, যে হেতুক তাঁহার প্রতি যে কিং ঘটিবে তাহা তিনি পূর্ব্বে আপন শিষ্যদিগকে অনেক বার কহিয়াছিলেন, অথচ তদ্বিষয়ে ভীত না হইয়া য়িরো-

শলমের নিকটে বেথনীয়া নামে এক গ্রামে গমন করত শীমোন নামে এক ব্যক্তি যে পূর্ব্বে কুষ্ঠী ছিল, তাহার ঘরেতে ভোজনে বসিলেন।

প্র°। সেই লোকের ঘরেতে তাঁহার ভোজন করাতে কি বোধ হয়?

উ°। এই বোধ হয়, যে সে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ লোক ছিল না, কেননা খ্রীষ্ট অগ্রে তাহার কুষ্ঠ ভাল করিয়া তাহাকে নীরোগী করিয়াছিলেন, তৎ প্রযুক্ত তাহার প্রতি তাঁহার প্রেম থাকাতে সে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। ফল, খ্রীষ্টের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া বড় পাপ, এই মত জানিয়া যাহারা তাঁহাহইতে পারমার্থিক বিষয়ে কোন উপকার পাইয়াছে, তাহারা সে পাপ না করিয়া বরং প্রার্থনাদ্বারা আপনাদের অন্তঃকরণ রূপ গৃহে আসিতে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিবে; এবং লোকদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই, যে সেইমত প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাদের অন্তঃকরণে অবশ্য স্থিতি করত তাহাদিগকে ভোজন পানাদি রূপ আহ্লাদ আমোদ সুখ দিবেন।

প্র°। ভাল, সে ঘরেতে ভোজন করণসময়ে কি ২ ঘটিল?

উ°। এক স্ত্রীলোক আসিয়া একটা সমরণ প্রস্তরের কৌটাতে অতি দুর্লভ জটামাংসী তৈল সঙ্গে লইয়া সে স্থানে আগমন করত কৌটা খুলিয়া তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া দিল।

প্র°। ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। এই বোধ হয়, যে তাঁহার প্রতি ঐ স্ত্রীর অতিশয় ভক্তি ছিল, এই হেতুক সে ঐ কর্ম্ম করিল। ফল, যাহারা

খ্রীষ্টের প্রতি প্রেম করে, তাহাদের আচরণদ্বারা সেটা অবশ্য প্রকাশ হইবে; অতএব আমরাও যেন তাঁহাতে তদনুরূপ প্রেম করিয়া সে প্রেম সকলের সাক্ষাতে প্রকাশ করিতে লজ্জিত না হই, এই বাসনা পূর্ব্বক তচ্চেষ্টায় থাকা আমাদের কর্ত্তব্য।

প্রং। নিমন্ত্রিত লোকেরা সেই স্ত্রীকে তাঁহার উপর তৈল ঢালিতে দেখিয়া মনেং বিরক্ত হইয়া কি কহিল?

উং। এই কহিল, যে ও তৈলের এমত অপব্যয় কেন হইল? সে তিন শত সিকি হইতেও অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া দরিদ্র লোকদিগকে বিতরণ হইতে পারিত, এবং তাঁহার প্রতিও তাহারা কচ্‌কচি করিতে লাগিল।

প্রং। খ্রীষ্ট তাহাদের কচ্‌কচি শুনিয়া কি কহিলেন?

উং। কহিলেন, যে উহাকে থাকিতে দেও, কেন ব্যস্ত করিতেছ? সেতো আমার উপরে একটা সুকর্ম্ম করিয়াছে, কেননা দরিদ্রেরা সতত তোমাদের নিকটে থাকে, এবং যখন ইচ্ছা কর তখন তোমরা তাহাদের উপকার করিতে পার; কিন্তু আমি তোমাদের নিকট সতত থাকি না।

প্রং। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উং। এই শিক্ষা পাই, যে খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসকেরা কোন প্রকারে ভক্তিভাবে তাঁহার সেবা করিলে তৎ প্রযুক্ত কেহ যদি তাহাদিগকে নিন্দা করে কিম্বা দোষ দেয়, তবে তিনি আপনি মনোযোগী হইয়া সেই দোষদায়কদিগকে প্রত্যুত্তর দিবেন। ফল, অতি সামান্য কর্ম্ম হইলেও তৎ কর্ম্ম করণের মূল যদি বিশ্বাস ও প্রেম হয়, তবে তিনি সে কর্ম্ম গ্রাহ্য করিয়া সেটা কারকদের প্রশংসার বিষয় ইহা জানাইয়া দিবেন।

প্র°। ভাল, সেই স্ত্রী যে বিশ্বাসও প্রেম পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ঐ কর্ম্ম করিয়াছিল, তিনি কি ইহা জানিয়া তদনুরূপ গ্রাহ্য করিলেন?

উ°। হাঁ করিলেন,এব° সে স্ত্রী আত্ম সাধ্য পর্য্যন্ত যে সে কর্ম্ম করিয়াছিল, ইহা জানিয়া তাহার প্রতি দোষদায়কদিগকে কহিলেন, যে সত্য আমি তোমাদিগকে কহি, সমুদায় জগৎ পর্য্যন্ত যে২ স্থানে এই মঙ্গল সমাচার প্রচার হইবে,সেই২ স্থানে এই স্ত্রীলোক যাহা করিল, তাহা তাহার স্মরণে উক্ত হইবে।

প্র°। ইহাতে কি বুঝা যায়?

উ°। এই বুঝা যায়, যে যাহারা মানুষের বিচারেতে দোষী হয় এমত অনেক লোক খ্রীষ্টের বিচারেতে নির্দ্দোষি রূপে গণিত হইবে, এব° যাহারা মনুষ্যের বিচারেতে নির্দ্দোষি রূপে অনুমানিত হইবে, এমত অনেক লোক খ্রীষ্টের বিচারেতে সদোষ হইবে; বিশেষতঃ,শেষদিনে এটা প্রত্যক্ষ দেখা যাইবে। ফল, কতক লোকএমত আছে যে যাহাদের বিষয়ে আমাদের নিশ্চয় বোধ হয়, যে তাহারা নিতান্ত স্বর্গের পথেতেই আছে, কিন্তু শেষ দিনে দেখিতে পাইব যে উহারা নরকের পথে ছিল; এব° কোন২ লোকের বিষয়ে আমরা নিশ্চয় জ্ঞান করি, যে তাহারা নরকের পথেতেই আছে; কিন্তু শেষ দিনে আমরা দেখিতে পাইয়া জানিতে পারিব যে ইহারা স্বর্গপথেতেই ছিল। অতএব তদ্বিষয়ে সাবধানে থাকিয়া ভ্রান্ত যেন না হই, এই চেষ্টা করা আমাদের উচিত; যেহেতুক মনুষ্যের শত্রু যে শয়তান, সে অনেকের জ্ঞানচক্ষুতে অজ্ঞান

রূপ ঠুলি দিয়া সৎ পথ বলিয়া তাহাদিগকে নরকের পথে প্রবৃত্তি জন্মাইতেছে।

প্র°। খ্রীষ্ট কহিলেন, যে এই স্ত্রী আমার দেহের কবর দেওনার্থে এ কর্ম্ম করিয়াছে, এই কথার অর্থ কি?

উ°। ইহার কিছু নিগূঢ়ার্থ আছে। ফল, য়িহূদী লোকদের এমত একটা ধারা ছিল, যে মনুষ্য মরিলে পর তাহার শবকে তৈল মর্দ্দন করাইত; কিন্তু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান হওয়াতে তাঁহার উপর সে কর্ম্ম করিবার সঙ্গতি হইবে না, তিনি পূর্ব্বে ইহা জানিয়া এবং তাঁহার মৃত্যুর সময় সন্নিকট হইয়াছে ইহা তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্যে সঙ্কেত ক্রমে এ কথা কহিলেন।

প্র°। ইহাতে আমরা কি জানিতে পারি?

উ°। এই জানিতে পারি, যে মনুষ্য মাত্রেরই অতি ভয়ানক যে মৃত্যু, খ্রীষ্ট তাহাহইতে কিছুই ভীত ছিলেন না। ফল, মৃত্যুর হুল হইয়াছে পাপ, আমরাও সকলে পাপী, এই হেতুক আমাদের সেটা ভয়জনক হয়; কিন্তু তাঁহাতে পাপাভাব প্রযুক্ত সেটা তাঁহার ভয়ানক না হইয়া বরং সহজ হইল; অতএব তিনি তদ্বিষয়ে ঐ মত স্নিগ্ধ ভাবে কথা কহিলেন।

প্র°। ভাল, প্রধান যাজকেরা ও অধ্যাপকেরা তাঁহাকে ধরিতে কোন সন্ধান পাইল কি না?

উ°। হাঁ পাইল, যেহেতুক য়িহূদাহ য়িস্কারিওত্তীয় নামে তাঁহার এক শিষ্য বিশ্বাসঘাতকী হইয়া তাহাদের নিকটে তাঁহাকে ধরাইয়া দিল।

প্র°। সে তাঁহার নিজ শিষ্য হইয়া এমত দুষ্কর্ম্ম কেন করিল?

উং। সে শয়তানীয় লোক এ প্রযুক্ত লোভী হইয়া লাভার্থে, কাল্পনিক ভাবে খ্রীষ্টের শিষ্য হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিয়াছিল, এমত বোধ হয়; কিন্তু এ কর্ম্মেতে তাহার সেই মনস্কামনা সিদ্ধ না হওয়াতে টাকা পাইবার নিমিত্তে তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিল, যেহেতুক অধ্যাপকেরা যখন তাহাকে টাকা দিতে স্বীকার করিল, সে তখনি মাত্র তাঁহাকে সুযোগ মতে ধরাইয়া দিবার অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

প্রং। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উ•। দুইটী শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে লোভবিষয়ে অতি সাবধানে থাকা আমাদের কর্ত্তব্য, যেহেতুক অনেকে লোভের অধীন থাকিয়া লাভার্থে আপনাকে শয়তানের নিকটে বিক্রয় করে। ফল, এত বড় দুষ্কর্ম্ম নাই, যে লাভের বিষয় হইলে মনুষ্য তাহা না করে।

দ্বিতীয়, এই পৃথিবীতে নির্দ্দোষি লোক পাইবার আশা করাই বৃথা, কেননা এমত লোক কোথাও মিলিবে না, যেহেতুক খ্রীষ্টের শিষ্যদের মধ্যেও এক জন দুষ্টাগ্রগণ্য ছিল; অতএব আত্ম অন্তর স্থিত যে দুষ্টতা ও দুষ্ট লোক, বিশেষতঃ বিশ্বাসঘাতকী যে মনুষ্য এই সকলহইতে ঈশ্বর যেন আমাদিগকে রক্ষা করেন, আমাদের এই প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ১২ পদ অবধি ৩১ পদ পর্য্যন্ত।

পরে অখমীরি রুটীর প্রথম দিবসে যখন পস্হার মেষ মারা যায়, তখন তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহা-

কে কহিল, যে আমরা কোন্ স্থানে যাইয়া আপনকার ভোজনার্থে পস্‌হা প্রস্তুত করি, আপনকার অভিমত কি? তখন তিনি আপন শিষ্যগণের মধ্যে দুই জনকে এই কথা কহিয়া পাঠাইলেন, যে তোমরা নগরের মধ্যে যাও, তাহাতে এক ঘড়া জলবাহক এক জনের সাক্ষাৎ পাইবা, তাহার পশ্চাৎ যাও; এবং যেখানে সে প্রবেশ করিবে, সেই গৃহের কর্ত্তাকে কহিবা, যে গুরু কহিতেছেন, আমি আপন শিষ্যদের সঙ্গে যেখানে পস্‌হা খাইব, সে ভোজনশালা কোথা? তখন সে তোমাদিগকে সাজান ও প্রস্তুত উপরিস্থ বড় দালান দেখাইয়া দিবে, সেখানে আমাদের কারণ প্রস্তুত করিবা। অতএব তাঁহার শিষ্যেরা প্রস্থান করিয়া নগরে আসিয়া, তিনি তাহাদিগকে যেমত কহিয়াছিলেন, সেই মত তাহারা পাইল, এবং তাহারা পস্‌হা প্রস্তুত করিল। পরে সায়ংকালে তিনি দ্বাদশের সঙ্গে আইলেন; এবং তাহারা বসিয়া ভোজন করিতে২ য়িশু কহিলেন, সত্য আমি তোমাদিগকে কহি, তোমাদের মধ্যে এক জন যে আমার সঙ্গে খাইতেছে, সে আমাকে পরহস্তগত করিবে। তখন তাহারা উদ্বিগ্ন হইয়া

তাঁহাকে একে২ বলিতে লগিল, যে সে কি আমি? সে কি আমি? তিনি তাহাদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন, সে দ্বাদশের মধ্যে এক জন বটে, যে আমার সঙ্গে পাত্রে হাত ডুবাইতেছে। যেমত তাঁহার বিষয়ে লিপি আছে, তদনুসারে মনুষ্যপুত্র অবশ্য চলেন, কিন্তু যাহার দ্বারা মনুষ্যপুত্র পরহস্তগত হন, সেই মনুষ্যের সন্তাপ হইবে ; সে জনের ভাগ্যে বরঞ্চ তাহার জন্ম না হওয়াও ভাল ছিল। পরে তাহারা খাইতে২ য়িশু রুটী লইলেন, ও আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহা ভাঙ্গিলেন, এবং তাহাদিগকে দিয়া কহিলেন, লও, খাও, এই আমার শরীর। পরে তিনি বাটী ধরিলেন, এবং স্তব করিয়া তাহাদিগকে দিলেন, ও তাহারা সকলে তাহাতে পান করিল। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এই নূতন নিয়ম দৃঢ়কারী আমার রক্ত যে অনেকের কারণ পাত হয়। সত্য আমি তোমাদিগকে কহি, আমি দ্রাক্ষারস আরবার পান করিব না, যদ্দিবস পর্য্যন্ত আমি ঈশ্বরের রাজ্যে তাহা নূতন না খাই। অনন্তর এক গীত গাইলে পরে তাহারা বাহিরাইয়া জৈতুন পর্ব্বতে গেল। পরে য়িশু তাহাদিগকে বলিলেন, এই রাত্রিতে তোমরা

সকলে আমার বিষয়ে বাধিত হইবা; কেননা লিপি আছে, যে আমি মেষরক্ষককে মারিব, এবং মেষ সকল ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু আমার উত্থান হইলে পরে আমি তোমাদের অগ্রে গালীলিতে যাইব। কিন্তু পিতর তাঁহাকে কহিল, যদিও সকলে বাধিত হয়, তথাচ আমি হইব না। তখন য়িশু তাহাকে কহিলেন, সত্য আমি তোমাকে কহি, যে অদ্যই এই রাত্রির মধ্যে তুমি পূর্ব্বে আমাকে অস্বীকার না করিলে কুকুড়া দ্বিতীয় বার ডাকিবে না। কিন্তু সে ততোধিক একান্ত মত বলিল, যদি আমি তোমার সঙ্গে মরি, তবু আমি কোন ক্রমে তোমাকে অস্বীকার করিব না। তদনুরূপে তাহারা সকলে বলিল।

প্রশ্ন। শিষ্যেরা পস্‌হা পর্ব্বের বিষয়ে খ্রীষ্টকে কি জিজ্ঞসা করিল?

উত্তর। এই জিজ্ঞাসা করিল, যে আমরা কোন স্থানে যাইয়া আপনকার ভোজনার্থে পস্‌হা প্রস্তুত করিব?

প্রং। তিনি তাহাদের কথার কি উত্তর দিলেন?

উং। তিনি দুইজন শিষ্যকে ডাকিয়া কহিলেন, যে তোমরা নগরের মধ্যে যাও, তাহাতে এক ঘড়া জলবাহক এক জনের সাক্ষাৎ পাইবা, তাহার পশ্চাৎ যাও; সে যেখানে প্রবেশ করিবে সেই গৃহের কর্ত্তাকে কহ, যে পস্‌হা খাইবার ভোজনশালা কোথায়? তখন সে যে স্থান দেখাইয়া দিবে সেই স্থানে আমাদের কারণ

পস্‌হা প্রস্তুত কর; অতএব শিষ্যেরা গিয়া তাহার কথানুসারে সেই লোকের সাক্ষাৎ পাইয়া প্রস্তুত করিল।

প্রু°। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উ°। তিনটী শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে খ্রীষ্ট সর্ব্বজ্ঞ, তাহা না হইলে যে সকল ঘটিবে সে সকল তিনি পূর্ব্বে কি রূপে জানিতে পারিলেন?

দ্বিতীয়, শিষ্যদের সহিত পস্‌হা খাইবার নিমিত্তে তোমার গৃহে যাইতে আমার আবশ্যক আছে, ঐ ব্যক্তি খ্রীষ্টের কথার এই অভিপ্রায় বুঝিবামাত্র যেমন তাঁহাকে স্থান দিল, তেমনি তিনি আমাদের অন্তঃকরণ রূপ গৃহেতে স্থান চাহিতেছেন; শাস্ত্রীয় বাক্যের তাৎপর্য্যদ্বারা ইহা অবগত হইবামাত্র অত্যবিলম্বে অবিশ্বাস রূপ কপাটকে খুলিয়া তন্মধ্যে আসিতে তাঁহাকে অভ্যার্থনা করা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

তৃতীয়, খ্রীষ্ট কোন কর্ম্ম করিতে নির্দ্ধার্য্য করিলে তাঁহার তৎ কর্ম্ম নিষ্পাদক ব্যক্তির অভাব নাই, যে হেতুক তাঁহার ইচ্ছা হইলে সকল মনুষ্যই তন্নিষ্পাদক রূপে তাঁহার করতলে আছে; ইহার সাক্ষাৎ প্রমাণ দেখ, ঐ ব্যক্তির ঘরে খ্রীষ্টের যাইবার আবশ্যক ছিল, অতএব সে তাঁহার আগমনের কথা শুনিবা মাত্র কোন বাধার কথা না কহিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আসিতে দিল। ফল, ইহাদ্বারা খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব অতি স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়, যে হেতুক তিনি আপন ঈশ্বরত্বদ্বারা সে ব্যক্তির মন বশীভূত করিয়া এমত ঘটাইলেন।

প্র°। ভাল, খ্রীষ্ট সে ঘরে পস্‌হা খাইতে গিয়াছিলেন কি না?

উ°। হঁা, তিনি সায়ংকালে সেখানে গেলেন এবং ভোজন করিতেং শিষ্যদিগকে কহিলেন, সত্য আমি তোমাদিগকে কহি, তোমাদের মধ্যে এক জন যে আমার সঙ্গে খাইতেছে, সে আমাকে পরহস্তগত করিবে।

প্র°। ইহা শুনিয়া, উহারা কি কহিল?

উ°। উহারা উদ্বিগ্ন হইয়া প্রত্যেকে তাঁহাকে বলিতে লাগিল, যে সে কি আমি? সে কি আমি?

প্র°। ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। দুইটী বোধ হয়।

প্রথম এই, যে খ্রীষ্টের প্রতি শিষ্যদের বড় প্রেম ছিল, যে হেতুক এই কথা শুনিবা মাত্র তাহারা অতি উদ্বিগ্ন হইল, বিশেষতঃ, আপনাদের মধ্যে যে এক জন এত মত দুষ্কর্ম্ম করিবে সেটা তাহাদের আরো অধিক উদ্বেগের বিষয় হইয়াছিল।

দ্বিতীয়, তাহাদের অন্তঃকরণ অতি সরল ছিল, যে হেতুক ঐ কথা শুনিবা মাত্র সে কি অমুকং ইহা না বলিয়া সে কি আমিং ইহা বলিতে লাগিল; অতএব তাহাদের অন্তঃকরণের যে সরলতা, ও খ্রীষ্টের প্রতি যে প্রেম, এই দুই বিষয়ে যাহাতে আমরা তাহাদের আচরণের অনুযায়ী হই, এমত চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

প্র°। ভাল, তিনি তাহাদের কথার কি উত্তর দিলেন?

উ°। কহিলেন, যে সে দ্বাদশের মধ্যে এক জন বটে, যে আমার সঙ্গে পাত্রে হাত ডুবাইতেছে; যেমত তাঁহার বিষয় লিপি আছে, তদনুসারে মনুষ্যপুত্র অবশ্য

চলেন; কিন্তু যাহাদ্বারা মনুষ্যপুত্র পরহস্তগত হন, সেই মনুষ্যের সন্তাপ হইবে, সে জনের ভাগ্যে বরঞ্চ তাহার জন্ম না হওয়াও ভাল ছিল।

প্র°। তাহাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ঐ দুষ্কর্ম্ম করিবে, এই কথাদ্বারা তাহারা কি ইহা বুঝিতে পারিল?

উ°। হাঁ,তিনি বড় একটা স্পষ্ট উত্তর না দিলেও অথচ উহারা যদি মনোযোগ করিত, তবে কোন ব্যক্তি ঐ কর্ম্ম করিবে, ঐ কথাদ্বারা বুঝিতে পারিত; যে হেতুক তিনি কহিলেন, যে যিনি আমার সঙ্গে পাত্রে হাত ডুবাইতেছেন তিনি সেই, আর সে লোকের পাপ অতি বিজাতীয়; ইহা দ্বারাই তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, যে হেতুক তাহার বিষয় তিনি কহিলেন, যে তাহার সন্তাপ এমত হইবে, যে তাহার জন্ম যদি না হইত তবে তাহার ভাগ্য বরঞ্চ ভাল।

প্র°। ভাল, তাহার বিষয়ে যেমত লিপি আছে তদনুসারে মনুষ্যপুত্র অবশ্য চলেন, এই যে কথা ইনি কহিলেন, ইহার ভাব কি?

উ°। ভাব এই, যে খ্রীষ্টাবতারের পূর্ব্বে নানা ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা তাঁহার অবতারের বিষয়ে এবং তাঁহার মৃত্যুর বিষয়ে নানা ভবিষ্যৎ কথা লিখিয়াছেন, এই হেতুক খ্রীষ্ট কহিলেন, যদনুরূপ মনুষ্যের পুত্রের বিষয়ে লেখা গিয়াছে, তদনুরূপ তিনি যাইতেছেন, কি না মনুষ্যের পুত্র যে তিনি তাঁহার দুঃখ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বক্তারা যেমন লিখিয়াছে তদ্দুঃখ ঘটনের সময়ে উপস্থিত হইল, কিন্তু য়িশাঈহা ভবিষ্যদ্বক্তা অন্য ভবিষ্যদ্বক্তাহইতে এই বিষয়ে কিঞ্চদধিক ও স্পষ্ট লিখিয়াছেন; অতএব তাহার পুস্তকহইতে লইয়া দুই

তিনটা বচন লিখি যথা "তিনি অবজ্ঞাত এবং মনুষ্যের মধ্যে গণিত নহেন, তিনি দুঃখি ও শোক পরিচিত, যে কোন লোক আপন মুখ আমাদেরহইতে লুকায় তাহারি মত; তিনি নিন্দিত, এবং আমরাও তাঁহাকে আদর করিলাম না; অবশ্য তিনি আমাদের দুর্ব্বলতা সহিয়াছেন, ও আমাদের দুঃখভোগ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে বিচারাজ্ঞাতে প্রহারিত ও ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিগৃহীত ও পীড়িত, আমরা ইহা ভাবিলাম; কিন্তু তিনি আমাদের ঘাইটের কারণে তাড়িত, তিনি আমাদের অযাথার্থ্যের কারণে প্রহারিত ছিলেন; যে শাস্তিতে আমাদের মঙ্গল হয় তাহা তাঁহার উপরে দেওয়া গেল, এবং তাঁহার প্রহারেতে আমাদের পীড়া মোচন হইল। আমরা সকলে মেষের মত ভ্রমণ করিয়াছিলাম, আমরা প্রতিজন বিপথগামী হইয়া আপনঃ পথে গিয়াছিলাম, য়িহুহা আমাদের সকলের অযাথার্থ্যের ভোগ তাঁহার উপরে বসাইয়াছেন, তাহা বেবাক চাহা গেল এবং তিনি নিশা দেওয়াকর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি মুখ খুলিলেন না, মারিবার জন্যে মেষের বাচ্চাকে যেমন কেহ লইয়া যায় ও যেমন লোম কাটার সম্মুখে মেষ গুঙ্গা হয়, তেমনি তিনি মুখ খুলিলেন না। তিনি অন্যায় বিচারে উচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন, তাহার গতিও কে বলিতে চাহিল? কেননা তিনি জীবৎ লোকদের দেশহইতে উচ্ছিন্ন ছিলেন, আমার লোকদের ঘাইটের কারণ তিনি মৃত্যুকর আঘাতে প্রহারিত ছিলেন।"

প্রং। এই সকল ভবিষ্যৎ কথা কি খ্রীষ্টাবতারের পূর্ব্বে তাঁহার বিষয়ে লেখা গিয়াছিল?

উং। হাঁ, তাঁহার আবির্ভাবের সাত শত বৎসরের পূর্ব্বে য়িশাঈহা তাঁহার বিষয়ে ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী লিখিয়াছিলেন, এবং অন্যং নানা ভবিষ্যদ্বক্তারা তাঁহার বিষয়ে এতদ্রূপ বহু বিধ ভবিষ্যৎ কথা লিখিয়াছেন, এবং যেমতং লিখিত ছিল, খ্রীষ্টাবতারের পর ঠিক তদনুসারে তাহার প্রতি ঘটিল; অতএব সেই সকল কথাসম্পূর্ণ রূপে পূর্ণ হওয়াতে নিশ্চয় জানা যায়, যে খ্রীষ্ট ঈশ্বরপ্রেরিত জগতের অদ্বিতীয় ত্রাণকর্ত্তা। ফল, সে সকল লিখনের মূল যদি ঈশ্বর না হইতেন, তবে তাঁহার অবতারের পূর্ব্বে নানা ভবিষ্যদ্বক্তারা কেহবা পাঁচ শত বৎসর, কেহবা সাত শত বৎসর, কেহবা হাজার বৎসর, যে সকল কথা লিখিয়াছিল, তাঁহার আবির্ভাবের পর সে সকল তাঁহাতে কি রূপে ঘটিতে পারিত? আর সর্ব্ব প্রকার পূর্ণ না হইল এমত একটাও ভবিষ্যদ্বাণী লিখিত ছিল না।

প্রং। ভাল, উহারা যখন ঐ পর্ব্বের নিয়মানুসারে ভোজন পান করিতেছিল, তখন খ্রীষ্ট রুটী লইয়া কি করিলেন?

উং। আশীর্ব্বাদ করিয়া ভাঙ্গিলেন, ও শিষ্যদিগকে দিয়া কহিলেন, লও খাও, এই আমার শরীর। তাহার পর বাটী ধরিয়াও তদনুরূপে কহিলেন, যে এই নূতন নিয়ম দৃঢ়কারী আমার রক্ত, যে অনেকের কারণ পাত হয়।

প্রং। ভাল, তিনি ভোজন পান করিবার সময়ে এমত করিলেন কেন, ইহার ভিতরে কি কোন বিশেষ ভাব আছে?

উং। হাঁ, আছে, ধর্ম্ম বিষয়ে এই হইল একটা নূতন বিধির স্থাপন, কি না তিনি যে সেই রুটী আপন শরীর

ও সেই দ্রাক্ষারস আপন রক্ত বলিয়া খাইতে ও পান করিতে কহিলেন, ইহাদ্বারা তিনি তাহাদিগকে এই জানাইয়া দিলেন, যে সকলের পাপের ভার তাঁহার উপরে দত্ত হইয়া তদ্ভারেতে তিনি চূর্ণায়মান হইবেন, এবং তৎপাপমোচনার্থে প্রায়শ্চিত্ত রূপে তিনি আপন রক্ত পাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ফল, তিনি ত্রাণকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে যে সকল কর্ম্ম করিতে হইল, সেই সকল কর্ম্ম তাঁহার রক্ত পাতেতে সিদ্ধ হইবে; এবং সেই রক্ত তাহাদের ত্রাণের মূল কারণ হইয়াছে। এপ্রযুক্ত উহারা তাঁহার সঙ্গে নিতান্তই স্বর্গীয় সুখ প্রাপ্ত হইবে, ইহা তাহাদিগকে বুঝাইবার নিমিত্তে আরো কহিলেন, যে এখন অবধি আর আমি দ্রাক্ষারস পান করিব না, যদ্দিবস পর্য্যন্ত তোমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের রাজ্যে তাহা নূতন না খাই।

প্র°। যাবৎ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্যেতে নূতন না খাই তাবৎ পর্য্যন্ত তোমাদের সঙ্গে দ্রাক্ষারস আর খাইব না, এই কথা যে খ্রীষ্ট কহিলেন ইহাতে কি বুঝায়, যে স্বর্গেতে ভোজন পানাদি আছে?

উ°। না, এমত বুঝা যায় না; তাঁহার ঐ উক্ত কথাদ্বারা এই মাত্র বুঝায়, যে তিনি সেই সময়ে আপন শিষ্য-দিগকে ছাড়িয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, এই প্রযুক্ত তাহারা তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া পূর্ব্বের মত সুখ না পাইলেও, অথচ শেষে স্বর্গে যাইয়া তাঁহার সহিত প্রেমালাপ পূর্ব্বক চিরকাল বাস করত তৎস্থানের প্রকৃত সুখ ও বৈভব প্রচুর রূপে ভোগ করিবে; ফল দৃষ্টান্তানুসারে দশ জন একত্র বসিয়া ভোজন পানাদি বিশেষতঃ দ্রাক্ষারস পানপদে অন্তঃকরণের প্রফুল্লতা ও

পরম সুখ স্বরূপ বুঝায়; অতএব সর্ব্ব প্রধান যে স্বর্গীয় বৈভব সে অতি উত্তম, ও অনুভবে সর্ব্বদা নূতন বোধ হওয়াতে ঐ ভোজন পানাদির দৃষ্টান্তানুক্রমে প্রকৃত রূপে নূতন দ্রাক্ষারসের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায়।

প্রঃ। ভাল, শিষ্যেরা সেই রুটী ও দ্রাক্ষারস আহারকে ধর্ম্ম বিষয়ক নূতন বিধি স্থাপন বুঝিয়া খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পর তদনুরূপ করিল কি না?

উঃ। হাঁ, তাহারা তো সেই মত করিলই; এবং এইক্ষণেও খ্রীষ্টের লোকদের মধ্যে সেই বিধি চলিত আছে, কি না খ্রীষ্ট যে তাবতের পাপনাশের নিমিত্তে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, সেই প্রায়শ্চিত্ত তাহাদের ত্রাণের মূল কারণ জানিয়া তন্মৃত্যুতে ভগ্ন যে তাঁহার শরীর, ও পতিত যে রক্ত, তৎ স্বরূপ একটুকী রুটী ও কিঞ্চিৎ দ্রাক্ষারস মাসের মধ্যে এক বার আপনাদের গীর্জা ঘরে ভোজন পান করিয়া থাকে।

প্রঃ। এই কথাতে কি বোধ হয়?

উঃ। এই বোধ হয়, যে মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যে খ্রীষ্ট যে সকল দুঃখভোগ করিয়াছেন, সে সকল শুনিতেও যাহাদের অন্তঃকরণ দ্রব হইয়া না যায়, তাহারা মনুষ্যের মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য নয়। ফল, তিনি অদ্বিতীয় ত্রাণকর্ত্তা, এবং যাহারা তাঁহাকে অবিশ্বাস করে তাহাদের তৎকর্তৃক প্রকাশিত দয়াকে তুচ্ছ করাতে অবক্তব্য দণ্ড হইবে; যে হেতুক তদ্রূপ লোকদের প্রতি শাস্ত্রে লেখা গিয়াছে, যে "কেহ মোশার ব্যবস্থাকে তুচ্ছ করিল, সে দুই কিম্বা তিন জন সাক্ষির প্রমাণেতে মারা যাইত, তাহাকে ক্ষমা করা যাইত না। তবে যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পুত্রকে

পদতলে দলাইয়াছে, ও সে নিয়মের রক্ত যাহাতে সে ব্যক্তি পবিত্র করা গিয়াছিল, তাহা সামান্য বস্তু জানিয়াছে, এবং অনুগ্রহের আত্মাকে অপমান করিয়াছে, এমত ব্যক্তি কত অধিক ঘোর দণ্ডের যোগ্য হয় তোমরা বুঝ।"

প্রং। ভাল, সেই ভোজন পানের পরে খ্রীষ্ট এবং শিষ্যেরা কি করিল?

উং। উহারা একটা গীত গাইয়া বাহিরে গেলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, এই রাত্রিতে তোমরা সকলে আমার বিষয়ে বাধিত হইবা, কেননা লিপি আছে, যে আমি মেষরক্ষককে মারিব, এবং মেষ সকল ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।

প্রং। ঐ ঘটনার পূর্ব্বে তদ্বিষয়ে কি কোন লিপি ছিল, যে খ্রীষ্ট তদনুরূপ কথা কহিলেন?

উং। হাঁ, তাঁহার অবতারের পাঁচ শত কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর জখরীহা নামে এক জন ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা খ্রীষ্টকে মেষরক্ষক বলিয়া তাঁহার দুঃখ সময়ে মেষ স্বরূপ তাঁহার শিষ্যদের ছিন্নভিন্ন হওনের বিষয়ে লিখিয়াছেন; যথা "হে তলওয়ার, আমার মেষরাখালের বিপক্ষে ও যে জন আমার সমান তাহার বিপক্ষে জাগ; মেষরক্ষককে মার, এবং ভেড়ারা ছিন্নভিন্ন হইবে।" অতএব তিনি এই কথা বলিয়া শিষ্যদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, যে লিখিত ঐ দুঃখের সময় উপস্থিত ছিল, এবং তাঁহার সেই দুঃখের বিষয়ে তাহারা বাধিত হইয়া ঐ লিখনানুসারে তাহাদের প্রতি ও ঘটিবে; কিন্তু উহারা তদ্দুঃখেতে অধিক দুঃখিত না হইয়া যেন তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রবোধ পায়, এই নিমিত্তে

আপনার পুনরুত্থানের কথা উপস্থিত করিয়া কহিলেন, যে আমার উত্থান হইলে পরে আমি তোমাদের অগ্রে গালিলীতে যাইব।

প্র°। ঐ কথা শুনিয়া শিষ্যেরা কি উত্তর দিল ?

উ°। সকলেই কহিল, যে তাঁহার বিষয়ে উহারা বাধিত হইবে না, বিশেষতঃ পিতর নামে এক জন অতি সাহসে বলিল, যে আমি যদি তোমার সঙ্গে মরি তথাচ তোমার বিষয়ে বাধিত হইব না, এব° কোন ক্রমে তোমাকে অস্বীকার করিব না ; কিন্তু খ্রীষ্ট তাহাকে উত্তর করিলেন, যে অদ্য রাত্রিতে কুক্কুটের দ্বিতীয় ডাকের পূর্ব্বে তুমি আমার বিষয়ে বাধিত হইয়া তিন বার আমাকে অস্বীকার করিবা, এব° খ্রীষ্টের কথানুরূপ সে বাধিত হইয়া সেই মত করিল।

প্র°। এই কথাতে কি শিক্ষা পাই ?

উ°। এই শিক্ষা পাই, যে খ্রীষ্টের গৌরবের অ°শ পাইতে অনেকের ইচ্ছা আছে, কিন্তু তৎ প্রাপণে অবশ্য সহ্য যে দুঃখ তাহাতে উহারা বাধিত হয়। ফল, পরীক্ষাতে পড়িতে তদ্দ্বারা আমরা পরাজিত না হইয়া যে নির্দ্দোষী থাকিব এমত কথা বলা আমাদের অতি অনুচিত, বর° আপনাদিগকে শক্তিহীন জানিয়া ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য, যে পরীক্ষাতে পড়িলে তিনি যেন আমাদিগকে রক্ষা করেন, এব° কোন বিষয়ে বাধিত না হইয়া খ্রীষ্টের পশ্চাদ্ গমন করিতে তিনি যেন আমাদিগকে সর্ব্বমত প্রকারে শক্তি দেন।

পরে তাহারা গথশেমনী নামে এক স্থানে আইলে তিনি আপন শিষ্যদিগকে বলিলেন; তোমরা এইক্ষণে বসিয়া থাক, যাবৎ আমি প্রার্থনা করি। এবং পিতরকে ও য়াকোবকে ও য়োহনকে সঙ্গে লইয়া গিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত ও ব্যাকুল চিত্ত হইতে লাগিলেন, এবং তাহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রাণ মৃত্যুকালের ন্যায় শোকাবৃত হইয়াছে, তোমরা এখানে জাগ্রৎ হইয়া থাক। পরে কিঞ্চিৎ দূরে অগ্রসর হইয়া তিনি ভূমিতে উবুড় হইয়া পড়িলেন, ও প্রার্থনা করিলেন, যে যদি তাহা হইতে পারে, তবে এই সময় আমাহইতে যেন খণ্ডিয়া যায়। এবং তিনি কহিলেন, হে আব্বা পিতঃ, সকলি তোমার সাধ্য, এই বাটী আমার নিকটহইতে দূর কর; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হইয়া তোমারই ইচ্ছামত হউক। পরে তিনি আসিয়া তাহাদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া পিতরকে কহিলেন, যে হে সীমোন, তুমি নাকি শয়ন করিতেছ? তুমি কি এক দণ্ড মাত্র সচেতন থাকিতে পারিলা না? সচেতন থাকিয়া প্রার্থনা করহ, যেন পরীক্ষার মধ্যে তোমাদের

প্রবেশ না হয়; আত্মা উদযুক্ত বটে, কিন্তু শরীর অশক্ত। এবং পুনর্ব্বার তিনি যাইয়া পূর্ব্ব রূপ কথা কহিয়া প্রার্থনা করিলেন। পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে নিদ্রিত দেখিলেন, কেননা তাহাদের চক্ষু ঢুলং ছিল, এবং তাঁহাকে কি উত্তর দিবে, তাহা তাহারা জানিল না। অতঃপরে তিনি তৃতীয় বার আসিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, এখন তোমরা শয়ন করিয়া বিশ্রামে থাক; সাঙ্গ হইয়াছে, সময় আসিয়াছে; দেখ, মনুষ্যপুত্র পাপি লোকদের হস্তগত হইয়াছেন। উঠ, আমরা চলিয়া যাই; দেখ, যে জন আমাকে পরহস্তগত করে সেই উপস্থিত হইল।

প্রশ্ন। খ্রীষ্ট গৎশেমনী নামে এক স্থানে গিয়া কি করিলেন?

উত্তর। শিষ্যদিগকে বলিলেন, যে তোমরা এ স্থানে বসিয়া থাক, যাবৎ আমি প্রার্থনা করি; এবং পিতরকে ও য়াকোবকে ও য়োহনকে সঙ্গে লইয়া গিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত ও ব্যাকুলচিত্ত হইতে লাগিলেন, এবং তাহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রাণ মৃত্যুকালের ন্যায় শোকাবৃত হইয়াছে, তোমরা এই ক্ষণে জাগ্রৎ হইয়া থাক।

প্রং। তিনি আর২ শিষ্যদিগকে ছাড়িয়া সেই তিন জনকেই কেন সঙ্গে লইয়া গেলেন?

উ°। তিনি পূর্ব্বে যখন কোন স্থান বিশেষে গিয়াছিলেন, তখন ঐ তিন জনকেই সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন; অতএব এই বোধ হয়, যে তাহারাই যেন তাঁহার কর্ম্ম ও দুঃখাদি বিষয়ে বিশেষ রূপে সাক্ষী হয়, এই নিমিত্তে সেই তিন জনকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। ফল, দুঃখ বিশেষ উপস্থিত হইলে একাকী থাকা ভাল নয়; অতএব সঙ্গতি হইলে আত্মীয় স্বজনকে নিকটে রাখা ভাল।

প্র°। এই কথাতে কি শিক্ষা পাই?

উ°। দুইটী শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে আত্যন্তিক দুঃখ উপস্থিত হইলে তদ্বিষয়ে পরম উপায় হইয়াছে প্রার্থনা; যে হেতুক যখন খ্রীষ্টের দুঃখ উপস্থিত হইল, তখন তিনি কেবল প্রার্থনামাত্র করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয়, পাপ যে কি পর্য্যন্ত মন্দ বস্তু, ও পাপি লোকরা যখন পাপের প্রতিফল ভোগ করিবে তখন তাহাদের কি পর্য্যন্ত দুঃখ হইবে,তাহা বলা যায় না; যে হেতুক খ্রীষ্ট আপনি যখন প্রতিনিধি হইয়া পাপের প্রতিফল ভোগ করিতে লাগিলেন, তখন তিনিও অত্যন্ত বিস্মিত ও ব্যাকুলচিত্ত হইয়া কহিলেন, যে আমার প্রাণ মৃত্যুকালের ন্যায় শোকাবৃত হইয়াছে।

প্র°। তিনি সে তিন জনহইতেও কিঞ্চিদ্দূরে অগ্রসর হইয়া ভূমিতে উবুড় হইয়া পড়িয়া কি করিলেন?

উ°। প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, যে যদি তাহা হইতে পারে, তবে এই সময় আমাহইতে যেন খণ্ডিয়া যায়। এব° তিনি কহিলেন, হে আব্বা পিতঃ, সকলি

তোমার সাধ্য, এই বাটী আমার নিকটহইতে দূর কর; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হইয়া তোমারই ইচ্ছামত হউক।

প্রং। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উং। তিনটী শিক্ষা পাই।

প্রথম, নিষ্পাপ যে খ্রীষ্ট তিনি যদি প্রার্থনার সময়ে ভূমিতে উবুড় হইয়া পড়া পর্য্যন্ত নম্রতা স্বীকার করিলেন, তবে পাপী যে আমরা আমাদেরও প্রার্থনার সময়ে ঈশ্বরের নিকটে অতিশয় নম্রতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়, খ্রীষ্ট প্রার্থনা কালীন কহিলেন, যে যদি তাহা হইতে পারে, তবে এই সময় আমাহইতে যেন খণ্ডিয়া যায়; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হইয়া তোমারই ইচ্ছামত হউক। ইহাতে এই শিক্ষা পাই, যে সর্ব্ব বিষয় ঈশ্বরেচ্ছানুসারে যেন ঘটে; এতদ্রূপে আমাদের প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। ফল, এমনি অবশ্য হইবে, অমনি অবশ্য হইবে, তেমনি অবশ্য হইবে, এই রূপ প্রার্থনা না করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে এমন হউক, অমন হউক, তেমন হউক, এই রূপ প্রার্থনা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

তৃতীয়, খ্রীষ্ট নিজে নিষ্পাপ হইয়াও যে পাপভোগ করিলেন, সেটা তাঁহাতে অতিদেশ মাত্র ছিল, অথচ সেই অতিদিষ্ট পাপ তিনি যখন ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহার উপরে অকথনীয় দুঃখ ঘটিল; অতএব পাপাবতার এমত যে দুষ্ট লোকেরা তাহারা যখন আত্ম পাপের প্রতিফল ভোগ

করিবে, তখন কি পর্য্যন্ত দুঃখ না হইবে, তাহা বলা যায় না।

প্রঃ। খ্রীষ্ট প্রার্থনার পর শিষ্যদের নিকটে আসিয়া কি দেখিতে পাইলেন?

উঃ। তিনি তাহাদিগকে জাগ্রৎ থাকিতে কহিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আসিয়া সকলকে নিদ্রিত দেখিলেন, এই হেতুক তুমি কি শয়ন করিতেছ? পিতরকে ধমকাইয়া এই কথা কহিলেন; এবং উহারা যেন পরীক্ষাতে পরাজিত না হয়, এই নিমিত্তে সচেতন থাকিয়া প্রার্থনা করিতে কহিলেন।

প্রঃ। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উঃ। দুইটা শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে কেহ আপনার দুর্ব্বলতা জানে না; অতএব কোন বিষয়ে আত্মশ্লাঘা করা উচিত নয়। যে হেতুক কেহ যদি প্রথমতঃ আপনাকে নির্দ্দোষী রূপে আত্মশ্লাঘা করিয়া পশ্চাৎ দোষের কর্ম্ম করে, তবে সেই শ্লাঘা প্রযুক্ত তদ্দোষ তাহার অধিক নিন্দাস্পদ হইবে। দেখ, খ্রীষ্টের শিষ্যেরা সকলেই নিদ্রিত ছিল বটে, কিন্তু পিতর সকলহইতে আত্মশ্লাঘী হওয়াতে খ্রীষ্ট অন্য শিষ্যদিগকে কিছু না বলিয়া কেবল তাহাকেই ধমক রূপে কহিলেন, যে হে পিতর, তুমি নাকি শয়ন করিতেছ?

দ্বিতীয়, কোন বিশেষ দুঃখ কিম্বা বিশেষ পরীক্ষা উপস্থিত হইলে সেই সময়ে আমাদের বিশেষ রূপে প্রার্থনা করাও সচেতন থাকা কর্ত্তব্য; কিন্তু শয়তানের এই চেষ্টা, যে আমরা যেন সেই সময়ে নিদ্রাগ্রস্ত

কিম্বা অন্য মনস্ক হইয়া থাকি। অতএব শয়তানের সেই চেষ্টাবিষয়ে সাবধানে থাকা উচিত, যে হেতুক দুঃখই বা হউক, পরীক্ষাই বা হউক, যে কিছু হয় না কেন, আমরা যদি সচেতন হইয়া প্রার্থনাতে থাকি, তবে সে সকল আমাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারে না।

প্র°। ভাল, শিষ্যেরা ঐ ধমকানী শুনিয়া কি করিল?

উ°। খ্রীষ্ট পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিতে গেল, উহারা আরবার নিদ্রিত হইল; পরে তিনি প্রার্থনা করিয়া পুনরায় আইলেন, কিন্তু তখন তাহারা তাঁহাকে কি উত্তর দিবে তাহা জানিল না।

প্র°। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উ°। তিনটা শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে আমাদের পুনঃ২ প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য, কি না প্রার্থনীয় বস্তু যাবৎ না পাই তাবৎ তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া আরবার প্রার্থনা করা উচিত।

দ্বিতীয়, খ্রীষ্টাজ্ঞা পালনবিষয়ে তাঁহার শিষ্যদের নানা দোষ আছে, কিন্তু তিনি যদি অসীম দয়াবান্ না হইতেন, তবে কদাচ তাহাদের দোষের সহিষ্ণু হইতে পারিতেন না।

তৃতীয়, তাঁহার শিষ্যেরা যেমন নিদ্রা দোষেতে তাঁহার নিকটে নিরুত্তর হইল, তেমনি দুষ্ট লোকেরা শেষ দিনেতে তাহাদের দুষ্কর্ম্মের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে নিরুত্তর থাকিবে; এবং তাহারা কুকর্ম্ম করণ প্রযুক্ত তাঁহার কোপাগ্নিতে পড়িয়া বিনষ্ট হইবে।

প্র°। ভাল, শিষ্যেরা নিদ্রিত হওন বিষয়ে খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক বাধিত হইয়া জাগ্রৎ থাকিল কি না?

উ। না, তিনি তৃতীয় বার প্রার্থনা করিতে গেলেন, এবং ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে পুনরায় নিদ্রিত দেখিয়া কহিলেন, এখন তোমরা শয়ন করিয়া বিশ্রামে থাক, সাঙ্গ হইয়াছে, সময় আসিতেছে; দেখ, মনুষ্যের পুত্র পাপি লোকদের হস্তগত হইয়াছেন।

প্রং। এই কথাতে কি বুঝায়?

উং। দুইটী বুঝায়।

প্রথম এই, যে লোক সকলকে সচেতন করিবার নিমিত্তে অনেক চেতনাজনক কথা শাস্ত্রে লিখিত আছে; তাহারা যদি তদ্দ্বারা সচেতন না হয়, তবে উহারা আপনাদের পাপ রূপ নিদ্রাতে ত্যক্ত হইবে। দেখ দেখি, খ্রীষ্ট শিষ্যদিগকে দুইবার নিদ্রাহইতে জাগাইয়া তৃতীয় বার নিদ্রাগত পাইয়া শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতে কহিলেন। ফল, পাপ রূপ নিদ্রা হইয়াছে সর্ব্বনাশের হেতু, অতএব শাস্ত্রোক্তি শুনিয়া তাহাহইতে জাগ্রৎ থাকা আমাদের উচিত।

দ্বিতীয়, খ্রীষ্টের শত্রুরা তাঁহাকে ধরিতে অনেক বার চেষ্টা করিয়াছিল, তথাপি পারিল না; কিন্তু সাঙ্গ হইয়াছে, সময় আসিতেছে, তিনি তাহাদের হস্তগত হইবার পূর্ব্বে এই ২ কথা কহাতে নিশ্চয় জানা যাইতেছে, যে সকলি তাঁহার অধীন ছিল; যে হেতুক যাবৎ পর্য্যন্ত সময় না হইল, তাবৎ পর্য্যন্ত উহারা কিছুই করিতে পারিল না; কিন্তু তাঁহার কর্ম্ম সাঙ্গ হইয়া সময় উপস্থিত হইলে, তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক ধরা দিলেন।

প্রং। এই সকল কথাতে কি জানা যায়?

উ°। এই জানা যায়, যে দুঃখের মূল হইয়াছে পাপ, এই হেতুক খ্রীষ্ট যখন পাপি লোকদের প্রতিনিধি হইয়া তৎ পদস্থানুসারে পাপের প্রতিফল ভোগ করিলেন, তখন তাঁহারও অসংখ্য দুঃখ ঘটিয়াছিল; কিন্তু সে দুঃখ অতি বড় হইলেও তাঁহার মৃত্যুর সহিত লোপ হইয়া গেল; এব° তাঁহার লোকদের প্রতি ও তদ্রূপ ঘটিবে, কি না তাহারা এই পৃথিবীতে তাঁহার মত অতি দুঃখিত হইলেও মৃত্যুকালীন তাহাদের সে সকল দুঃখ সাঙ্গ হইবে; যে হেতক তাহারা তৎপরে স্বর্গে গিয়া তাঁহার সহিত চিরকাল পর্য্যন্ত সুখভোগ করিবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ৪৩ পদ অবধি ৫২ পদ পর্য্যন্ত।

এব° তৎক্ষণাৎ সেই কথা কহিতে২ দ্বাদশের মধ্যে য়িহুদা নামে এক জন প্রধান যাজকদের ও অধ্যাপকদের ও প্রাচীন লোকদের নিকটহইতে তলওয়ার ও লাঠিধারি মহা লোকারণ্য সঙ্গে করিয়া আসিয়া পৌঁছিল। এব° যে জন তাঁহাকে পরহস্ত গত করিবে, সে জন তাহাদিগকে এক চিহ্ন কহিয়াছিল, যে আমি যাহাকে চুম্বন করিব সে সেই ব্যক্তি, তাহাকে ধরিয়া সুরক্ষিত করিয়া লইয়া যাও। অতএব সে আসিবামাত্র তাঁহার নিকটে এক কালীন যাইয়া গুরো২ বলিয়া, তাঁহাকে চুম্বন করিল; এব°

তাহারা তাঁহার উপর হাত দিয়া ধরিয়া লইল। পরে তাঁহার পার্শ্বস্থ লোকের মধ্যে এক জন তলওয়ার ধারণ করিয়া মহা যাজকের চাকরের উপর ক্ষেপণ করিয়া তাহার কর্ণচ্ছেদন করিয়া ফেলিল। তখন য়িশু তাহাদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন, তোমরা তলওয়ার ও লাঠি লইয়া চোর ধরিবার সদৃশ আমাকে ধরিতে আসিয়াছ? আমি প্রত্যহ মন্দিরের মধ্যে শিক্ষাইতে২ তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, তথাচ তোমরা আমাকে ধরিয়া লইলা না; কিন্তু গ্রন্থের পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। তখন সকলে তাঁহাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। কিন্তু এক যুবক আপন উলঙ্গ শরীরে এক থান কাপড় ফেলিয়া দিয়া তাঁহার পাছে২ চলিল; তাহাতে যুবকেরা তাহাকে ধরিল; কিন্তু সে কাপড় থান পরিত্যাগ কয়িয়া উলঙ্গ হইয়া তাহাদের নিকটহইতে পলাইয়া গেল।

প্রশ্ন। যে জন আমাকে পরহস্তগত করে সে উপস্থিত হইল, খ্রীষ্ট এই কথা কহিবামাত্র কি ঘটিল?

উত্তর। তখনিমাত্র দ্বাদশের মধ্যে য়িহুদা নামে এক জন প্রধান যাজকদের ও অধ্যাপকদের ও প্রাচীন লোকদের নিকটহইতে তলওয়ার ও লাঠিধারি মহা লোকারণ্য সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রঃ। তাঁহার সঙ্গি লোকেরা যেন খ্রীষ্টকে চিনিতে পারে এ নিমিত্তে ঐ বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি তাহাদিগকে কোন চিহ্ন দেখাইয়া দিয়াছিল কি না?

উঃ। হাঁ, সে কহিয়াছিল, যে আমি যাহাকে চুম্বন করিব সেই সে ব্যক্তি; অতএব সে আসিবামাত্র গুরো ২ বলিয়া খ্রীষ্টকে চুম্বন করিল, এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার উপর হাত দিয়া ধরিয়া লইল।

প্রঃ। ইহাতে কি বোধ হয়?

উঃ। এই বোধ হয়, যে কাল্পনিকেরা দুষ্টের অগ্রগণ্য তাহাদের অসাধ্য কিছুই নাই; যে হেতুক উহারা নির্ভয় ও নির্লজ্জ রূপে পাপ করিতে পারে। দেখ দেখি, এ কি আশ্চর্য্য বিষয়! ঐ যিহুদা খ্রীষ্টকে জানিয়া এবং তাঁহার সকল অলৌকিক কর্ম্ম দেখিয়াও ঈশ্বরকে কিছুই ভয় না করিয়া অতি নির্লজ্জ মুখে বন্ধু রূপে তাঁহাকে চুম্বন করিয়া তৎ চিহ্নদ্বারা পরহস্তগত করিল; কিন্তু যে যেমন পাপ করে তাহার তদনুরূপ প্রতিফল হইবে, এবং কপটিরা নারকির মধ্যেও জঘন্য হইয়া অবশ্য বিশেষ রূপে তৎ যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

প্রঃ। উহারা এই মতে তাঁহাকে ধরিতে গেলে তিনি কি কহিলেন?

উঃ। কহিলেন, যে তোমরা তলওয়ার ও লাঠি লইয়া চোর ধরিবার সদৃশ আমাকে ধরিতে আসিয়াছ? আমি প্রত্যহ মন্দিরের মধ্যে শিক্ষাইতে ২ তোমাদের মধ্যে ছিলাম, তথাচ তোমরা আমাকে ধরিয়া লইলা না; কিন্তু গ্রন্থের পূর্ণ হইবার আবশ্যক আছে।

প্র°। ইহাতে কি জানা যায়?

উ°। এই জানা যায়, যে ইহারা অতি দুষ্ট লোক ছিল, যে হেতুক তিনি তাহাদের সাক্ষাতে মন্দিরের মধ্যে প্রত্যহ শিক্ষাইতেন, তৎকালে তাঁহাকে না ধরিয়া তলওয়ার ও লাঠিধারণ করত রাত্রিতে ধরিতে গেল। ফল, অন্ধকার আর বিশেষ শক্তি হইয়াছে দুষ্ট লোকদের বড় আশ্রয়স্থান, কি না এই দুইকে আশ্রয় পাইলে তাহারা ইচ্ছানুসারে যত চায় তত দুষ্কর্ম্ম করে, কিন্তু উহারা কুকর্ম্ম করিয়া কোন ক্রমে মানুষের বিচারে এড়াইলেও ঈশ্বরের বিচারে কদাচ ছাড়ান পাইবে না; যে হেতুক তিনি তাহাদের সকল দুষ্কর্ম্ম ও [illegible] অবধি অকাতর হইয়া সকলের উপযুক্ত প্রতিফল দিবেন।

প্র°। তাঁহাকে ধরিবার সময়ে খ্রীষ্ট গ্রন্থ পূর্ণ হইবার আবশ্যক আছে, এ কথা কহিলেন কেন?

উ°। ভবিষ্যদ্বক্তাদের পুস্তকে তাহাদের ঐ সকল দুষ্কর্ম্মের বিষয়ে এবং তাঁহার দুঃখভোগ বিষয়ে স্পষ্ট রূপেই লিখিত ছিল; অতএব তাহারা তাঁহাকে ধারণদ্বারা কেবল সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, ইনি ইহা জানিয়া এই কথা কহিলেন। ফল, উহারা যদি মত্ত হস্তির ন্যায় রাগান্ধ না হইত, তবে খ্রীষ্টের তাহাদিগকে এ সকল কথা বলিবার আবশ্যকতা ছিল না; যে হেতুক সেই সকল পুস্তক তাহাদের হস্তে ছিল, যদি ইচ্ছা হইত তবে সেই গ্রন্থ দেখিলেই খ্রীষ্টের প্রতি লিখিত ছিল যে সকল চিহ্ন, সে সকলি ইহাতে ঘটিত হওয়াতে অনায়াসে তাঁহাকে ত্রাণ-

কর্ত্তা করিয়া জানিতে পারিত; কিন্তু তাহা না করিয়া রাগ দ্বেষ ঈর্ষাদিতে পূর্ণ থাকাতে উহারা অন্ধ হইয়া গেল।

প্রং। খ্রীষ্ট ধৃত হইলে শিষ্যেরা কি করিল?

উং। তিনি পূর্ব্বে তাহাদিগকে অনেক বার বলিয়াছিলেন, যে আমার দুঃখের সময় উপস্থিত হইলে তোমরা বাধিত হইবা; তাহারা সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া সকলেই কহিল, যে তাহা আমরা কদাচ হইব না; কিন্তু শেষে তাঁহারি কথানুসারে ঘটিল। যে হেতুক তাঁহার সেই দুঃখ উপস্থিত হইবামাত্র সকলেই তাঁহাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

প্রং। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উং। এই শিক্ষা পাই, যে আমরা আপনাকে যেমত জানি, খ্রীষ্ট তাহাহইতেও অধিক আমাদিগকে জানেন; অতএব কখন দুষ্কর্ম্ম করিব না, এমত কথা না বলিয়া বরং তিনি তাহাহইতে আমাদিগকে পরাঙ্মুখ করান, এই প্রার্থনা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

প্রং। খ্রীষ্টকে ধরিবার সময়ে আর কিছু ঘটিল কি না?

উং। হাঁ ঘটিল, এক যুবক আপন উলঙ্গ শরীরে এক খান কাপড় আচ্ছাদন দিয়া তাঁহার পশ্চাৎ২ চলিল, তাহাতে পেয়াদারা আসিয়া তাহাকে ধরিলে সে কাপড়খান পরিত্যাগ করিয়া উলঙ্গ হইয়া তাহাদের নিকটহইতে পলায়ন করিল।

প্রং। ইহাতে কি বোধ হয়?

উং। এই বোধ হয়, যে তাহারা রাগান্ধ প্রযুক্ত ন্যায় অন্যায় কিছুই বিবেচনা না করিয়া যে সম্মুখে পড়িল, তাহাকেই ধরিল। ফলতঃ, খ্রীষ্ট সর্ব্ব প্রকারে নির্দ্দোষী

ছিলেন; তাহারা যদি বিবেচক হইত, তবে তাহার প্রতি যেমন কর্ম্ম করিল এমত কর্ম্ম করিতে কদাচ প্রবৃত্ত হইত না।

প্রঃ। এ কথাতে কি শিক্ষা পাই?

উঃ। দুইটী শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে খ্রীষ্টের পশ্চাদগামী হইতে হইলে সর্ব্ব সময়ে বিশেষতঃ দুঃখের সময়েও তাঁহার প্রতি প্রেম ও বিশ্বাস চাই। দেখ, ঐ যুবক পুরুষের খ্রীষ্টের প্রতি প্রেম ও বিশ্বাস ছিল না, কেবল কি হইবে তাহা দেখিতে যাইতেছিল; অতএব দুঃখ উপস্থিত হইবামাত্র, কি না সৈন্যেরা তাহাকে ধরিতে যাইবা মাত্র, আপন গাত্রীয় বস্ত্র তাহাদের হস্তে ত্যাগ করত পলাইয়া গেল; তেমনি যাহারা বাহ্যে মাত্র ধার্ম্মিক অন্তরে নয়, ধর্ম্মাবলম্বনার্থে যদি তাহাদের কোন দুঃখ ঘটে, তবে ঐ ব্যক্তির চাদর স্বরূপ আপন২ বাহ্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আশুস্বার্থে সাংসারিক পাপ পথেই পলায়ন করে। অতএব বাহ্য ধর্ম্মেতে আমাদের কিছুই ফল হইবে না, ইহা স্থির জানিয়া ঈশ্বর যেন আন্তরিক ধর্ম্ম স্বভাব জন্মাইয়া দেন; এই আমাদের প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়, খ্রীষ্টবিষয়ে অগ্রে লিখিত ছিল যে২ ভবিষ্যদ্বাণী, তাঁহার দুঃখভোগাদিদ্বারা সে সকলি পূর্ণ হইল; ইহাদ্বারা আমরা নিশ্চয় জানিতে পারি, যে যাহা২ পূর্ণ হইবার অপেক্ষা আছে, কি না তদ্ধর্ম্ম চলন বিষয়ে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী আছে, কালানুক্রমে সে সকলি লিখিতানুসারে পূর্ণ হইয়া তদ্ধর্ম্ম জগৎস্থ তাবৎ লোকদের গ্রাহ্য হইবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ৫৩ পদ অবধি ৬৫ পদ পর্য্যন্ত।

পরে তাহারা য়িশুকে মহা যাজকের স্থানে লইয়া গেল, এবং ইহার সঙ্গে প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীন লোকেরা ও অধ্যাপকগণ সকলেই সভাস্থ হইল। পরে পিতর অতি দূরে তাঁহার পশ্চাৎ২ চলিয়া মহা যাজকের অট্টালিকায়ও আইল, এবং ভৃত্য লোকের সঙ্গে বসিয়া অগ্নিতাপ লইতে লাগিল। তখন প্রধান যাজকেরা ও মন্ত্রি সভাস্থ সকল য়িশু-কে নষ্ট করিবার কারণ তাঁহার বিপক্ষে সাক্ষির চেষ্টা করিল, কিন্তু পাইল না; কেননা অনেকে তাঁহার বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল, কিন্তু তাহাদের সাক্ষ্যের কথা মিলিল না। পরে কএক জন উঠিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া বলিল, যে আ-মরা তাঁহার মুখে এই কথা শুনিলাম, যে আমি এই হস্ত নির্ম্মিত মন্দির নষ্ট করিয়া তিন দিবসের মধ্যে অহস্তনির্ম্মিত আর একটা বানাইয়া দিব। কিন্তু ইহাতেও তাহাদের সাক্ষ্যের কথা মিলিল না। পরে মহা যাজক মধ্য স্থানে উঠিয়া য়িশুকে প্রশ্ন করিয়া কহিল, তুমি নাকি কিছু উত্তর দেও না? তোমার দোষেতে ইহারা কি সাক্ষ্য দেয়? কিন্তু তিনি মৌনী

থাকিয়া কিছু উত্তর দিলেন না। পুনশ্চ মহা যাজক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি সদানন্দের পুত্র খ্রীষ্ট কি না? তখন য়িশু কহিলেন, আমি আছি, এবং তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে ও আকাশের মেঘে আগমন করিতে দেখিবা। তখন মহা যাজক আপন বস্ত্র ফাড়িয়া কহিল, আমাদের আর সাক্ষিতে প্রয়োজন কি? তোমরা ঈশ্বরাপমানক কথা শুনিয়াছ, তোমরা কি বুঝহ? তখন তাহারা সকলেই তাঁহাকে মরণার্থ অপরাধী করিয়া নিশ্চয় করিল। এবং কেহ তাঁহার উপর থুথু ফেলিতে ও তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিতে ও তাঁহাকে মুষ্ট্যাঘাত করিতে ও ভবিষ্যৎ কথা কহ বলিতে প্রবৃত্ত হইল; এবং অনুচরেরা তাঁহাকে চাপড় মারিল।

প্রশ্ন। উহারা খ্রীষ্টকে ধরিয়া কাহার নিকটে লইয়া গেল?

উত্তর। সভা করিয়া উপবিষ্ট ছিল যে মহা যাজক ও প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীন লোকেরা ও অধ্যাপকগণ সকল, তাহাদের নিকটে তাঁহাকে লইয়া গেল।

প্রং। তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্যে কি তাঁহার কোন শিষ্য যায় নাই?

উত্তর। না, তাহারা তাঁহার সু আচরণ ও নির্দ্দোষতাবিষয়ে সকলি অবগত ছিল, এ প্রযুক্ত তদ্বিষয়ে তাঁহার পক্ষে

সাক্ষ্য দিবার জন্যে সে স্থানে তাহাদের যাওয়া উচিত বটে ; কিন্তু কেহ তাহা না করিয়া কেবল কি ঘটিবে ইহা দেখিবার নিমিত্তে পিতর মহা যাজকের অট্টালিকায় গিয়া চাকরদের সঙ্গে বসিয়া থাকিল ; কিন্তু সে যে খ্রীষ্টের এক জন শিষ্য ইহা তাহাদিগকে কোন মতে না যানাইয়া, বরং কোন ক্রমে যেন উহারা তাহাকে জানিতে না পারে এমত চেষ্টাতেই থাকিল।

প্র°। ইহাতে কি বোধ হয় ?

উত্তর। এই বোধ হয়, যে তাহার এমত লোকদের মধ্যে যাওয়া আর খ্রীষ্টের বিষয়ে লজ্জিত হওয়া এই দুইটা তাহার অতি দোষের বিষয় ছিল। ফল, সে যদি খ্রীষ্টের কথা শুনিত তবে তদনুরূপ কর্ম্ম কখন করিত না ; যে হেতুক খ্রীষ্ট তাহাকে ও অন্য শিষ্যদিগকে পরীক্ষায় যেন না পড়, অতএব সচেতন থাকিতে ও প্রার্থনা করিতে কত বার আজ্ঞা দিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই লোকদের মধ্যে তাহার যাওয়া পরীক্ষায় প্রবেশ করা স্বরূপ হইল ; এব° সে স্থানে প্রবেশে শেষে তাহার অতিশয় মন্দ ঘটিল।

প্র°। ভাল, খ্রীষ্টকে সভাস্থ মহা যাজক প্রভৃতির নিকটে আনাতে তাঁহার কি হইল ?

উ°। উহারা তাঁহাকে নষ্ট করিবার নিমিত্তে তাঁহার বিপক্ষে সাক্ষির অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু পাইল না। ফল, অনেকে তাঁহার বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল বটে, কিন্তু তাহাদের সাক্ষ্যের কথা মিলিল না।

প্র°। ইহাতে কি বোধ হয় ?

উ°। ইহাতে এই নিশ্চয় বোধ হয়, যে খ্রীষ্ট সর্ব্ব প্রকারে দোষরহিত ছিলেন, যে হেতুক তাঁহার অতি বড়

শত্রু যে মহা যাজকাদিগণ, তাহাদের তাঁহাকে নষ্ট করিতে বড় ইচ্ছা থাকিলেও তাহারা ন্যায় ও ধর্ম্মের অবিরুদ্ধে তাঁহাকে নষ্ট করিয়াছে, লোকদিগকে ইহা দেখাইবার জন্যে তাঁহার উপরে বধযোগ্য একটা দোষ স্থাপন করিতে চাহিল; কিন্তু তাঁহার তদ্দোষ দেওন বিষয়ে একটাও সাক্ষী পাইতে পারিল না।

প্রং। যখন উহাদের তদ্দোষ প্রমাণ করিতে সাক্ষী মিলিল না, তখন উহারা কি করিল?

উং। তাহারা মিথ্যা সাক্ষী আনাইয়া তাহাদিগকে এই কথা কহাইল, যে আমরা তাহার মুখে এই কথা শুনিলাম, যে আমি এই হস্তনির্ম্মিত মন্দির নষ্ট করিয়া তিন দিবসের মধ্যে অহস্তনির্ম্মিত আর একটা বানাইয়া দিব; কিন্তু সেই সকল সাক্ষিদের কথার পরস্পর ঐক্য না [illegible] ইতে পারিল না।

প্রং। এই কথার ভাব কি?

উং। ভাব এই, যে খ্রীষ্ট আপন শিক্ষা দিবার সময়ে আপন মৃত্যু ও তৎপরে তৃতীয় দিবসানন্তর তাঁহার পুনরুত্থান বিষয়ে দৃষ্টান্ত ভাবে ঐ কথা কহিয়াছিলেন, যে এই মন্দির, কি না আমার শরীর রূপ মন্দির, নষ্ট কর, এবং তিন দিবসের পরে আমি তাহা পুনরায় উঠাইয়া দিব; অতএব উহারা এই কথার ভাবার্থ না বুঝিয়া তাহাদের মহা নগরে স্থাপিত যে ঈশ্বরের মন্দির তৎপ্রতি ইনি এ কথা কহিলেন, ইহা মনে করিয়া সেই কথাদ্বারা তাঁহার উপর মরণযোগ্য দোষের প্রামাণ্য করিতে চেষ্টা পাইল।

প্রং। ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। এই বোধ হয়, যে দুষ্ট লোকেরা আপনাদের কু মনস্কামনা সিদ্ধি করিবার জন্যে ন্যায় বা হউক অন্যায় বা হউক, যখন যাহা উপস্থিত হয় তাহাই অবলম্বন করে; অতএব ঈশ্বর যেন দয়া করিয়া দুষ্ট লোকদের হাতহইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন, এই আমাদের প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

প্র°। সাক্ষিদ্বারা উহারা যখন তাঁহার উপর দোষ বর্ত্তাইতে পারিল না, তখন কি করিল?

উ°। মহা যাজক মধ্যস্থানে উঠিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া কহিল, তুমি না কি কিছু উত্তর দেওনা? তোমার দোষেতে ইহারা কি সাক্ষ্য দেয়? কিন্তু তিনি মৌনী থাকিয়া কিছু উত্তর দিলেন না।

প্র°। ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। তিনি নির্দ্দোষ হইয়াও মিথ্যা দোষদায়কের মধ্যে নিরুত্তর থাকাতে বোধ হয়, যে তিনি অতি সুশীল ও সহিষ্ণু ছিলেন। ফল, তিনি যে তাহাদের নিকটে এতদ্রূপ নিরুত্তরে থাকিবেন, তাহার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বক্তারা এমত লিখিয়াছিলেন, যথা "মারিবার জন্যে মেষের বাচ্চাকে যেমন কেহ লইয়া যায়, ও যেমন লোম কাটার সম্মুখে মেষ গোঙ্গা হয়, তেমনি তিনি মুখ খুলিলেন না।"

প্র°। ভাল, ইহার পরে তাঁহার উপর দোষ দিবার নিমিত্তে তাহারা অন্য কোন পথ অবলম্বন করিল কি না?

উ°। হাঁ, মহা যাজক তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল, যে তুমি সদানন্দের পুত্র খ্রীষ্ট কি না? তখন ইনি কহিলেন, হাঁ আমি আছি। ফল, তিনি যে খ্রীষ্ট তাহাদের এমত বিশ্বাস হইল না, অতএব তিনি এতদ্রূপ আপনাকে খ্রীষ্ট

বলিয়া স্বীকার করিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহাকে দোষী করিতে পারে, এই তাহাদের মনস্থ ছিল; এবং তিনি তাহাদের সেই কু মনস্থ জানিয়াও অথচ অস্বীকার না করিয়া স্পষ্ট কহিলেন, যে আমি তো সেই বটি।

প্রং। ভাল, তিনি যে খ্রীষ্ট ইহা তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্যে আর কোন কথা কহিলেন কি না?

উং। হাঁ কহিলেন, যে তোমরা মনুষ্য পুত্রকে পরাক্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে ও আকাশের মেঘে আগমন করিতে দেখিবা, অর্থাৎ আমি যে খ্রীষ্ট ইহা তোমরা এইক্ষণে প্রত্যয় না করিলেও অথচ তোমরা যখন প্রত্যয় করিবা এমত যে আমার মহা গৌরবের সময় তাহা আসিতেছে। ফল, ইনি আপন বিষয়ে এ কথা কহিতেছেন, তাহারা ইহা জানিয়া তৎ কথনদ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দোষী করিল। কি না মহাযাজক সেই কথা শুনিবা মাত্র আপন বস্ত্র ফাড়িয়া মন্ত্রি ও অধ্যাপকদিগকে বলিল, যে আর আমাদের সাক্ষির প্রয়োজন কি? তোমরা তাঁহার আপনার মুখেতেই ঈশ্বরাপমানক কথা শুনিয়াছ; অতএব তোমরা কি বুঝহ? তখন তাহারা সকলেই তাঁহাকে মরণার্থে অপরাধী করিয়া নিশ্চয় করিল।

প্রং। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উং। দুইটা শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে দুষ্ট লোকেরা ইহ লোকে যদ্যপিও খ্রীষ্টকে ত্রাণকর্ত্তা করিয়া মানে না, অথচ যখন তিনি পরাক্রম বিশিষ্ট হইয়া শেষ দিনে বিচার করিতে আসিবেন, তখন তাহারা বিশ্বাস করিবে; কিন্তু তৎকালীন বিশ্বাস আর তাহাদিগকে সর্ব্বনাশহইতে রক্ষা

করিতে পারিবে না; ফল, যাহারা তাঁহাহইতে রক্ষা পাইতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে ইহলোকেই বিশ্বাস করিতে হইবে।

দ্বিতীয়, খ্রীষ্ট যখন গৌরব বিশিষ্ট হইয়া জগতের বিচার করিতে আসিবেন, তখন অন্যায় বিচারকর্ত্তাদিগকে এবং যাহারা দয়াহীন হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার লোকদের প্রতি অযথার্থ আচরণ করিয়াছে, তাহারা তাঁহাহইতে কদাচ দয়া প্রাপ্ত হইবে না; বরং তিনি তাহাদিগকে ঘোর নরকে ফেলিয়া সমুচিত দণ্ড করিবেন।

প্রং। সেই দুষ্ট লোকেরা খ্রীষ্টকে মরণযোগ্য অপরাধী করিবামাত্র তাঁহার প্রতি কি করিতে লাগিল?

উং। তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার উপর থুথু ফেলিতে ও তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিতে ও তাঁহাকে মুষ্ট্যাঘাত করিতে ও ভবিষ্যৎ কথা কহ ইহা বলিতে লাগিল, এবং অনুচরেরা তাঁহাকে চাপড় মারিল।

প্রং। ভাল, দোষী করণানন্তর উহারা তাঁহার প্রতি এমত কঠিনাচার কেন করিতে লাগিল?

উং। তাহারা যে তাঁহার প্রতি এমত করিবে য়িশায়িহা ভবিষ্যদ্বক্তার পুস্তকে এই রূপ লিখিত ছিল, যথা "তিনি আপন পৃষ্ঠমারকদিগকে ও দাড়ি উৎপাটকদিগকে আপন গাল দিয়াছেন, তিনি আপন মুখ লজ্জা ও থুথু দেওয়াহইতে গুপ্ত করিলেন না।" আর এতদ্বিষয়ে য়িরমীহা ও লিখিয়াছেন, যথা "আশা যে থাকে এই কারণ ইনি আপন মুখ ধূলাতে রাখেন, যে জন তাঁহাকে মারে তাহার প্রতি তিনি আপন গাল দেন, তিনি অপমানেতে পূর্ণ হইয়াছেন।" এবং মীকার

ভবিষ্যদ্বক্তাও লিখিয়াছেন, যে "তাহারা লাঠীতে য়িশরাএলের বিচারকর্ত্তাকে গালে মারিবে।" অতএব উহারা ঐ সকল কর্ম্ম করাতে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল।

প্র°। ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। দুইটা বোধ হয়।

প্রথম এই, যে খ্রীষ্টের প্রতি যে সকল ঘটিল, সে সকল ভবিষ্যদ্বক্তাদের পূর্ব্বোক্ত বচনের সহিত ঐক্য করিয়া দেখিলে প্রমাণের প্রতি প্রমাণ, কি না রাশিং প্রমাণ পাওয়া যায়, যে খ্রীষ্ট ছিলেন জগতের অদ্বিতীয় ত্রাণকর্ত্তা; অতএব যাহারা বিবেচনাভাব প্রযুক্ত তাঁহাকে তৎপদাভিষিক্ত করিয়া না মানে, তাহারা শেষ দিনে প্রতিবন্ধি রহিত হইয়া নরকযোগ্য পাত্র বিবেচিত হইবে।

দ্বিতীয়, পাপের প্রতিফল হইয়াছে দুঃখ ও লজ্জা; অতএব আমরা যেন ঈশ্বরের সাক্ষাতে লজ্জা রহিত হইয়া দাঁড়াইতে পারি, এই হেতুক খ্রীষ্ট যখন আমাদের পাপের প্রতিফল ভোগ করিলেন, তখন দুঃখ এবং লজ্জা বাহুল্য রূপে প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহার দুঃখ ও লজ্জা তাঁহাতে অবিশ্বাসক লোকদের আরও অধিক দুঃখ ও লজ্জা প্রাপ্ত হইবার বিষয় হইবে, যে হেতুক এমত দয়াবান্ ত্রাণকর্ত্তাকে তুচ্ছকারকদের দোষ অকথনীয় এবং তাহারা ঈশ্বরের বিচারে পড়িলে তদনুরূপ প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ৬৬ পদ অবধি ৭২ পদ পর্য্যন্ত।

কিন্তু পিতর নীচের দালানের মধ্যে থাকিতে ২ মহাযাজকের এক দাসী সেখানে আইল; এবং পিতরকে অগ্নির তাপ লইতে দেখিয়া সে তাহার উপর স্থির দৃষ্টি করিয়া কহিল, হাঁ, তুমিও নাসরীয় য়িশুর সঙ্গে ছিলা। কিন্তু সে অস্বীকার করিয়া কহিল, আমি তাহাকে জানি না, আর তুমি কি কহিতেছ তাহাও আমি বুঝি না। পরে সে দরদালানে গেল, এবং কুক্কুট ডাকিল। পুনশ্চ এক দাসী তাহাকে দেখিয়া নিকটস্থ লোকদিগকে বলিতে লাগিল, এই তাহাদের মধ্যের এক জন। এবং সে পুনর্ব্বার অস্বীকার করিল। কিঞ্চিৎ কালপরে নিকটস্থ লোকেরা পুনরায় পিতরকে কহিল, যে অবশ্য তুমি তাহাদের এক জন, কেননা তুমি গালীলীয় লোক, ও তোমার ভাষা তাহাদের মত। তখন সে শাঁপ দিয়া ও দিব্যাদি করিয়া বলিতে লাগিল, যে তোমরা যাহার কথা বলিতেছ, আমি সে মনুষ্যকে জানি না। এবং দ্বিতীয় বার কুক্কুট ডাকিল। তখন যে কথা য়িশু তাহাকে কহিয়াছিলেন, যে তুমি পূর্ব্বে আমাকে তিন বার অস্বীকার না করিলে কুক্কুট

দ্বিতীয় বার ডাকিবে না, তাহা পিতরের মনে পড়িল; এবং সে তাহার ভাবনা করিয়া ক্রন্দন করিল।

প্রশ্ন। মহাযাজক প্রভৃতি লোকেরা যখন খ্রীষ্টের ঐ সকল অপমান করিল, তখন পিতর কোথায় ছিল?

উত্তর। সে দালানে মহাযাজকদের চাকরের সঙ্গে দাঁড়াইয়া ছিল।

প্রঃ। এমত লোকদের সহিত থাকাতে তাহার কি কোন মন্দ ঘটিল না?

উঃ। হাঁ ঘটিল, যে হেতুক মহাযাজকের এক দাসী তাহাকে চিনিয়া সকল চাকর লোককে জানাইয়া দিল, যে ইনিতো খ্রীষ্টের এক জন সঙ্গী ছিলেন।

প্রঃ। ভাল, পিতর উহার কথা শুনিয়া কি করিল?

উঃ। কুকুড়া ডাকিবার পূর্ব্বে তুমি আমাকে তিন বার অস্বীকার করিবা, এই কথা যে খ্রীষ্ট তাহাকে পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন, তাহা তাহার মনে ছিল কি না বলা যায় না; কিন্তু সে ঐ দাসীর কথা শুনিবা মাত্র তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া কহিল, যে আমি তাঁহাকে জানি না; আর তুমি কি কহিতেছ তাহাও আমি বুঝি না।

প্রঃ। ইহাতে কি বোধ হয়?

উঃ। এই বোধ হয়, যে তাহার আত্মশ্লাঘা প্রযুক্ত খ্রীষ্ট তাহাকে সে পাপহইতে রক্ষা না করিয়া ত্যাগ করিলেন। ফল, খ্রীষ্ট যখন তদ্বিষয় তাহাকে জানাইলেন, তখন সে আমি কদাচ এমত করিব না, এ কথা না বলিয়া যদি কহিত, যে হে প্রভো, আমি দুর্ব্বল মানুষ, অতএব সেই পাপহইতে আমাকে রক্ষা করুন, তবে বোধ হয় যে সে রক্ষা পাইয়া তদ্রূপ করিত না।

প্র°। সে খ্রীষ্টকে এই রূপ অস্বীকারানন্তর কি করিল?

উ°। সে স্থানহইতে দরদালানেতে গেল; সেখানেও পুনশ্চ এক দাসী তাহাকে দেখিয়া নিকটস্থ লোকদিগকে বলিতে লাগিল, এই তাহাদের মধ্যের এক জন; এবং সে পুনর্ব্বার অস্বীকার করিল। কিঞ্চিৎ কালপরে নিকটস্থ লোকেরাও আরবার তাহাকে বলিল, যে অবশ্য তুমি তাহাদের এক জন। তখন সে শাঁপ দিয়া ও দিব্যাদি করিয়া বলিতে লাগিল, যে তোমরা যাহার কথা কহিতেছ, আমি সে মনুষ্যকে জানি না। সে এই কথা কহিবামাত্র দ্বিতীয় বার কুক্কুট ডাকিল।

প্র°। সে কোন বিষয়ে ভীত হইয়া খ্রীষ্টকে পুনঃ২ অস্বীকার করিল?

উ°। সভাস্থ লোকেরা যে তাঁহার প্রাণদণ্ড করিবে কিম্বা কারাগারে রাখিবে, তাহার এমত ভয় ছিল না; বোধ হয়, যে কেবল লজ্জা প্রযুক্ত সে কর্ম্মটা করিল; যে হেতুক কোন২ লোক দুঃখহইতে লজ্জা বিষয়ে অধিক ভীত হয়। অতএব কি লজ্জাস্থানে কি দুঃখস্থানে কোন স্থানেই যেন আমরা খ্রীষ্টকে অস্বীকার না করি, বরং ঈশ্বর যেন আমাদিগকে সর্ব্বত্র রক্ষা করেন, এই আমাদের প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

প্র°। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উ°। এই শিক্ষা পাই, যে স্বভাবতই আমাদের পারমার্থিক বিষয়ে বড় দুর্ব্বলতা আছে, ইহা জানিয়া আমরা সচেতনে থাকিবার কথা শুনিতে পাইলে, তাহাতে যেন সু মনোযোগ করি, এবং কুসংসর্গ বিষয়ে সাবধানে থাকি, এই আমাদের কর্ত্তব্য; যে হেতুক পিতরের খ্রীষ্টের সচেতনে থাকিবার কথাতে মনোযোগ না

করাতে, এবং কুসংসর্গবিষয়ে অসাবধান থাকাতে, এই দুইটী দোষ তাহার ঐ দুষ্কর্ম্ম করিবার প্রয়োজক হইল।

প্র°। ভাল, পিতর ঐ দুষ্কর্ম্ম করণানন্তর সচেতন হইয়া তৎপ্রযুক্ত খেদান্বিত হইল কি না?

উ°। হাঁ হইল, সে তৃতীয় বার অস্বীকার করিবামাত্র যখন কুক্কুট ডাকিল, তখন ঐ ডাক শুনাতে খ্রীষ্টের কথা তাহার মনে পড়িল, ইহাতে বাহিরে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিল।

প্র°। ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। এই বোধ হয়, যে পিতরের আসলখানা ভাল ছিল, সে য়িহূদার মত কাল্পনিক ছিল না; যে হেতুক য়িহূদা দুষ্কর্ম্ম করণানন্তর এমত ভগ্নান্তঃকরণে কদাচ রোদন করিল না। ফল, পিতরের অন্তঃকরণেতে ধর্ম্মের মূল ছিল, কিন্তু পরীক্ষায় পড়িয়া সচেতন না থাকাতে তৎকর্তৃক পরাজিত হইয়া পাপ করিল।

প্র°। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উ°। এই শিক্ষা পাই, যে কোন বিষয়ে হউক না কেন কোন ক্রমে আমরা যদি পাপকর্ম্ম করি, তবে তদ্বিষয়ে চেতনা পাইবামাত্র খেদান্বিত হইয়া তাহাহইতে মন ফিরান আমাদের উচিত। ফল, প্রতিদিন কোন বিষয়ে না কোন বিষয়ে, আমরা ত্রুটি করিতেছি; অতএব প্রত্যহ মনকে মন্দহইতে আকর্ষণ করত অন্তরস্থিত পাপ প্রযুক্ত খেদান্বিত হইয়া তদ্বিষয়ে সচেতন ও সাবধানে থাকা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১ পদ অবধি ১৫ পদ পর্য্যন্ত।

পরে প্রভাত হইবামাত্র প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীন লোকেরা ও অধ্যাপকগণ ও মন্ত্রি সকল সভাস্থ হইয়া মন্ত্রণা করিল, ও য়িশুকে বান্ধিয়া লইয়া গিয়া পীলাতের স্থানে সমর্পণ করিল। এবং পীলাত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে তুমি না কি য়িহুদীদের রাজা? তিনি উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমিতো কহিয়াছ। পরে প্রধান যাজকেরা তাঁহার অনেক বিষয়ের অপবাদ করিল; কিন্তু তিনি কিছু উত্তর দিলেন না। তখন পীলাত তাঁহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি কিছু উত্তর দেও না? দেখতো ইহারা তোমার দোষের বিষয়ে কত প্রমাণ দেয়? কিন্তু য়িশু তখনও কিছু উত্তর দিলেন না। অতএব পীলাতের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। কিন্তু সেই পর্ব্ব সময়ে যাহাকে তাহারা চাহিত, এমত এক জন বন্ধিকে সে তাহাদের স্থানে মুক্ত করিয়া দিত। ইহাতে যাহারা গণ্ডগোল করিয়া সে গণ্ডগোলের মধ্যে বধ ও করিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে বরব্বা নামে এক জন ছিল। অতএব সে যে মত আদ্যোপান্ত তাহাদের প্রতি করিত, সে মত করিতে

লোক সকল উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া তাহার স্থানে যাচ্ঞা করিতে লাগিল। তখন পীলাত তাহাদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন, আমি তোমাদের নিকট য়িহুদীদের রাজাকে মুক্ত করিয়া দেই, এই তোমাদের ইচ্ছা কি না? কেননা সে জানিত, যে প্রধান যাজকেরা তাঁহাকে ঈর্ষা ভাবেতে সমর্পণ করিয়াছিল; কিন্তু সে যে তাঁহার অপেক্ষায় বরং বরব্বাকে তাহাদের নিকট মুক্ত করিয়া দেয়, ইহা চাহিতে সে প্রধান যাজকগণ লোকদিগকে উস্কাইল। তখন পীলাত তাহাদিগকে উত্তর করিয়া পুনর্ব্বার কহিল, তবে তোমরা য়িহুদীদের রাজা করিয়া যাহাকে বল, তাহার বিষয়ে কি চাহ যে আমি করি? তাহারা পুনরায় চেঁচাইল, যে তাহাকে ক্রূশ দেও। তখন পীলাত তাহাদিগকে কহিল, কেন? সে কি মন্দ করিয়াছে? কিন্তু তাহারা ততোধিক বড়ই চীৎকার করিল, যে তাহাকে ক্রূশ দেও। অতএব পীলাত লোকদের তুষ্টি জন্মাইতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাদের নিকট বারব্বাকে মুক্ত করিয়া দিল, এবং য়িশুকে কোড়া মারাইয়া ক্রূশেতে টাঙ্গাইতে সমর্পণ করিল।

প্রশ্ন। প্রভাত হইবা মাত্র প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীন লোকেরা খ্রীষ্টকে কি করিল?

উত্তর। সভাস্থ হইয়া মন্ত্রণা করিল, ও তাঁহাকে বান্ধিয়া লইয়া গিয়া পীলাতের স্থানে সমর্পণ করিল।

প্র°। এই যে পীলাত ইনি কেটা?

উ°। রুমী লোক কর্তৃক অধিকৃত যে য়িহুদী দেশ তদ্দেশে তাহাদের দ্বারা তিনি অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত এক জন রুমী লোক ছিলেন; অতএব য়িহুদী লোকদের ইচ্ছার বিষয়ে হইয়াছিল যে খ্রীষ্টকে প্রাণে মারা, তাহাও ঐ পীলাতের অনুমতি ব্যতিরেক করিতে না পারিয়া, ইনি যেন তাঁহাকে বধ রূপ দণ্ড করেন, এই নিমিত্তে উহারা তাহাকে পীলাতের নিকট নিয়া গিয়া নানা বিষয়ে অপরাধী করিয়া বলিল।

প্র°। ঐ মহাযাজক ও মন্ত্রী অধ্যাপকগণ যখন আপনারা খ্রীষ্টের বিষয়ে বিচার করিল, তখন উহারা তাঁহাকে ঈশ্বরাপমানক বলিয়া তদ্বিষয়ে দোষী জ্ঞান করিল; তবে পীলাতের নিকটে নিয়া গিয়াও কি তদ্বিষয়েই তাঁহাকে দোষী করিয়া বলিল?

উ°। না, উহারা পীলাতের নিকটে তাঁহাকে নানা বিষয়ে অপরাধী করিয়া বলিল বটে, কিন্তু তিনি যে তাহাদের বিচারেতে এক জন ঈশ্বরাপমানকছিলেন, এমন কোন দোষের কথা পীলাতের নিকটে কহিল না। ফল, ইনি যে আপনাকে য়িহুদী লোকদের রাজা বলিয়াছিলেন, তাহার নিকটে সেই কথা বলিয়া তদ্বিষয়েতেই তাঁহাকে দোষী করিতে চেষ্টা পাইল।

প্র°। ভাল, উহারা যদি আপনাদের বিচারেতেই তাঁহাকে ঈশ্বরাপমানক করিয়া স্থির করিয়াছিল, তবে পীলা-

তের নিকটে তদ্বিষয়ক কোন দোষের কথা না কহিয়া অন্য একটা দোষের কথা কেন উপস্থিত করিল?

উ০। কারণ এই, যে তাহারা নিশ্চয় জানিত, যে এবিষয়ে কি অন্য কোন বিষয়ে তাঁহার কিছুই দোষ ছিল না, তথাপি দ্বেষ ভাবপ্রযুক্ত তাঁহাকে প্রাণে নষ্ট করিবে, ইহা স্থির করিয়া মানসসিদ্ধ করিবার জন্যে উক্ত এই দোষকে অবলম্বন করিল। ফল, উহারা যে তাঁহাকে ঈশ্বরাপমানক বলিয়া মরণযোগ্য অপরাধী করিয়াছিল, সেটা কেবল তাহাদেরই বিচারানুসারে হয়; কিন্তু পীলাত তাহাদের ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না, এ প্রযুক্ত উহারা নিশ্চয় জানিল, যে ইনিতো এ দোষ কদাচ গ্রাহ্য করিবেন না; এই হেতুক তাহার নিকটে তদ্বিষয়ক কোন কথা না কহিয়া যাহাতে পীলাতের বিচারেতে তিনি দোষী ঠাহরা যান, এমন একটা কথা উপস্থিত করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার উপরে দোষ বর্ত্তাইতে চেষ্টা করিল।

প্র০। ভাল, ইনি আপনাকে য়িহুদী লোকদের রাজা বলিয়াছেন, এই কথা উহারা পীলাতের নিকটে বলিল কেন? সে কথা কি তাঁহার বিচারেতে বড় দোষের বিষয় ছিল?

উ০। হাঁ, এক প্রকার ছিল বটে, যে হেতুক য়িহুদী লোকদের দেশ রুমী লোকদের অধিকার ছিল; অতএব এমত কথা এক প্রকার তাহাদের অধিকারনাশক বাক্য ছিল, কি না যিনি রাজা হইবেন, রাজ্যও তাঁহার অধিকারে থাকিবে; অতএব অন্য একজন আমি রাজা এ কথা কহিলে রাজ্যাধিপের অবশ্য ক্রোধ হইবে, য়িহুদীরা ইহা স্থির জানিয়া খ্রীষ্ট শিক্ষা দিবার সময়ে

যে আপনাকে পারমার্থিক বিষয়ের রাজা বলিয়া জানাইলেন, সেই কথাকে অবলম্বন করিয়া তিনি সাংসারিক বিষয়ে আপনাকে রাজা কহিয়াছেন; তাহার কথার এই বিপরীতার্থ কহনদ্বারা পীলাতের কাছে তাঁহাকে দোষী করিতে চেষ্টা পাইল।

প্রং। ইহাতে কি বোধ হয়?

উং। এই বোধ হয়,যে তাহারা বড় শয়তানীয় লোক ছিল, যে হেতুক যেং বিষয়ের কথা কহিয়া তাঁহাকে দোষী করিল, সে সকলি মিথ্যা। আর উহারা যে শয়তানীয় লোক ছিল, ইহা কেবল এতদ্বিষয়দ্বারা জানা যায়, এমত নহে; তাহাদের অন্য ২ অন্যায় অনুচিত কর্ম্ম দ্বারাতেও জানা যায়। দেখ, রাত্রিতে কদাচ কর্ত্তব্য নহে যে বিচার, তাহাও উহারা করিয়াছিল। আর উহারা যে দিনে খ্রীষ্টকে পীলাতের নিকটে নিয়া গিয়াছিল সে দিন পশহা পর্ব্ব সম্বন্ধীর বিশেষ দিন, এ প্রযুক্ত তদ্দিবসে অধ্যাপকদের ও যাজকদের ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে মন্দির সম্পর্কীয় অনেক কর্ম্ম ছিল; কিন্তু উহারা আপনাদের কুবাসনা সিদ্ধির নিমিত্তে সেই সকল শাস্ত্রীয় কর্ম্মও ত্যাগ করিল। ফল, কাল্পনিকেরা শাস্ত্রাজ্ঞা পালনবিষয়ে বাহ্যে অত্যনুরাগী, কিন্তু আন্তরিক শ্রদ্ধা কিছুই না থাকাতে শাস্ত্র বিরুদ্ধ কোন মনোরথ উপস্থিত হইলে তাহাতে বাধিত না হইয়া আপনাদের কুমনস্কামনা পূর্ণ করিতে কোন প্রকারে ক্ষান্ত হয় না।

প্রং। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উং। দুইটী শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে মনুষ্যেরা যৎকরণক আশ্রয় করিয়া পাপ কর্ম্ম করে, ঈশ্বর যথার্থ বিচার করিয়া কখন ২ তৎকরণদ্বারা তাহাদের সে পাপের শাস্তি দেন। দেখ, য়িহুদী লোকেরা রুম দেশীয় পীলাতকে কার্য্যসাধকত্ব অবলম্বন করিয়া তদ্দ্বারা খ্রীষ্টকে নষ্ট করিল, এই হেতুক ঈশ্বর তাহাদিগকে অল্প বৎসরের মধ্যেই ঐ রুমী লোকদের হস্তে সমর্পণ করাইয়া তত্তদ্দ্বারা তাহাদের সর্ব্বনাশ করিলেন। আর তাহারা পশহা পর্ব্বের সময়ে এই দুষ্কর্ম্ম করাতে ঈশ্বর তাহাদের দণ্ডও সেই পর্ব্বের কালেতেই করিলেন; যে হেতুক পশহা পর্ব্ব পালনার্থে য়িহুদী দেশীয় নানা গ্রামস্থ লোক সমূহ যৎকালে য়িরোশালোমে আসিয়াছিল, তৎকালে রুমী লোকেরা আসিয়া নগর বেষ্টন করত সকলকে রুদ্ধ করিয়া নষ্ট করিল।

দ্বিতীয়, পারমার্থিক বিষয়ের রাজা ছিলেন এমন যে খ্রীষ্ট, উহারা তাঁহাকে মিথ্যা দোষ দিয়া পরহস্ত গত করিল; অতএব সেই পাপ প্রযুক্ত পূর্ব্বকালে কেবল তাহাদেরই ছিল যে পারমার্থিক বিষয়ের রাজ্য, ঈশ্বর সাংসারিক বিষয়ের সহিত তাহা অপহরণ করিলেন; এই হেতুক তাহারা তৎকালাবধি ঈশ্বরীয় সত্য ধর্ম্মবিষয়ে অন্ধীভূত হইয়া পূর্ব্বের মত আর ঈশ্বরীয় লোক বলিয়া গণ্য করা যায় না; বরং তাঁহার ক্রোধপাত্র হইয়া অদ্যাবধি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দেশ দেশান্তরে বেড়াইতেছে।

প্রং। লিখিত আছে, যে উহারা খ্রীষ্টকে বান্ধিয়া পীলাতের নিকটে লইয়া গেল, তবে তিনি যে তাহাদের দ্বারা

আপনাকে এমত বদ্ধ হইতে দিলেন, ইহার কারণ কি?

উ°। কারণ এই, যে আমাদের প্রতি তাঁহার অতিশয় প্রেম ছিল। ফল, আমাদের পাপ তাঁহার ঐ শৃঙ্খল স্বরূপ ছিল, কি না ইনি প্রতিনিধি হইয়া আমাদের ভোগ্য পাপ সকল ভোগ করাতে তাঁহার প্রতি এই সকল ঘটিল।

প্র°। ভাল, তিনি পীলাতের নিকটে উপস্থিত হইলে সে তাঁহাকে কি জিজ্ঞাসিল?

উ°। তুমি নাকি য়িহুদী লোকদের রাজা? ইহা জিজ্ঞাসা করিল। তুমিতো কহিয়াছ, তিনি এই কথা বলিয়া আর কোন উত্তর দিলেন না। পরে য়িহুদী লোকেরা তাঁহার যে২ বিষয়ে যত দোষ দিল, তাহার কিছুতেই উত্তর না দিয়া মৌনী হইয়া থাকিলেন। তাহাতে পীলাত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। ফল, তিনি জানিলেন যে তাঁহার নির্দ্দোষিতাবিষয়ে পীলাত অবগত ছিল, এ কারণ উত্তর দিবার বিষয়ে অনাবশ্যকতা জ্ঞান করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।

প্র°। তৎকালে লোক সকল পীলাতের নিকটে কি চাহিতে লাগিল?

উ°। য়িহুদী লোকদের এই একটা রীতি ছিল, যে কারাগারে বন্ধি লোকদের মধ্যে এক জনকে ঐ পর্ব্বসময়ে দেশাধ্যক্ষ তাহাদের ইচ্ছানুসারে মোচন করিয়া দিতেন; অতএব সেই ধারার কথা উপস্থিত করিয়া এক জনকে মুক্ত করিয়া দিতে তাঁহার নিকটে যাচ্ঞা করিল।

প্র°। তাহাতে পীলাত কি করিল?

উং। মহা যাজকাদিরা যে ঈর্ষাভাবে খ্রীষ্টকে সমর্পণ করিয়াছিল, ইহা স্থির জানিয়া তাঁহাকেই মুক্ত করিতে চাহিল।

প্রং। ভাল, তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিতে লোকেরা কি স্বীকার করিল?

উং। না, তাহা স্বীকার করিল না। ফল, অল্প দিন পূর্ব্বে তাহাদের নগরে একটা মহা বিবাদ হইয়াছিল, সেই বিবাদেতে বরব্বা নামে এক জন চোর খুন করিয়া কারাগারে বদ্ধ ছিল; অতএব মহা যাজকেরা তাহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্যে লোকদিগকে উস্কাইয়া দিল, এই হেতুক তাহারা পীলাতকে কহিল, যে তিনি খ্রীষ্টকে মুক্ত না করিয়া ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করেন।

প্রং। ইহাতে কি বোধ হয়?

উং। এই বোধ হয়, যে তাহাদের মধ্যে নানা অলৌকিক কর্ম্ম করিয়াছিলেন, ও উত্তম রূপে সদুপদেশ দিয়াছিলেন যে খ্রীষ্ট, তাঁহাকে মনোনীত না করিয়া খুনী ও চোর যে বরব্বা, তাহাকে যে প্রিয় করিয়া মুক্ত করিয়া দিতে চাহিল, এটা অতি আশ্চর্য্য বিষয়; কিন্তু বর্ত্তমান কালের লোকেরা ও তদনুরূপ করিয়া থাকে, ইহা দেখিতে পাইতেছি, কি না খ্রীষ্টের কথা শুনিতে পাইলেও অথচ তাঁহাকে মনোনীত করিয়া উপাসনা করে না, বরং ঐ বরব্বা স্বরূপ নানা দেব দেবীকে প্রিয় জ্ঞান করিয়া তাহাদেরই উপাসনা করে।

প্রং। ভাল, ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা শুনিয়া পীলাত কি বলিলেন?

উ°। বলিলেন, যে তবে তোমরা য়িহুদীদের রাজা করিয়া যাহাকে বল, তাহার বিষয়ে কি চাহ যে আমি করি? তাহারা চেঁচাইয়া কহিল, যে তাহাকে ক্রুশ দেও। তখন পীলাত, তাঁহার দোষ কি? এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু উহারা তাহাকে তদুত্তর কিছু না দিয়া কেবল তাহাকে ক্রুশ দেও২ এই কথা বলিয়া চেঁচাইল।

প্র°। ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। এই বোধ হয়, যে লোকদের মনের যে অস্থিরতা সেটা অতিশয় আশ্চর্য্য বিষয়। দেখ দেখি, ইহার অত্যল্প দিন পূর্ব্বে খ্রীষ্ট যখন একটা গর্দভে চড়িয়া য়িরোশালমে আইলেন, তখন উহারা হোশেনা সর্ব্ব প্রধান হোশেনা বলিয়া অতি সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিল; কিন্তু তাঁহার দুঃখের সময় উপস্থিত হইলে কেবল তাঁহাকে ক্রুশ দেও২ বলিয়া চীৎকার করিল। ফল, যখন কোন লোকের ঐশ্বর্য্য ও সুখ হয়, তখন প্রায় সকলেই তাহার পক্ষ হইয়া তাহাকে মানামান করে, কিন্তু সেই লোকের একবার দুঃখ উপস্থিত হইলে তখন এমত না করিয়া কেবল নিন্দা ও অমর্য্যাদা করিয়া তাহাকে ত্যাগ করে।

প্র°। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উ°। দুইটা শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে মনুষ্যের উপরে ভরসা রাখিলে তাহারা দুঃখের সময়ে সেই ভরসানুযায়ী আনুকূল্য না করিয়া বরং বিশ্বাসঘাতকী হয়; অতএব তাহাদের উপর ভরসা না রাখিয়া কেবল ঈশ্বরের প্রতি ভরসা রাখা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য; যে হেতুক

তাহা করিলে তিনিই দুঃখের সময়ে আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন না।

দ্বিতীয়, অধ্যাপকাদি লোকহইতে আমাদের সাবধানে থাকা উচিত, যে হেতুক যেমন ঐ লোকদিগকে সেই দুষ্কর্ম্ম করাইবার মূল কারণ অধ্যাপক ও যাজক গণ ছিল, তেমনি এই ক্ষণেও অধ্যাপকেরা লোকদিগকে সুপথে না লওয়াইয়া কেবল কুপথে প্রবৃত্তি জন্মানদ্বারা সত্য ধর্ম্ম গ্রহণের বাধক হয়।

প্রঃ। ভাল, পীলাত তাহাদের সেই কথা শুনিয়া কি করিল?

উঃ। লোকদের তুষ্টি জন্মাইতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাদের নিকটে বরব্বাকে মুক্ত করিয়া দিল, এবং খ্রীষ্টকে কোড়া মারাইয়া ক্রুশেতে টাঙ্গাইতে সমর্পণ করিল।

প্রঃ। ইহাতে কি বোধ হয়?

উঃ। এই বোধ হয়, যে পীলাত এক জন অন্যায় বিচারকর্ত্তা ছিলেন, যে হেতুক তিনি আপনি খ্রীষ্টকে নির্দ্দোষী রূপে স্বীকার করিয়াও অথচ তাঁহাকে দোষির মত দণ্ড করিয়া প্রাণে মারিতে দুষ্ট লোকদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ফল, সে কর্ম্ম কেবল লোকদের তুষ্টির নিমিত্তে করিলেন, এবং যাহারা কি করিলে ঈশ্বর তুষ্ট হইবেন ইহা জিজ্ঞাসা না করিয়া কেবল কি করিলে লোক তুষ্ট হইবে এমত জিজ্ঞাসা করিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করে, তাহাদের অবশ্য অসংখ্যক দোষ হইবে। অতএব যাহাতে কেবল লৌকিক ভাল হইবে এমত আচরণ না করিয়া, বরং পাপ করিলে যিনি শরীর ও আত্মাকে নরকে ফেলিয়া সর্ব্বনাশ করিবেন, এমন যে ঈশ্বর, তাঁহার আজ্ঞানুসারেই আমাদের কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

তখন সেনাগণ তাঁহাকে প্রেতোরিয়ম নাম দালানে লইয়া গিয়া সৈন্য সমূহকে ডাকিয়া একত্র করিল। পরে তাহারা তাঁহাকে বাগুনি বর্ণের বস্ত্র পরাইল, ও কাঁটার মুকুট বানাইয়া তাঁহার মস্তকে দিল। এবং হে য়িহুদীদের রাজন্, মনঃ ২, বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিল। পরে তাহারা তাঁহার মস্তকে বেত্র মারিল, ও তাঁহার গাত্রে থুথু দিল, ও হাঁটু পাড়িয়া তাঁহাকে ভজনা করিতে লাগিল। এবং তাঁহাকে পরিহাস করিলে পর তাহারা তাঁহাহইতে সেই বাগুনি বর্ণের বস্ত্র উঠাইয়া লইয়া তাঁহাকে আপন বস্ত্র পরিধান করাইয়া ক্রুশ দিতে লইয়া গেল। তাহাতে আলিক্সান্দর ও রুফের পিতা শীমোন নামে এক কুরেনীয় মনুষ্য, যে গ্রামহইতে আসিতেছিল। তাহারা তাহাকে তাঁহার ক্রুশ বহাইতে বেগার ধরিল। এবং তাহারা গল্গথায় অর্থাৎ মাথাখুলি স্থানে তাঁহাকে আনিল। পরে তাঁহারা তাঁহাকে পান করাইতে মুরামিশ্রিত দ্রাক্ষারস দিল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। এবং তাঁহাকে ক্রুশের উপর টাঙ্গাইলে পরে তাহারা

তাঁহার বস্ত্র ভাগ২ করিয়া, কে কোন্ ভাগ পাইবে, তাহা স্থির করিতে গুলিবাঁট করিতে লাগিল। এক প্রহর বেলায় তাহারা তাঁহাকে ক্রূশ দিল। এবং তাঁহার উপরে দোষ পত্রে, এই য়িহুদীদের রাজা ইহা লেখা ছিল। এবং তাহারা এক জনকে তাঁহার দক্ষিণ দিকে ও অন্য জনকে তাঁহার বাম দিকে দুই চোরকে তাঁহার সঙ্গে ক্রূশ দিল। তখন সেই গ্রন্থ পূর্ণ হইল যাহাতে উক্ত আছে যে তিনি অপরাধিদের সঙ্গে গণিত ছিলেন। এবং যাহারা সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল, তাহারা আপনাদের মাথা লাড়িয়া তাঁহার নিন্দা করিয়া বলিল, যে ওরে মন্দিরের নাশক, ও তিন দিবসে তাহার নির্ম্মাণকারক, তুই আপনার রক্ষা করিয়া ক্রূশহইতে নাম্। সেই মত প্রধান যাজকেরাও পরিহাস করিয়া অধ্যাপকগণের সঙ্গে পরস্পর বলিল, সে অন্যদের রক্ষা করিল, আপনার রক্ষাতো করিতে পারিল না, এখনতো খ্রীষ্ট য়িশরাএলের রাজা ক্রূশহইতে নামুন্, আমরা তাহা দেখিয়া যেন বিশ্বাস করি। এবং তাঁহার সঙ্গে যাহারা ক্রূশে টাঙ্গান গিয়াছিল, তাহারাও তাঁহাকে তিরস্কার করিল।

প্রশ্ন। পীলাত ক্রূশ দিবার জন্যে খ্রীষ্টকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলে পর তাঁহার প্রতি উহারা কি করিল?

উত্তর। তাঁহাকে দরদালানে লইয়া গিয়া পরিহাস ভাবে বাগুনী বর্ণের বস্ত্র পরাইল, ও কাঁটার মুকুট বানাইয়া তাঁহার মস্তকে দিল, এবং হে য়িহুদীদের রাজন্ নমস্কার২ বলিয়া হাঁটু পাড়িয়া তাঁহাকে ভজনা করিতে লাগিল। পরে তাহারা তাঁহার মস্তকে বেত মারিল, ও তাঁহার গাত্রেতে থুথু দিল, শেষে তাঁহার নিজ বস্ত্র তাঁহাকে পরাইয়া ক্রূশ দিতে লইয়া গেল।

প্রং। ইহাতে কি বোধ হয়?

উং। এই বোধ হয়, যে কেবল আমাদের হিতার্থে তিনি এই সকল দুঃখভোগ করিলেন; অতএব উহারা যেমন তাঁহাকে পরিহাস রূপে রাজা বলিয়া নমস্কার করিল, তদ্ভাবে না করিয়া বরং সত্য জ্ঞানে ও প্রকৃত রূপে আমাদের সেই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, কি না তিনিই আমাদের রাজা ইহা নিশ্চয় জানিয়া তৎ পদস্থানুসারে তাঁহাকে প্রেম করত মর্য্যাদা পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করা আমাদের উচিত।

প্রং। ক্রূশের আকার কেমন, ও তাহাতে চড়াইয়া কি প্রকারেই বা মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট করে।

উং। যাহার ঊর্দ্ধভাগের কিছু নামতে মানুষের হাতের মত দুইটা হাতা আছে, এমন যে কাষ্ঠের একটা যন্ত্র বিশেষ তাহার নাম ক্রূশ, তাহাতে মানুষকে লট্কাইয়া দিয়া তাহার দুই হাতের কব্জা ঐ দুই হাতার টেরেতে প্রেকদ্বারা বিদ্ধ করে, এবং ঐ মানুষের দুই পা একত্র করিয়া ঐ যন্ত্রের নীচেতে লৌহ শলাকা-

দ্বারা বিন্ধিয়া মাটীতে গর্ত্ত করত সেই মানুষের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঐ ক্রূশ খাড়া করিয়া রাখে। ফল, সেটা অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ পূর্ব্বক মৃত্যু, এ প্রযুক্ত রুমী লোকদের মধ্যে যাহার এমত মৃত্যু হইত তাহার অতিশয় লজ্জার ও দুর্যশের বিষয় ছিল; এই হেতুক উহারা কেবল দাস ও নীচ লোকদিগকে এই রূপে সংহার করিত, তথাপি খ্রীষ্ট আমাদের হিতার্থে এই সকল দুঃখ ও লজ্জা স্বেচ্ছায় স্বীকার করিলেন; অতএব ইহাতে নিশ্চয় জানা যায়, যে আমাদের প্রতি যে তাঁহার কত প্রেম, তাহা বলা যায় না।

প্রং। উহারা খ্রীষ্টকে ক্রূশ দিতে নিয়া যাওন কালীন পথের মধ্যে কি ঘটিল?

উং। গ্রামহইতে আসিতেছিল যে শীমোন নামে এক জন কুরেন দেশীয় মনুষ্য, পথে পাইয়া তাহাকে উহারা খ্রীষ্টের ক্রূশ বহাইতে বেগার ধরিল।

প্রং। খ্রীষ্টকে ক্রূশের উপর বদ্ধ করিলে উহারা কি করিল?

উং। তাঁহার বস্ত্র ভাগ২ করিয়া কে কোন ভাগ পাইবে তাহা স্থির করিতে গুলিবাঁট করিতে লাগিল। ইহাতে খ্রীষ্টাবতারের এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে দাউদ নামে এক ভবিষ্যদ্বক্তা তাহাদের সেই কর্ম্মের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাও পূর্ণ হইল। যথা "উহারা আমার বস্ত্র আপনাদের মধ্যে পরিবণ্টন করিল, ও আমার জামার অংশ পাইবার জন্যে উহারা গুলিবাঁট করিল।"

প্রং। তাঁহাকে ক্রূশ দেওন সময়ে তাহাদের আচরণবিষয়ে কি না সেই সময়ে উহারা কি২ করিবে সেই বিষয়ে

এতদ্ভিন্ন আর কোন ভবিষ্যৎ কথা লেখা ছিল কি না ?

উং। হাঁ, যিশাঈহা ভবিদ্বক্তা এই লিখিয়াছিলেন, যে তিনি অপরাধি লোকদের সহিত গণিত ছিলেন, সে কথা ও পূর্ণ হইল, যে হেতুক তাহারা তাঁহার দক্ষিণে এক জন ও বামে এক জন দুই জন চোর তাঁহার সহিত ক্রূশে দিল।

প্রং। ভাল, তৎকালে ঐ স্থান দিয়া গমন বিশিষ্ট পথিকেরা ইহা দেখিয়া কি বলিল ?

উং। তাহারা আপনদের মাতা লাড়িয়া তাঁহার নিন্দা করিয়া বলিল, যে ওরে মন্দিরের নাশক, ও তিন দিবসে তাহার নির্ম্মাণকারক, তুই আপনার রক্ষা করিয়া ক্রূশহইতে নাম।

প্রং। তাহাদের সেই কর্ম্ম করণবিষয়ে কি কোন ভবিষ্যদ্বাণী লেখা ছিল ?

উং। হাঁ, দাউদ নামে ভবিষ্যদ্বক্তা এতদ্বিষয়েও লিখিয়াছিলেন; যথা “ যত লোক আমাকে দেখে, আমি যাবৎ পর্য্যন্ত তুচ্ছাস্পদ হই তাবৎ পর্য্যন্ত তাহারা আমার প্রতি হাসে। তাহারা ওষ্ঠ বাহির করত মাতা লাড়িয়া বলে যে ঈশ্বর ইহাকে রক্ষা করিবেন, ইনি এমন ভরসা করিলেন; অতএব ঈশ্বর যদি ইহাকে তুষ্ট থাকেন তবে রক্ষা করুন।” এবং তিনি স্থানান্তরে এতদ্বিষয়ে আরও লিখিলেন, যে আমি তাহাদের নিন্দাতে পড়িয়াছি, উহারা আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া মাতা লাড়িল।

প্রং। ভাল, তবে কি তাহারা এই সকল ভবিষ্যদ্বাক্য পূর্ণ করিবার মানসে তত্তৎ কর্ম্ম করিয়াছিল ?

উ°। না, তাহারা যখন সেই ২ কর্ম্ম করিয়াছিল তখন ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী এক বার তাহাদের মনেও ছিল না; অতএব তাঁহার প্রতি লিখিত যে সেই২ ভবিষ্যদ্বাণী তাহারা ঠিক তদনুসারে কর্ম্ম করাতে বুঝা যায়, যে খ্রীষ্ট নিতান্তই ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিযোজিত সত্য ত্রাণকর্ত্তা; যে হেতুক ত্রাণকর্ত্তার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্যে যাহা২ লিখিত ছিল, খ্রীষ্টের প্রতি সে সকলি তদনুরূপ ঘটিয়া পূর্ণ হইল; অতএব তাঁহার পুনরুত্থানের পর তাঁহার শিষ্য যে পিতর তিনি লোকদের নিকট ঘোষণা দিয়া কহিলেন, যে “ তিনি কি না খ্রীষ্ট ঈশ্বরের স্থির পরামর্শ এবং ভবিষ্যদ্‌জ্ঞানে সমর্পিত হইলে তোমরা তাকে ধরিয়া পাপিদের হস্তে ক্রুশে টাঙ্গাইয়া বধ করিয়াছ।”

প্র°। মহা অপরাধি লোক হইলেও মৃত্যুকালে তাহার প্রতি দয়া করা কর্ত্তব্য, তবে পথিকেরা তাঁহার প্রতি এমন করিলে অধ্যাপকেরা কি তাহাদিগকে ধমকাইল না?

উ°। না, তাহা না করিয়া বরং প্রধান যাজকদের সঙ্গে তাঁহাকে পরিহাস করিয়া বলিল, যে সে অন্যের রক্ষা করিল, আপনার রক্ষাতো করিতে পারিল না। ফলতঃ, এতদ্বিষয়ে তাহাদের বড়ই ভ্রান্তি ছিল, যে হেতুক তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনি আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতেন, তবে যে তাঁহার ঐ প্রকার মৃত্যু স্বীকার করা সেটা কেবল পরের রক্ষার নিমিত্তে, কি না মনুষ্যদের নরকহইতে রক্ষা হওনের মূল হইয়াছে যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত, তিনি আপনার সেইমৃত্যুদ্বারা তাহা করিয়া মনুষ্যদের পরিত্রাণের পথ খোলাসা করি-

লেন, এই হেতুক যে জন তাঁহার উপরে বিশ্বাস করে, সে নষ্ট না হইয়া অনন্ত জীবন পায়।

প্রু°। ইহাতে কি কোন শিক্ষা পাই?

উ°। হাঁ, এই শিক্ষা পাই, যে দুষ্ট লোকেরা অযথার্থ রূপে যদ্বিষয়ে পরকে নিন্দা করে, তাহারা ঈশ্বরের ন্যায় বিচারানুসারে তদ্বিষয়ে প্রকৃত রূপে নিন্দাস্পদ হইবে। দেখ দেখি, খ্রীষ্টের ইচ্ছা যদি হইত তবে তিনি আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতেন, য়িহুদী লোকেরা ইহা না জানিয়া তাঁহার নিন্দা করিয়া কহিল, যে তিনি আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন না, কিন্তু সেই নিন্দার বিষয় তাঁহাতে কিছুই না থাকাতে বরং তাহাদের প্রতি প্রকৃত রূপে ঘটিল, যে হেতুক রুমী লোকদের দ্বারা তিনি যখন তাহাদিগকে সেই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দিতে লাগিলেন, তখনতো উহারা আপনাদিগকে রক্ষা করিতে না পারিয়া সর্ব্বনাশে পড়িল; অতএব যে কোন সময়ে, বিশেষতঃ দুঃখ সময়ে পরকে নিন্দা করা অতি অকর্ত্তব্য, কেননা ঈশ্বর সেই নিন্দিত ব্যক্তির পক্ষ হইয়া যে নিন্দা করে তাহার সমুচিত প্রতিফল অবশ্য দিবেন।

প্রু°। অধ্যাপকেরা তাঁহাকে পরিহাস করিয়া আর কোন কথা কহিল কি না?

উ°। হাঁ কহিল, সে যদি খ্রীষ্ট য়িশরাএলের রাজা হয়, তবে তো ক্রূশহইতে নামুক, এবং আমরা তাহা দেখিয়া তাহার উপরে বিশ্বাস করিব।

প্রু°। ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। দুষ্ট লোকেরা বলিয়া থাকে, যে এমন হইলে অমন হইলে তেমন হইলে তবে আমরা বিশ্বাস করিতে

পারিতাম; কিন্তু ইহাতে এই বোধ হয়, যে উহারা যেমন বলে তেমন যদি হইত, তথাচ উহারা কদাচ বিশ্বাস করিত না। যে হেতুক মনুষ্য স্বভাবতই কুমতির বশীভূত থাকে, এ প্রযুক্ত, বিশ্বাস টা তাহাদের স্বাধীন নয়; অতএব ঈশ্বর মনুষ্যদের স্বাভাবিক কুমতি নষ্ট করিয়া সু মতি জন্মাইয়া না দিলে আর কদাচ উহারা বিশ্বাস করিতে পারিবে না। ফল, ঐ অধ্যাপকদের কথানুসারে খ্রীষ্ট যদি ক্রুশহইতে নামিতেন তথাপি উহারা তাঁহাকে বিশ্বাস করিত না; যে হেতুক তাহাহইতেও অধিক বিশ্বাসজনক চিহ্ন হইয়াছে যে মৃত্যুহইতে তাঁহার পুনরুত্থান, তদ্দ্বারাও তাহাদের বিশ্বাস জন্মিল না।

প্রং। যে চোরদিগকে তাঁহার সঙ্গে ক্রূশ দেওয়া গিয়াছিল তাহারা কি করিল?

উং। আর২ লোকদের মত তাহারা তাঁহাকে তিরস্কার করিল। দেখ দেখি, তাহারা আসন্ন মৃত্যু হইয়া তাঁহার মত দুঃখ পাইলেও যে তাঁহার প্রতি এমত করিল সেটা কি আশ্চর্য্য বিষয়! এতএব ইহাদ্বারা আমরা এই প্রমাণ পাই, যে মৃত্যু কি দুঃখদ্বারা মনুষ্যের মনের কাঠিনতা কখন যায় না। ফল, ধর্ম্মাত্মা কর্ত্তৃক দত্ত গুণ প্রাপ্ত না হইলে যে কোন প্রকারে হউক না কেন মানুষদের মন কোন সদ্গুণযুক্ত হইতে পারে না।

প্রং। এই সকল কথাতে কি শিক্ষা পাই?

উং। দুইটা শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে সকল কর্ম্ম অবশ্য ঘটিবে, দুষ্ট লোকেরা তদিচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ত

চলিলেও কদাচ অন্য মত হইতে পারিবে না। দেখ দেখি, খ্রীষ্ট যে আপনাকে রাজা বলিয়াছিলেন, এবং মন্দির নষ্ট করিবার যে কথা কহিয়াছিলেন, সেই কথার বিপরীতার্থ বুঝিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে ক্রূশে দিল; কিন্তু ঈশ্বর স্থির করিয়াছিলেন, যে খ্রীষ্ট রাজা হইবেন, ও য়িহুদী লোকদের মন্দিরের নাশ হইবে, এই হেতুক তাঁহাকে ক্রূশ দেওনদ্বারা সে দুইতো তাহারা উল্টা-ইতে পারিল না। ফল, খ্রীষ্ট পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, এবং তৎপ্রযুক্ত পারমার্থিক বিষয়ে তিনি রাজা হইবেন, ঈশ্বর যে ইহা স্থির করিয়াছিলেন, তাহাদের তাঁহাকে সেই ক্রূশ দেওন ঐ স্থিরতার নিবারক না হইয়া বরং তৎ পূরকের একটা প্রধান কারণ হইল; যে হেতুক খ্রীষ্ট যখন ক্রূশের উপরে মরিলেন, তখন তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, এবং সেই প্রায়শ্চিত্ত তৎ কর্ত্তৃক স্থাপিত রাজ্যের মূল কারণ হইল। আর যে মন্দিরের নাশ বিষয়ে তাহারা ভীত ছিল, তৎপাপের জন্যে সেই মন্দির ও তাহাদের নগর শুদ্ধা ঈশ্বর বিনষ্ট করিলেন।

দ্বিতীয়, খ্রীষ্ট যে সকল তিরস্কার ও লজ্জাদি ও দুঃখভোগ সহিলেন, তাহাদ্বারা আমরা কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারি, যে পাপি লোকেরা নরকে গেলে তাহাদের কত বড় জ্বালা হইবে; যে হেতুক সে সকল হইয়াছে তাহাদের নরক যন্ত্রণার এক প্রকার নমুনা স্বরূপ। ফল, তাহাদের যন্ত্রণার সহিত এই বিশেষ আছে, যে খ্রীষ্টের যন্ত্রণা অল্প কাল স্থায়িনী মাত্র, কিন্তু যাহারা নরকে যায়, তাহারা সে স্থানে গিয়া

অনন্ত কাল পর্য্যন্ত দুঃখভোগ করিবে; অতএব যাহারা সেই নরকহইতে রক্ষা পাইবার জন্যে ঈশ্বরদত্ত অদ্বিতীয় উপায় যে য়িশু খ্রীষ্ট, তাঁহার আশ্রয় না লয়, তাহাদের মূর্খতার সীমা পরিসীমা নাই।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের ৩৩ পদ অবধি ৪৭ পদ পর্য্যন্ত।

পরে দুই প্রহর বেলাবধি তিন প্রহর পর্য্যন্ত দেশ সমুদায় অন্ধকারাবৃত হইয়া থাকিল। এবং তিন প্রহর বেলায় য়িশু উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া কহিলেন, ইলোই, ইলোই, লামা শবখ্থানী, অর্থাৎ হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, তুমি কেন আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছ? তখন তাঁহার নিকটবর্ত্তি লোকদের মধ্যে কেহ ২ তাহা শুনিয়া বলিল, যে দেখ, সে এলিয়াকে ডাকিতেছে। পরে এক জন দৌড়িয়া আসিয়া এক টুকী স্পাঞ্জ সির্কাতে ভরিয়া তাহা বেত্রে লাগাইয়া তাঁহাকে পান করিতে দিয়া বলিল, থাক, এলীয়া উহাকে নামাইয়া লইতে আসিবেন কি না, তাহা আমরা দেখি। পরে য়িশু উচ্চৈঃশব্দে চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন মন্দিরের পরদা উপরহইতে নাম পর্য্যন্ত ফাটিয়া দুইখান হইল। এবং শত সেনার পতি তাঁ-

হার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিল, সে তাঁহার এমন চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করা দেখিয়া কহিল, যে সত্যই বটে, এই মনুষ্য ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। এবং স্ত্রীলোকেরাও দূরে থাকিয়া দেখিতেছিল; তাহাদের মধ্যে মারিয়া মগদলেন ও মারিয়া ছোট য়াকোবের ও য়োসের মাতা ও শলমী ছিল। ইহারা যখন তিনি গালীলেতে ছিলেন, তখন তাঁহার পশ্চাদ্গামিনী হইয়া তাঁহার সেবাও করিয়াছিল; এবং অন্য২ অনেক স্ত্রীগণ ছিল, যাহারা তাঁহার সঙ্গে য়িরূশালেমে আসিয়াছিল। অনন্তর আয়োজন সময় অর্থাৎ বিশ্রাম বারের পূর্ব্ব দিবস হওয়াতে, সায়ংকালে আরিমাথিয়ার যুশফ এক জন পূজনীয় সভাসদ মন্ত্রী, যে ঈশ্বরের রাজ্যের অপেক্ষায় থাকিতেছিল, সে পীলাতের নিকটে সুসাহসে গিয়া য়িশুর দেহ চাহিল। কিন্তু তিনি যে মরিয়াছেন, ইহা পীলাত অসম্ভব বুঝিল, এবং শত সেনার পতিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যে তিনি কি অনেক ক্ষণ মরিয়াছেন? এবং শত সেনাপতির স্থানে অবগত হইয়া সে যুশফকে দেহ দিল। তখন সে মিহী কাপড় ক্রয় করিয়া তাঁহাকে নামা-

ইয়া সেই কাপড়ে জড়াইয়া পাষাণে খোদিত এক কবরে শোয়াইয়া কবরের দ্বারে এক প্রস্তর গড়াইয়া রাখিল। এবং তিনি কোন স্থানে রাখা যান, ইহা দেখিতে মারিয়া মগদলেন ও য়োসের মাতা মারিয়া থাকিল।

প্রশ্ন। খ্রীষ্টের আসন্ন কালে দুই প্রহর বেলা অবধি তিন প্রহর পর্য্যন্ত কি ঘটিল?

উত্তর। দেশ সমুদয় অন্ধকারাবৃত হইয়া থাকিল।

প্র°। ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। এই বোধ হয়, যে খ্রীষ্ট উপদেশ দেওন কালীন যে আপনাকে জগতের দীপক করিয়া বলিলেন, সে কথা সত্যই বটে, যে হেতুক তাঁহার মৃত্যুসময়ে দেশ সমুদায় অন্ধকারাবৃত হইয়াছিল। ফল, সেই অন্ধকার ছিল একটা দৃষ্টান্ত বিশেষ, কি না খ্রীষ্ট হইয়াছেন পারমার্থিক বিষয়ে সূর্য্য স্বরূপ; তিনি যদি অবতীর্ণ না হইতেন, তবে তাঁহার মৃত্যুসময়ে দেশ সমুদয় যেমন অন্ধকারাবৃত ছিল, তেমনি জগৎস্থ তাবৎ লোকেরা পারমার্থিক বিষয়ে অন্ধকারাবৃত থাকিত।

প্র°। সেই সময়ে যে অন্ধকার উপস্থিত হইল, সেটা কি কোন ভবিষ্যদ্ঘটনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এমত বোধ হয়?

উ°। হাঁ, তাহার পর অত্যল্প কালের মধ্যে য়িহুদী লোকদের যে অন্ধতা ঘটিল, তাহার সূচক হইয়াছে সেই অন্ধকার, যে হেতুক তাহারা তৎকালাবধি পারমার্থিক বিষয়ে মহান্ধকারে পড়িয়া অদ্য পর্য্যন্ত সেই মতে

আছে। ফল, যে সকল লোক খ্রীষ্টের অনাশ্রিত তাহারাও পারমার্থিক বিষয়ে ঠিক তদনুরূপ অবস্থায় আছে, কি না নানা ভুল ভ্রান্তি স্বরূপ অন্ধকারে পড়িয়া আছে। আর মহা খেদের বিষয় এই, যে এতাদৃশ দুঃখগ্রস্ত হইয়াও অথচ তাহাহইতে মোচন পাইবার ইচ্ছাও কাহার নাই; এই হেতুক খ্রীষ্ট আপনিই বলিয়াছেন, দোষের নিশ্চয় এই, যে জগতের মধ্যে দীপ্তি আসিয়াছে, কিন্তু মনুষ্যদের ক্রিয়া মন্দ এই কারণ তাহারা দীপ্তিহইতে অন্ধকারকে ভাল বাসে।

প্র°। ভাল, তিন প্রহর বেলার সময়ে খ্রীষ্ট কি করিলেন?

উ°। উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া কহিলেন, ইলোই, ইলোই, লামা শবক্থানী, অর্থাৎ হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, তুমি কেন আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছ।

প্র°। ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। দুইটী বোধ হয়।

প্রথম এই, যে তিনি নানা প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু ঈশ্বর যে তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, ইহা তিনি সকলহইতে অধিক দুঃখ জ্ঞান করিলেন, যে হেতুক আমার শিষ্যেরা কেন আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে? তাহাদের মধ্যে এক জন কেন আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকী হইয়াছে? আর এক জন কেন আমাকে অস্বীকার করিয়াছে? দুষ্ট লোকেরা কেন আমাকে ক্রুশ দিয়াছে? ইত্যাদি কোন কথা কহিলেন না; কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণে যখন ঈশ্বরীয় অনুভব আর না হইল, তখন সেটাকে প্রধান দুঃখ জ্ঞান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, যে

হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, তুমি কেন আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছ?

দ্বিতীয়, ঈশ্বর তাঁহাকে ছাড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে এই বোধ পাই, যে আমাদের বিশেষ দুঃখ উপস্থিত হইলে তদ্দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করা আমাদের কর্ত্তব্য, যে হেতুক তাহার মূল কোন বিশেষ পাপ হইতে পারে; অতএব আমরা যদি সেই দুঃখহইতে উদ্ধার পাইতে ইচ্ছা করি, তবে তদ্ঘটনের কারণ যে পাপ, তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে; কেননা সেই পাপ যত দিন থাকে, তজ্জন্যে যে দুঃখ সেও তত দিন থাকিবে।

প্রঃ। নিকটবর্ত্তি লোকেরা তাঁহার সে কথা শুনিয়া কি কহিল?

উঃ। ইনি এলিয়াকে ডাকিতেছেন, এ কথা কহিয়া দৌড়িয়া গিয়া একটুকী স্পঞ্জ সির্কাতে ভরিয়া তাহা বেত্রে লাগাইয়া তাঁহাকে পান করিতে দিয়া বলিল, থাক, এলিয়া উহাকে নামাইয়া লইতে আসিবেন কি না, তাহা আমরা দেখি।

প্রঃ। এই কথার ভাব কি?

উঃ। ভাব এই, যে এলিয়া নামে যে এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন, খ্রীষ্ট তাহাকে না ডাকিয়া ঈশ্বরকে ডাকিলেন; কিন্তু সেই কথার উচ্চারণের কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য থাকাতে বোধ হয়, যে উহারা তাহার অর্থ না বুঝিয়া কিম্বা তামসিক ভাবে এই কথা কহিল, যে হেতুক দুষ্ট লোকেরা আপন ২ অন্তঃকরণের ক্রূরতা ও কঠিনতা প্রযুক্ত পরের দুঃখেতে দুঃখিত না হইয়া বরং তদ্দুঃখকে কেবল তামাসার বিষয় জ্ঞান করে।

প্রঃ। ভাল, তাহার পর কি হইল?
উঃ। খ্রীষ্ট উচ্চৈঃশব্দে চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।
প্রঃ। তিনি যে আসন্ন কালে এমত উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইলেন, ইহাতে কি কোন বিশেষ ভাব আছে?
উঃ। হাঁ, দুইটা বিশেষ ভাব আছে।

প্রথম এই, যে তিনি মৃত্যুঞ্জয়, কি না মৃত্যুকর্ত্তৃক পরাজিত না হইয়া বরং স্বেচ্ছানুসারে আপন প্রাণ অর্পণ করিলেন, ইহা প্রামাণ্য করিবার জন্যে এমত উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইলেন। ফল, তিনি জীবদ্দশাতে আপনি কহিয়াছিলেন যে কোন জন আমার প্রাণ আমাহইতে লইতে পারে না, কিন্তু আপন ইচ্ছায় তাহা সমর্পণ করিতেছি; তাহাকে সমর্পণ করিতে আমার শক্তি আছে, এবং তাহাকে পুনর্গ্রহণ করিতেও আমার শক্তি আছে। এবং মৃত্যুকালে তাঁহার ঐ উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করণদ্বারা জানা যায়, যে এ কথা সত্য বটে, যে হেতুক সেটা মৃত্যুর প্রতি জয়ধ্বনি স্বরূপ হইল। দেখ, মৃত্যু সময়ে মনুষ্যের উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিবার শক্তি না থাকিয়া বরং স্পষ্ট কথা কহিবার শক্তি যদি থাকে, তবে সেটা আশ্চর্য্য বোধের বিষয় হয়।

দ্বিতীয়, তাঁহার মৃত্যু সময়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকাতে এই বোধ হয়, যে তাঁহার এই ইচ্ছা ছিল, যে তন্মৃত্যুর কথা যেন তাবৎ মনুষ্যের নিকটে বাহুল্য রূপে প্রচার হয়। ফল, যাহারা তাঁহার ঐ মৃত্যুর গুণ অনুভূত হইয়াছে, তাহারা গুপ্ত না রাখিয়া বরং সকলের ত্রাণার্থে বাহুল্য রূপে ব্যক্ত করিবে।

প্র°। তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল যে সেনাপতি, সে ইহা দেখিয়া কি কহিল?

উ°। কহিল, যে সত্যই বটে, এই মনুষ্য ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।

প্র°। ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। ঐ ব্যক্তি রুমী লোকদের সেনাপতি ও দেবপূজক ছিল, এ প্রযুক্ত যদিও পূর্ব্বে সত্য কথার রোধ করিয়া খ্রীষ্টের শত্রুদের মন্দ কর্ম্মে সাহায্য করিয়াছিল, তথাচ খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন, শেষে সে ইহা স্বীকার করিল; অতএব ইহাদ্বারা এই বোধ হয়, যে যে সকল দেবপূজকেরা এইক্ষণে সেই ব্যক্তির মত সত্য কথার প্রতিকূলাচারী হইয়া খ্রীষ্টের শত্রু হইতেছে তাহারাও কালানুক্রমে তাহার মত খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া স্বীকার করিবে।

প্র°। ভাল, খ্রীষ্টের প্রাণ বিয়োগ সময়ে মন্দিরের কি২ হইল?

উ°। তাহার পরদা উপরহইতে নাম পর্য্যন্ত ফাটিয়া দুই খান হইল?

প্র°। এমত হইল কেন, ইহার ভিতরে কি কোন বিশেষ ভাব আছে?

উ°। হাঁ আছে, যে স্থানকে অতি পবিত্র রূপে মান্য করিয়া বিশেষ কর্ম্মের নিমিত্তে মহা যাজক মাত্র, বৎসরের মধ্যে কেবল একবার যাইতেন, ঐ পরদাতে আচ্ছাদিত এমত এক ঘর ঐ মন্দিরের মধ্যে ছিল। ফল, সে স্থান ছিল এক প্রকার স্বর্গের দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যে হেতুক তদ্বিষয়ে শাস্ত্রেতে এই মত লেখা গিয়াছে, যথা “ যাজকবর্গ ঈশ্বরের সেবা সাধিতে২

প্রথম তাম্বুতে নিত্য ২ যাইত। কিন্তু দ্বিতীয়ের মধ্যে কেবল মহা যাজক বৎসরে ২ এক বার যাইয়া আপনার ও লোক সকলের ভুল ভ্রান্তির অপরাধ নিমিত্তে রক্তের উৎসর্গ করিতেন, কিন্তু রক্ত ব্যতিরেকে তিনি যাইতেন না। কিন্তু খ্রীষ্ট বিনা হস্তে নির্ম্মিত, অর্থাৎ এই সৃষ্টির বহির্ভূত আর বড়তর ও সিদ্ধতর তাম্বুতে ভবিষ্যদ্ভদ্র বিষয়ের মহা যাজক হইয়া আমাদের কারণ অনন্ত মুক্তির প্রাপ্তি করিয়া ছাগের কিম্বা বাছুরের রক্ত না দিয়া আপনার রক্তের দ্বারা পুণ্য স্থানেতে একবারে প্রবেশ করিলেন।" অতএব এই কথাদ্বারা এমত বোধ হয়, যে খ্রীষ্টের মৃত্যুর সময়ে ঐ কুঠরীর আচ্ছাদক পরদা ফাটিয়া যাওয়ার ভাব এই, যে তাঁহার মৃত্যুদ্বারা মনুষ্যদের স্বর্গ পথের অবরোধ দূরীকৃত হইয়া এইক্ষণে সে পথ নিরাবরণ হইয়া আছে, এই জন্যে তৎ পূর্ব্ব শাস্ত্রীয় ধৃত বচনের লেখক যে পাওল নামে এক জন প্রেরিত, তিনি এফেসসীদিগকে এতদ্বিষয়ে আরো লিখিয়াছিলেন, যথা "তোমরা যে পূর্ব্বে দূরস্থিত ছিলা, এখন তোমরা খ্রীষ্টের রক্তদ্বারা সন্নিকট আনা গিয়াছ; কেননা তিনি আমাদের মিলনকারী হইয়া উভয়কে এক করিয়াছেন, এবং মধ্যস্থিত ভিন্ন কারণ প্রাচীরকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন।

প্র°। খ্রীষ্টের বন্ধু বান্ধবের মধ্যে কেহ কি তাঁহার মৃত্যু দেখিতে আইল না ?

উ°। হাঁ, যে সকল স্ত্রীলোক তাঁহার সঙ্গে য়িরোশলমে আসিয়াছিল, তাহারা দূরে থাকিয়া তাঁহার মৃত্যু দেখিল।

প্রঃ। ইহাতে কি বোধ হয়?

উঃ। তাহারা স্ত্রীলোক হইয়াও এমত সাহস প্রকাশ করাতে এই বোধ হয়, যে আপনাদের ভয় স্বভাব বিষয়ে তাঁহার শিষ্যদের লজ্জিত হওয়া উচিত। ফল, সেই স্ত্রীলোকদের খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি অবশ্যই ছিল, এবং তাহারা তদ্বিষয়ে আপনাদের সেই উত্তম ক্রিয়ানুসারে প্রতিফল পাইল, যে হেতুক খ্রীষ্ট পুনরুত্থানের পর আপন শিষ্যদের নিকটে প্রথমে আপনাকে প্রকাশ না করিয়া সেই স্ত্রীলোকদের প্রবোধের নিমিত্তে প্রথমতঃ তাহাদের কাছেই প্রকাশমান হইলেন, এবং অতি সম্ভ্রমের বিষয় হইয়াছে, যে শিষ্যদিগকে তাঁহার পুনরুত্থানের কথা জ্ঞাপন করা, তিনি তৎ কর্ম্ম করিতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া শিষ্যদের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন; অতএব সেই স্ত্রীলোকেরা খ্রীষ্টের প্রেরিতদের প্রতিও তদ্বিষয়ে প্রেরিতা স্বরূপ হইয়াছিল।

প্রঃ। ভাল, তাঁহার কবর দেওনের বিষয়ে কি কোন কথা লেখা গিয়াছে?

উঃ। হাঁ, লেখা আছে, যে তাঁহাকে কবর দেওনার্থে সায়ংকালে আরিমাথেয়া যূশফ নামে এক জন পূজনীয় সভাসদ মন্ত্রী যে ঈশ্বরের রাজ্যের অপেক্ষায় থাকিতেছিল, সে পীলাতের নিকটে সু সাহসে গিয়া তাঁহার দেহ চাহিল।

প্রঃ। ইহাতে কি বোধ হয়?

উঃ। এই বোধ হয়, যে যাহারা ঈশ্বরের রাজ্যের অপেক্ষা করে, কি না, তদ্রাজ্যের প্রজা হইতে চায়, তাহারা খ্রীষ্টকে তদ্রাজ্যে প্রবেশ ফটক স্বরূপ জানিয়া

তাহাদের যে তাঁহার প্রতি প্রেম ও বিশ্বাস আছে, তাহা অতি সাহস পূর্ব্বক সকলের সাক্ষাতে প্রকাশ করিবে।

প্রঃ। ভাল, পীলাত তাহার নিবেদন শুনিয়া কি করিল ?

উঃ। খ্রীষ্টের মরণ শুনিয়া অসম্ভব জ্ঞান করিল, এবং শতসেনার পতিকে ডাকিয়া তিনি যে অনেক ক্ষণ মরিয়াছিলেন, ইহা জিজ্ঞাসিলেন। শতসেনার পতিহইতে অবগত হইয়া সে যুশফকে দেহ দিল।

প্রঃ। ইহাতে কি বোধ হয় ?

উঃ। এই বোধ হয়, যে কেহ এমন বলিতে পারিবে না, যে খ্রীষ্ট জীবৎ থাকিতেই তাহারা তাঁহাকে ক্রূশহইতে নামাইয়া কবরে শয়ন করাইল; অতএব তাঁহার যে পুনরুত্থানের কথা সে মিথ্যা, যে হেতুক তিনি কেবল কিঞ্চিৎ কাল কবরের মধ্যে শয়ন করত বিশ্রাম করিয়া উঠিলেন। ফল, পীলাতের ঐ সকল বিবেচনাদ্বারা নিশ্চয় জানা যায়, যে তিনি মরিয়াছিলেন; অতএব ইহার পর কথিত তাঁহার পুনরুত্থানের যে কথা সেটা সত্য ও প্রকৃতার্থ জানিয়া সে কথা জগৎস্থ তাবৎ লোকের গ্রহণের যোগ্য, যে হেতুক তিনি যে ত্রাণকর্ত্তা আছেন, ইহাতে তাঁহার পুনরুত্থান হইয়াছে অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ।

প্রঃ। ঐ যুসফ তাঁহার মৃত দেহ পাইয়া তাহাতে কি ২ কর্ম্ম করিল ?

উঃ। মিহী কাপড় ক্রয় করিয়া তাহাকে নামাইয়া সেই কাপড়ে জড়াইয়া পাষাণে খোদিত এক কবরে শোয়াইয়া কবরের দ্বারে এক প্রস্তর গড়াইয়া রাখিল।

প্রঃ। ইহাতে কি বোধ হয় ?

উ°। দুইটী বোধ হয়।

প্রথম এই, যে খ্রীষ্টের প্রতি যাহাদের প্রেম আছে, সকল লোক তাহাদের বিরুদ্ধকারী হইলেও তাহারা সেই প্রেমের বিষয়ে লজ্জিত না হইয়া বরং লোক কর্ত্তৃক খ্রীষ্টের ধর্ম্মের প্রতিকূলাচরণ সময়ে, কিম্বা তদ্ধর্ম্ম প্রচারকদের দুঃখের সময়ে যে হউক, তাহাতে সাধ্য পর্য্যন্ত উপকার করিতে চেষ্টা করিবে।

দ্বিতীয়, ঈশ্বর কোন একটা কর্ম্ম করিতে মনস্থ করিলে তাঁহারতো তৎকর্ম্ম কারকের অভাব নাই; যদি এক জন না করে, তবে তিনি অনায়াসে আর এক জনকে উপস্থিত করিতে পারেন। দেখ দেখি, সর্ব্বদা খ্রীষ্টের নিকটে থাকিত যে শিষ্যেরা, তাঁহার কবর দেওয়া তাহাদেরই উচিত ছিল; কিন্তু ভীত হইয়া তাহারা যখন পলাইয়া গেল, তখন ঈশ্বর আর এক জনকে উপস্থিত করিয়া সেই সম্ভ্রমের কর্ম্ম তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

প্র°। এই সকল কথাতে কি শিক্ষা পাই?

উ°। দুইটী শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে মৃত্যুভয় দূরীকৃত করিবার জন্যে খ্রীষ্টের মরণবিষয়ে ধ্যান করা আমাদের কর্ত্তব্য। ফল, তদ্ভয় নাশ করিবার জন্যে খ্রীষ্ট মৃত্যুঞ্জয় হইলেন, অতএব তাঁহার প্রতি যাহাদের প্রকৃত বিশ্বাস আছে, তাহাদের মৃত্যুহইতে ভীত হইবার আবশ্যক নাই, যে হেতুক তাহারা তাঁহার জয়েতে জয়ী হইয়া স্বর্গীয় সুখ প্রাপ্ত হইয়া চিরকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে থাকিবে।

দ্বিতীয়, পাওল খ্রীষ্টের মৃত্যুবিষয়ে এই মত লিখিয়াছেন, যে তিনি আমাদিগকে সকল দুষ্কর্ম্মহইতে মুক্ত করিতে এবং আপনকার কারণ সু কর্ম্মেতে রত এক বৈশেষিক লোককে পরিষ্কৃত করিতে আপনাকে আমাদের কারণ প্রদান করিলেন। অর্থাৎ পাপদ্বারা জনিত যে নরক যন্ত্রণা, কেবল তাহাহইতে আমাদিগকে মুক্ত করিবার জন্যে তিনি মরিলেন তাহা নয়; ফল, আমরা যেন শুদ্ধমনা ও পবিত্রাচারী হই, এই কারণ তিনি মরিলেন; অতএব তাহার মৃত্যুর এই একটা বিশেষ কারণ জানিয়া আমরা যেন তদনুরূপ শুদ্ধমনা ও পবিত্রাচারী হই, এই আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ষোড়শ অধ্যায়ের ১ পদ অবধি ৮ পদ পর্য্যন্ত।

বিশ্রামবার গত হইলে মারিয়া মগ্দলেন ও য়াকোবের মাতা মারিয়া ও শলমী, তাঁহাকে মাখাইতে সুগন্ধ দ্রব্য কিনিয়া লইল, এবং সপ্তাহের প্রথম দিনে তাহারা অতি ভোরে আসিতে ২ সূর্য্যোদয় সময়ে কবরে পোঁছিল। এবং তাহারা পরস্পর বলিল, যে কে আমাদের কারণ কবরের মুখহইতে পাতর খান গড়াইয়া দিবে? কেননা তাহা অতি বৃহৎ ছিল। কিন্তু তাহারা অবোলোকন করিয়া দেখিল, যে পাতরটা গড়ান গিয়াছে। পরে তা-

য়া আছে, এবং তাহা দেখিয়া তাহারা আতঙ্কিতা হইল।

প্রং। সে যুবক বা কেটা?

উং। ইনি খ্রীষ্টের মৃত্যু বিষয়ে সাক্ষী হইবার জন্যে স্বর্গহইতে প্রেরিত এক জন দূত ছিলেন, এই হেতুক উহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্র ভীতা হইল।

প্রং। উহাদিগকে ভীতা দেখিয়া ঐ দূত কি কহিলেন?

উং। কহিলেন, যে ভীতা হইও না, তোমরা খ্রীষ্টের অন্বেষণ করিতেছ, তিনি উঠিয়াছেন, এখানে নাই; তোমরা চলিয়া গিয়া তাঁহার শিষ্যগণকে ও পিতরকে কহিয়া দেও, যে তিনি তোমাদের অগ্রে গালীলে যাইতেছেন, সেই স্থানে তোমরা তাঁহার দেখা পাইবা; যেমত তিনি তোমাদিগকে কহিয়াছিলেন।

প্র। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উং। তিনটা শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে মৃত্যুহইতে যে খ্রীষ্টের উত্থান, সেটা সত্য ও সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য বটে। ফল, সেটা যদি মিথ্যা হইত তবে ঈশ্বর ঐ মত স্থির করিতেন না, কি না তদ্বিষয়ে সাক্ষী দিবার জন্যে এক জন দূত স্বর্গহইতে পাঠাইয়া দিতেন না।

দ্বিতীয়, কেহ যদি কোন ঋণি লোকের জামিন হইয়া কয়েদ হয়, তবে সে যাবৎ পর্য্যন্ত সেই ঋণ পরিশোধ করিতে না পারে, তাবৎ পর্য্যন্ত খালাস হইতে পারিবে না; তেমনি খ্রীষ্ট লোকদের পাপরূপ ঋণের জামিন হইয়া তন্নিমিত্তে মৃত্যু স্বরূপ কারাগারে বদ্ধ হইলেন; অতএব তাঁহার তাহাহইতে মুক্ত হওয়াতে নিশ্চয় জানা যায়, যে পাপবিমোচনকারক

যে প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত, তাহা তিনি করিয়াছিলেন, নতুবা তিনি আর খালাস না পাইয়া তদ্বন্ধনেতেই বদ্ধ থাকিতেন। ফল, তৎ কর্ত্তৃক কৃত প্রায়শ্চিত্ত যে ঈশ্বর গ্রাহ্য করিয়াছেন, ইহাতে অকাট্য প্রমাণ হইয়াছে তাঁহার পুনরুত্থান, যে হেতুক ঈশ্বর যদি তাহা গ্রাহ্য না করিতেন তবে তাঁহার পুনরুত্থান কদাচ হইতে পারিত না।

তৃতীয়, খ্রীষ্টের উদ্দেশ করা সকল লোকের কর্ত্তব্য; যাহারা তাহা না করে ভয়ের প্রকৃত কারণ থাকাতে তাহাদের ভয় প্রাপণ উচিত, কিন্তু যাহারা ঐ স্ত্রী লোকদের মত তাঁহাকে উদ্দেশ করিতেছে, স্বর্গীয় দূত যেমন তাহাদিগকে কহিলেন, তেমনি সেই অন্বেষণ কারিদিগকেও কহা যাইতে পারে, যে তোমরা ভীত হইও না। ফল, অন্য লোক সকল ভীত হইলেও তাহাদের ভীত হইবার বিষয় নাই, যে হেতুক খ্রীষ্ট তাহাদের বন্ধু হওয়াতে উহারা সকল শত্রু ও মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া অবশ্যই স্বর্গীয় সুখপ্রাপ্ত হইবে, ইহাতে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখ। খ্রীষ্ট যখন শিষ্যদিগকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন, তখন তাহাদের ভয় ঘুচাইবার ও প্রবোধ জন্মাইবার জন্যে কহিলেন, “যে তোমাদের অন্তঃকরণ দুঃখিত না হউক, তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেছ, আমাতেও বিশ্বাস করহ; আমার পিতার পুরীতে অনেক আলয় আছে, তাহা না হইলে আমি কহিতাম, আমি স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। আর যদি আমি যাই, এবং তোমাদের কারণ স্থান প্রস্তুত করি, তবে আমি পুনরায় আসিয়া

তোমাদিগকে আপন স্থানে লইব, তাহাতে যেখানে আমি থাকি সেখানে তোমরাও থাকিবা।”

প্রং। সেই দূত যে ঐ স্ত্রী লোকদিগকে বিশেষতঃ পিতরকে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বিষয় সম্বাদ দিতে পাঠাইয়া দিল ইহাতে কি বোধ হয়?

উং। এই বোধ হয়, যে খ্রীষ্ট অতি ক্ষমাশীল, যে হেতুক দুঃখের সময়ে শিষ্যেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল, বিশেষতঃ পিতর তাঁহাকে অস্বীকার করিল; তথাপি সেই দুষ্কর্ম্মের নিমিত্তে তাহাদিগকে অনুযোগ না করিয়া পুনরুত্থানের পর তদ্বিষয় জানাইবার জন্যে তাহাদের কাছে লোক প্রেরণ করিলেন; ইহাতে নিশ্চয় এই জানা যায়, যে তিনি তাহাদের সে দোষ ক্ষমা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ফল, যে কোন লোক পাপ করিলে পর যদি তদ্বিষয়ে চেতনা পাইয়া খেদান্বিত হয়, তবে তিনি তাহাদের সেই পাপ ক্ষমা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন।

প্রং। তিনি তোমাদের অগ্রে গালিলে যাইতেছেন, সেখানে তোমরা তাঁহার দেখা পাইবা, ঐ দূত যে এ কথা কহিল ইহার ভাব কি?

উং। ভাব এই, যে খ্রীষ্ট মরিবার পূর্ব্বে তাঁহার শিষ্যদিগকে কহিয়াছিলেন, যে আমার পুনরুত্থানের পরে আমি তোমাদের অগ্রে গালিলেতে যাইয়া সেখানে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব, এই উক্তি তাহারা বিস্মৃত হইয়াছিল; অতএব তিনি তাহাদের মনে উপস্থিত করাইবার জন্যে সে কথা কহিলেন।

প্রং। ভাল, উহারা সেই কথা শুনিয়া কি করিল?

উ°। মথিউ নামে আর এক জন প্রেরিত এতদ্বিষয়ে এই লিখিয়াছেন, যে এই কথা শুনিবামাত্র উহারা খ্রীষ্টের নিরূপিত এক পর্ব্বতে গালিল দেশে চলিয়া গেল, এবং সেখানে তাঁহার দেখা পাইয়া তাহারা তাঁহার ভজনা করিল।

প্র°। এই কথাতে কি বোধ হয়?

উ°। দুইটা বোধ হয়।

প্রথম, খ্রীষ্টের শিষ্যেরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে তন্নিরূপিত স্থানে চলিয়া গেল, এই প্রযুক্ত তিনি স্ব প্রতিজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে সেই স্থানে দর্শন দিলেন; ইহাতে প্রথম এই বোধ হয়, যে তাঁহার শিষ্যেরা তদাজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিলে তিনি তাহাদের স্থানে স্বীকৃত যে সকল বিষয়, তাহা অবশ্য পূর্ণ করিবেন। ফল, এইক্ষণে ভজনালয় হইয়াছে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবার স্থান, যে হেতুক তিনি আপনি বলিয়াছেন, যেখানে দুই তিন জন আমার নামেতে একত্র হয় সে স্থানেই আমি তাহাদের মধ্য খানে আছি; অতএব সর্ব্ব সু ফলজনক যে তাঁহার সাক্ষাত ও আশীর্ব্বাদ, তাহা পাইবার নিমিত্তে তন্নিরূপিত ভজনালয়ে যাওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়, খ্রীষ্টের শিষ্যেরা কিঞ্চিৎ পাইবার প্রত্যাশায় তাঁহার নিকটে না গিয়া কেবল তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিল, যে হেতুক তাহারা তদ্দর্শনকে আপনাদের পরম মঙ্গলজনক জ্ঞান করিল; ফল, খ্রীষ্টের প্রকৃত বিশ্বাসক যাহারা তাহারা তদ্দর্শনকে পারলৌকিক স্বর্গীয় সুখের মূল জ্ঞান করে, এবং উহারা এইক্ষণে তাঁহাকে কেবল বিশ্বাস রূপ চক্ষুর্দ্বারা

দেখিতে পাইলেও অথচ পরলোকে চর্ম্ম চক্ষুর্দ্বারা তাহাকে দেখিয়া পরম সুখে সুখী হইবে।

প্রং। ঐ স্ত্রী লোকেরা দূতের কথা শুনিয়া কি করিল?

উং। উহারা বিস্মিতা ও কম্পমানা হইয়া অতি শীঘ্র কবর স্থানহইতে বাহিরাইয়া পলায়ন করিল, এবং ভয় প্রযুক্ত কাহাকেও কোন কথা কহিল না।

প্রং। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?

উং। দুই টী শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে প্রায় সকল ভয় পাওনের কারণ হইয়াছে মনুষ্যদের পাপজনিত স্বভাব, কি না আমরা পাপী ও তৎ প্রযুক্ত ঈশ্বর হইয়াছেন আমাদের শত্রু, এই অনুভব স্বভাবতঃ প্রায় সকলেই পায়; এই হেতুক ঈশ্বরীয় কোন অলৌকিক দর্শন পাইলেও তদ্দর্শনকে মঙ্গলের বিষয় জ্ঞান না করিয়া বরং ভয় করে। ফল, স্ব পাপের বিষয়ে মনুষ্যদের যে ঐ অনুভব, সেই হইয়াছে তাহাদের এতদ্রূপ ভয় পাওনের মূল কারণ; যে হেতুক মনুষ্য যদি পাপী না হইত তবে ঐ ঈশ্বরীয় অদ্ভুত দর্শনেতে ভীত না হইয়া পরম মঙ্গলজনক জ্ঞান করিত; অতএব পাপকে সর্ব্ব বিষয়ের ক্ষতিকারক জানিয়া তন্নাশার্থে চেষ্টা করা আমাদের উচিত।

দ্বিতীয়, সেই স্ত্রী লোকদের মঙ্গলার্থে প্রেরিত যে স্বর্গীয় দূত, তাঁহাকে দেখিয়া উহারা বৃথা ভীতা হইল। ফল, এইক্ষণেও তাহাদের মত অনেক লোক আছে, কি না ঈশ্বর মঙ্গলার্থে স্বদত্ত মঙ্গল সমাচার মনুষ্যদের নিকটে প্রেরণ করিতেছেন, কিন্তু কোন২ লোক মিথ্যা ভয়েতে ভীত হইয়া তৎ শাস্ত্রীয় কথা

গ্রহণ করে না; অতএব মিথ্যা ভয়বিষয়ে সাবধানে থাকিয়া ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য, যে তিনি যেন আমাদিগকে তদ্ভয়হইতে রক্ষা করিয়া সত্য কথা গ্রহণ করিতে সাহসিক করেন।

ষোড়শ অধ্যায়ের ৯ পদ অবধি ২০ পদ পর্য্যন্ত।

য়িশু সপ্তাহের প্রথম দিবসে অতি ভোরে উত্থান করিলে পর মারিয়া মগদলেনের স্থানে প্রথম দর্শন দিলেন, যাহাহইতে তিনি সাত ভূত ছাড়াইয়াছিলেন। এবং সে যাইয়া শোক বিলাপ ও ক্রন্দনকারি তাঁহার সঙ্গিদিগকে তাহা কহিয়া দিল। কিন্তু তাহারা তাঁহার জীবিত হওন, এবং ইহার স্থানে তাঁহার দর্শন দেওনের কথা শুনিয়া প্রত্যয় করিল না। তাহার পরে তাহাদের মধ্যকার দুই জনের গ্রামে যাওন কালে তিনি তাহাদের স্থানে অন্য বেশে দর্শন দিলেন। এবং তাহারা যাইয়া অন্যদিগকে তাহা কহিয়া দিল; তথাপি উহারা তাহাদের কথাতে প্রত্যয় করিল না। তদনন্তর একাদশ শিষ্যেরা ভোজনে বসিলে তিনি তাহাদের স্থানে দর্শন দিয়া তাহাদের অপ্রত্যয় ও মনের কঠিনতা প্রযুক্ত

তাহাদিগকে অনুযোগ করিলেন; কেননা যাহারা তাঁহার উত্থানের পরে তাঁহার দর্শন পাইয়াছিল, তাহাদের কথাতে উহারা প্রত্যয় করে নাই। পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, যে তোমরা সমুদায় জগতে যাইয়া প্রত্যেক জীবের স্থানে মঙ্গল সমাচার প্রচার করহ। যে জন প্রত্যয় করিয়া বাপ্‌টাইজিত হয় সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে জন প্রত্যয় না করে সে দণ্ডপাত্র হইবে। এবং যাহারা প্রত্যয় করিবে তাহাদের সঙ্গে এই চিহ্ন হইবে; আমার নামেতে তাহারা ভূত সকল ছাড়াইবে, তাহারা নূতন ভাষা বলিবে, তাহারা সর্পাদি ধরিয়া লইবে, এবং যদি তাহারা কোন জীবান্তক বস্তু পান করে, তথাচ তাহাদের কিছু ক্ষতি হইবে না; তাহারা ব্যাধিত লোকের উপরে হাত দিলে সে ব্যাধিতেরা সুস্থ হইবে। প্রভু তাহাদিগকে এই মত কহিলে পরে তিনি স্বর্গেতে নীত হইলেন, এবং ঈশ্বরের দক্ষিণ দিকে বসিলেন। পরে প্রভু তাহাদের সহকারী হইলে, এবং তদনুবর্ত্তি চিহ্নেতে বাণীকে প্রমাণ করিলে তাহারা প্রস্থান করিয়া সর্ব্বত্র কথা প্রচার করিল।

প্রশ্ন। সপ্তাহের প্রথম দিবসীয় প্রত্যূষে কি ঘটিল?
উত্তর। খ্রীষ্ট উত্থান করিলে পর পূর্ব্বে যাহাহইতে সাত ভূত ছাড়াইয়াছিলেন এমন যে মারিয়া মগদলেন, প্রথমে তাহাকে দর্শন দিলেন; এবং সে যাইয়া শোক ও বিলাপ ও ক্রন্দনকারী তাঁহার সঙ্গিদিগকে তাহা কহিয়া দিল, কিন্তু তাহারা তাঁহার জীবত হওন এবং ইহাকে তাঁহার দর্শন দেওনের কথা শুনিয়াও প্রত্যয় করিল না।

প্র°। ইহাতে কি শিক্ষা পাই?
উ°। তিনটা শিক্ষা পাই।

প্রথম এই, যে খ্রীষ্ট সেই স্ত্রীহইতে সাত ভূত ছাড়াইয়া তাহার মহদুপকার করিয়াছিলেন, ইহাতে বোধ হয় যে সে কৃতজ্ঞা হইয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রেম করত তাঁহার উদ্দেশেতেই তৎপরা হইয়া রহিল; এবং তাহার সেই চেষ্টায় থাকাতে এই সুফল ফলিল, যে খ্রীষ্ট প্রথমতই তাহাকে দর্শন দিলেন, যে হেতুক তিনি আপনিই বলিয়াছেন, যে যাহার স্থানেতে আছে তাহাকে দেওয়া যাইবে ও তাহার বাহুল্য হইবে; অতএব তিনি তাহার স্থানে প্রথমে আপনাকে প্রকাশমান করণেতে সেই কথা পূর্ণ হইল। ফল, খ্রীষ্টবিষয়ে যে নিতান্ত চেষ্টা, সে কদাচ বৃথা হইতে পারে না। ইহা জানিয়া তচ্চেষ্টায় থাকা আমাদের কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়, সেই স্ত্রী খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বিষয় অবগত হইবা মাত্র শোক বিলাপ ও ক্রন্দনকারি শিষ্যদের নিকটে সে কথা কহিতে গেল; ইহাতে এই শিক্ষা পাই, যে পরের দুঃখেতে দুঃখিত হওয়া আমাদের

উচিত, এবং তাহাদের সেই দুঃখ ঘুচাইবার নিমিত্তে আমরা যদি কোন উপায় করিতে পারি, তবে তাহাও করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

তৃতীয়, খ্রীষ্টের পুনরুত্থান হইয়াছে অতি প্রবোধজনক বিষয়, কিন্তু অবিশ্বাস প্রযুক্ত তাঁহার শিষ্যেরা তৎ প্রবোধ পাইল না; অতএব অবিশ্বাস হইয়াছে আমাদের নানা মঙ্গল প্রাপ্তির বাধক, ইহা স্থির জানিয়া ঈশ্বর যেন তাহা দূর করিয়া আমাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া দেন, এই প্রার্থনা করা আমাদের উচিত।

প্রং। শিষ্যেরা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের কথা সেই স্ত্রী লোকদের প্রমুখাৎ যাহা২ শুনিল, ইহা ছাড়া তদ্বিষয়ে আর কোন প্রকারে জানিতে পারিল কি না?

উং। হাঁ, তিনি তাহাদের মধ্যে দুই জনকে গ্রামে যাওন কালে পথের মধ্যে অন্য বেশে দেখা দিলেন, এবং তাহারা যাইয়া অন্য দিগকে সেই কথা কহিল, তথাপি উহারা তাহাদের কথাতে প্রত্যয় করিল না।

প্রং। ইহাতে কি বোধ হয়?

উং। খ্রীষ্টের শিষ্যেরা তাঁহার পুনরুত্থানের বিষয় পুনঃ২ না শুনিয়া বিশ্বাস করিল না; অতএব বোধ হয় যে তদ্বিষয়ে তাহাদের কোন ভ্রান্তি ছিল না, যে হেতক উহারা যাবৎ পর্য্যন্ত সে বিষয় স্থির জানিতে না পারিল তাবৎ পর্য্যন্ত প্রত্যয় করিল না। ফল, তদ্বিষয়ে যে তাহাদের অবিশ্বাসের বলবত্তা সেটা তাহাদের দোষের বিষয় হইলেও অথচ সেই আমাদের বিশ্বাসজনকের বিষয়, কি না উহারা সেই পুনরুত্থানের কথা শুনিবামাত্র যদি বিশ্বাস করিত, তবে

ভ্রান্ত কিম্বা প্রতারক ছিল, অবশ্য আমাদের এমত সন্দেহ থাকিতে পারিত; কিন্তু তাহারা যে সেই কথা-তে প্রত্যয় করিতে এত বিলম্ব করিল ইহাদ্বারা নিশ্চয় জানিতে পারি, যে উহারা ভ্রান্তও ছিল না, প্রতারকও ছিল না; অতএব ইহা জানিয়া তদ্বিষয় আর আমাদের অবিশ্বাসের স্থান কদাচ হয় না।

প্রঃ। ভাল, তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্তে খ্রীষ্ট কি করিলেন?

উঃ। যে সময়ে তাহারা সকলে একত্র ছিল, সেই সময়ে তাহাদিগকে দর্শন দিয়া তাহাদের মনের কঠিনতা ও অপ্রত্যয় প্রযুক্ত অনুযোগ করিতে লাগিলেন।

প্রঃ। ইহাতে কি বোধ হয়?

উঃ। এই বোধ হয়, যে খ্রীষ্ট বিষয়ক শাস্ত্রীয় কথা যে সত্য, ইহা নানা অকাট্য প্রমাণদ্বারা জানা যায়; অতএব লোকদের মন যদি অতিশয় কঠিন না হইত তবে তাহারা তাহাতে অবশ্য প্রত্যয় করিত, এবং এমত হইলেও যে তাহাতে তাহাদের অবিশ্বাস ও মনের কঠিনতা, তৎপ্রযুক্ত তাহারা অবশ্য খ্রীষ্টের অনুযোগপ্রাপ্ত হইবে। ফল, সেই অবিশ্বাসের ক্রমে২ হ্রাসতা না হইয়া যদি বলবত্তা হয়, তবে শেষে সেটা লোকদের সর্ব্বনাশের বিষয় হইবে, এই হেতুক তিনি যেন সকলের অন্তঃকরণে বিরাজমান হইয়া বিশ্বাস জন্মাইয়া দেন, এই প্রার্থনা সকলে করুক।

প্রঃ। খ্রীষ্ট শিষ্যদের নিকটে প্রকাশমান হইয়া তাহাদিগকে কি কোন আজ্ঞা দিলেন?

উং। হাঁ, তিনি তাহাদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, যে তোমরা সমুদয় জগতে যাইয়া প্রত্যেক জীবের স্থানে মঙ্গল সমাচার প্রচার কর; যে জন তাহাতে প্রত্যয় করিয়া বাপটাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে জন প্রত্যয় না করে সে দণ্ডপাত্র হইবে।

প্রং। ইহাতে কি বোধ হয়?

উং। দুইটী বোধ হয়।

প্রথম এই, যে খ্রীষ্ট যে ধর্ম্মস্থাপন করিয়াছেন, সে এক জাতীয় কিম্বা এক দেশীয় লোকদের নিমিত্তে নহে, বরঞ্চ জগৎস্থ তাবৎ লোকদের কারণ; এবং তাঁহার ইচ্ছা এই, যে প্রত্যেক জন সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পরিত্রাণ পায়।

দ্বিতীয়, খ্রীষ্ট যখন তাঁহার শিষ্যদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, তৎকালীন কোন দেশীয় লোক কর্ত্তৃক তাঁহার ধর্ম্ম গৃহীত ছিল না, এবং তাঁহার এই আজ্ঞানুসারে তাহারা যখন তদ্ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতে লাগিল তখন প্রায় পৃথিবীস্থ তাবল্লোক উহাদের বিপক্ষ হইয়া উঠিল, অথচ শেষে সেই ধর্ম্ম জয়ী হইলে সেই সকল বিপক্ষ লোকেরা পূর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ঐ ধর্ম্মকেই সত্য বোধে গ্রহণ করিল; অতএব সে যে ঈশ্বর সংস্থাপিত ধর্ম্ম তাহার অকাট্য প্রমাণ হইয়াছে উত্তরোত্তর তাহার জয়ী হওন, ফল, সেই ধর্ম্ম যে অবশ্য প্রত্যয়ার্হ ইহাতে অসংখ্যক প্রমাণ আছে; অতএব যাহারা পূর্ব্ব সংস্কারেতে বাধিত হইয়া প্রত্যয় না করে, তাহাদের সামান্য দণ্ড হইবে তাহা নয়, বরং ঘোরতর ও অবক্তব্য দণ্ড অবশ্য হইবে।

প্রু°। ভাল, খ্রীষ্ট শিষ্যদের নিকটে ঐ কথা ব্যতিরেক আর কোন কথা কহিলেন কি না ?

উ°। হাঁ, ইনি কহিলেন, যাহারা প্রত্যয় করিবে তাহারা আমার নামেতে ভূত ছাড়াইতে শক্তি পাইবে, ও নূতন ভাষা কহিবে, ও সর্পাদি ধরিয়া লইবে, এব° যদি কোন জীবান্তক বস্তু পান করে তথাচ তাহাদের কিছু ক্ষতি হইবে না ; তাহারা ব্যাধিত লোকদের উপর হাত দিলে সে ব্যাধিতেরা সুস্থ হইবে।

প্রু°। ভাল, প্রত্যয়কারি লোকেরা কি এই প্রকার অলৌকিক কর্ম্ম করিয়াছিল, যে হেতুক এই ক্ষণেতো খ্রীষ্টের শিষ্যদিগকে কোন অলৌকিক কর্ম্ম করিতে দেখি না ?

উ°। পূর্ব্বে যে উহারা এমত কর্ম্ম করিয়াছিল, সেটা সত্যই বটে, কিন্তু সেটা যে ধারাবাহিক চলিবে, এমত খ্রীষ্টের মনস্থ ছিল না, যে হেতুক চিরকাল এমত চলনের সর্ব্ব প্রকারে অনাবশ্যকতা। দেখ দেখি, একটী ক্ষুদ্র বালককে যখন চলিতে শিক্ষা করায় তখন লোক তাহার হাত ধরিয়া চলি২ পা ২ বলিয়া কোনক্রমে তাহাকে শিক্ষায় ; কিন্তু তাহার আপনা আপনি চলিবার শক্তি হইলে আর এমত কর্ম্মতো করে না, বর° আপনা আপনি চলিতে দেয় ; তেমনি ঐ সময়ে খ্রীষ্টের ধর্ম্ম ছিল ঐ ছোট বালকের স্বরূপ, এই হেতুক সে সময়ে তদ্ধর্ম্ম চালাইবার জন্যে ঐ সকল অলৌকিক কর্ম্মের আবশ্যকতা ছিল, কিন্তু অনেক লোক কর্তৃক গৃহীত হইলে, ও বহু প্রমাণদ্বারা তাহার সত্যতা স্থিরীকৃত হইলে, সে সকল কর্ম্মের আর আবশ্যকতা না থাকাতে লুপ্ত হইল। ফল,

কোন অলৌকিক কর্ম্ম যদি সর্ব্বদা চলিত হয়, তবে আর সে কর্ম্ম লোক অসম্ভব বোধ করে না। দেখ, এক শত বৎসর পর্য্যন্ত সূর্য্যোদয় না হইয়া যদি কেবল চন্দ্রই উদয় হইত, পরে হঠাৎ সূর্য্যোদয় হইলে লোক সকল বড় অলৌকিক বোধ করিত, কিন্তু প্রতিদিন সূর্য্যকে উদিত দেখাতে অসম্ভব জ্ঞান করে না; তেমনি অলৌকিক কর্ম্মদ্বারা যদি প্রতিদিন মৃত মনুষ্য সজীব হইত, ও অন্ধ খোঁড়া নুলা ও নানা রোগী সুস্থ হইত, তবে মনুষ্য সে সকলকে আর অলৌকিক বোধ না করিয়া সামান্য জ্ঞান করিত। অতএব অলৌকিক কর্ম্ম যদি চির কাল চলিত তবে তৎকর্ম্ম কিছুই ফলদায়ক হইত না; কিন্তু ঈশ্বর বিশেষ সময়েতে সেই সকল কর্ম্ম পরম উপকারক জানিয়া তৎকালীন আপন লোকদিগকে এমত কর্ম্ম করিতে শক্তি দিয়াছিলেন।

প্র°। ভাল, খ্রীষ্টের শিষ্যেরা তাঁহার আজ্ঞা শুনিয়া তদনুরূপ কর্ম্ম করিতে লাগিল কি না?

উ°। হাঁ, প্রভু তাহাদের সহকারী হওয়াতে তাহারা চিহ্নস্বরূপ তদনুরূপ কর্ম্মদ্বারা বাণী প্রমাণ করত প্রস্থান করিয়া সর্ব্বত্র কথার-প্রচার করিল।

প্র°। ইহাতে কি বোধ হয়?

উ°। এই বোধ হয়, যে ঈশ্বর যদি তাহাদের সহকারী না হইতেন, তবে তাহাদের কর্ম্ম ফলবৎ হইত না। ফল, তিনি আপনি ছিলেন নিশ্চয় তাহাদের সেই সকল কর্ম্ম সিদ্ধির মূলাধার; অতএব ইহাতেই জানা যায়, যে তাহাদের দ্বারা প্রকাশিত যে ধর্ম্ম সেটা নিতান্তই ঈশ্বর সংস্থাপিত ধর্ম্ম বটে, তাহা না হইলে

তিনি তৎ প্রকাশার্থে তাহাদের সহকারী হইয়া ফলবান্ করিতেন না।

প্রং। এই সকলের পরে খ্রীষ্ট কোথায় গিয়াছিলেন?

উং। তিনি স্বর্গেতে নীত হইয়া ঈশ্বরের দক্ষিণ দিকে বসিলেন।

প্রং। তাঁহার সে স্থানে স্থিতির বিষয়ে শাস্ত্রেতে কোন কথা লেখা আছে?

উং। হাঁ, লেখা আছে, যে স্বর্গেতে ও পৃথিবীতে সকল সাধ্য তাঁহাকে দেওয়া গিয়াছে, এই হেতুক তিনি জগতের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেখানে থাকিয়া তাহার পর আসিয়া জগৎস্থ তাবৎ লোকদের বিচার করিবেন; এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রেতে এই প্রকার লেখা আছে, যথা "যখন মনুষ্যপুত্র ধর্ম্মদূত সকল সঙ্গে করিয়া আপন প্রভাবে আসিবেন, তখন তিনি আপন তেজোময় সিংহাসনে বসিবেন। এবং তাঁহার সাক্ষাতে সমস্ত দেশস্থ একত্র করা যাইবে, ও তিনি তাহাদিগকে পৃথক্ ২ করিয়া রাখিবেন, যাদৃশ মেষপালক আপন মেষ সকল ছাগহইতে ভিন্ন ২ করে। এবং তিনি মেষ সকল আপন দক্ষিণ ভিতে থুইবেন, কিন্তু ছাগ সকল বাম ভিতে। তখন রাজা আপন দক্ষিণ দিক্স্থিত সকলের প্রতি কহিবেন, আইস, আমার পিতার অনুগ্রহপাত্রেরা, সে রাজ্যের ভোগ কর, যে তোমাদের কারণ জগতের পত্তনাবধি প্রস্তুত হইয়াছে। তখন যে সকল তাঁহার বাম দিকে থাকে তাহাদিগকে তিনি কহিবেন, হে শাঁপগ্রস্ত সকল, আমার নিকটহইতে সেই অনন্তানলে চলিয়া যাও, যে শয়তান ও তাহার দূত গণের কারণ প্রস্তুত আছে;

এবং ইহারা অনন্ত দণ্ডভোগে চলিয়া যাইবে, কিন্তু প্রাকৃতার্থিকেরা অনন্ত জীবনে।"

প্রং। এই সকল কথাতে কি শিক্ষা পাই?

উং। এই শিক্ষা পাই, যে লোক সকল যে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ না করে এটা কিছু হালকা বিষয় নয়, যে হেতুক শাস্ত্রেতে এমত লিখিয়াছে, যে তিনি আপন পরাক্রান্ত দূতগণ সঙ্গে করিয়া স্বর্গহইতে প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রকাশিত হইবেন; এবং যাহারা ঈশ্বরকে জানে না, এবং সেই য়িশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচারও মানে না, তিনি তাহাদের সমুচিত প্রতিফল দিবেন। ফল, এইক্ষণে যাহারা তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ না করিবে, সেই সময়ে তিনি তাহাদের কোন বাহানার কথা না শুনিয়া সেই সকল অপ্রত্যয়ি লোকদিগকে ঘোর নরক রূপ দণ্ড করিবেন, যেহেতুক তাঁহার ধর্ম্মের সত্যতাতে যে সকল প্রমাণ আছে, লোক সকল যদি তাহাতে অমনোযোগী হয়, তবে সেটা অবশ্য তাহাদেরই দোষ, এবং তাহারা তৎপ্রতিফলও পাইবে।

প্রং। ভাল, কেবল বাইবেল শাস্ত্রই যে ঈশ্বরের দত্ত, ও তদ্দ্বারা প্রকাশিত খ্রীষ্টের ধর্ম্ম যে সত্য, ইহাতে কি কোন নিদ্ধার্য্য প্রমাণ পাওয়া যায়?

উং। হাঁ, বিবেচনা করিলে কেবল বাইবেল শাস্ত্রই যে ঈশ্বরের অদ্বিতীয় দত্ত শাস্ত্র, ও তন্মধ্যে লিখিত যে খ্রীষ্টের ধর্ম্ম সে নিতান্ত সত্য ও সর্ব্বজন কর্ত্তৃক গ্রাহ্য, ইহার অসংখ্যক প্রমাণ পাওয়া যায়; অতএব সেই সকল প্রমাণের মধ্যে কতক গুলি সংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে লিখি।

প্রথম প্রমাণ, বাইবেলের মতানুসারে যে ঈশ্বরের আরাধনা সে অতি পবিত্র, কিন্তু কোন২ শাস্ত্রের মতে কুৎসিত নৃত্য গান অঙ্গ ভঙ্গ্যাদি পূজার অঙ্গ করিয়া বলিয়াছে। দেখ দেখি, ঈশ্বরতো আপনি সু পবিত্র ও পাপঘৃণাকারী আছেন; অতএব যে২ শাস্ত্রেতে এই সকল মন্দ কর্ম্ম তাঁহার পজার অন্তঃপাতি করিয়া লিখিয়াছে, কিম্বা যে শাস্ত্রে অতি পবিত্র রূপে নির্ম্মলান্তঃকরণেতে তাঁহার পূজা করিতে বিধি দিয়াছে, এই দুইয়ের মধ্যে কোনটা বা ঈশ্বরের দত্ত শাস্ত্র কোনটা বা নয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিবেচনা করিলে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে।

দ্বিতীয়, বাইবেল শাস্ত্রের মধ্যে যে সকল আজ্ঞা লিপি আছে, সে সকলি নিষ্কলঙ্ক, কিন্তু কোন শাস্ত্রে এমত লিপি আছে, যে সময় বিশেষে মিথ্যা কহিতে পারে; অতএব ঈশ্বরের কথা যদি দুই প্রকার, কিম্বা তিনি আপনি যদি মিথ্যাবাদী হন, তবে যে শাস্ত্রেতে এমত অনুমতি আছে, সে শাস্ত্রও ঈশ্বরের হইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বর যদি কেবল তথ্যবাদী হন তবে যে শাস্ত্রেতে এমত অনুমতি আছে, সে শাস্ত্র কদাচ তাঁহার হইতে পারে না। ফল, যে শাস্ত্রেতে সু পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক আজ্ঞা সকল লিখিত আছে, সেই গ্রন্থ ঈশ্বরদত্ত ও প্রকৃত বটে।

তৃতীয়, বাইবেল শাস্ত্রে ঈশ্বরের গুণাদি প্রকৃত রূপে নির্ণীত হইয়াছে কি না, জগৎস্থ অন্য২ তাবচ্ছাস্ত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ গুণ প্রকৃত মতে বর্ণনা করে না, এবং তাঁহার উপর নানা অশুচি ও মন্দ দোষ আরোপ করিয়াছে; অতএব সত্য ও ধর্ম্মময় ঈশ্বরের

গুণ যে শাস্ত্রেতে এমত বিরুদ্ধ মতে লিখিয়াছে, সেটা তদ্দত্ত শাস্ত্র না হইয়া বরং যাহাতে তাঁহার গুণ প্রকৃত রূপে বর্ণিত আছে, কেবল তাহাই তাঁহার দত্ত ও মান্যমান শাস্ত্র হয়।

চতুর্থ,বাইবেল শাস্ত্র সর্ব্বদা প্রকাশিত হইতে চাহে, এবং তাহা হইবার জন্যে নানা ভাষাতে রচিত হইয়াছে; কিন্তু অন্য২ শাস্ত্র সকল গোপনে থাকে, প্রকাশিত হইতে চাহে না, সেই সকল শাস্ত্রে এক খানা তাবৎ পুস্তক কোথায় আছে, প্রায় কেহ জ্ঞাত নয়। ফল, ভাল মুদ্রা বণিকের নিকটে পরীক্ষা করিবার জন্যে কোন শঙ্কা নাই, কিন্তু মেকী টাকা পরীক্ষা করিতে সদাই ভয় আছে।

পঞ্চম, বাইবেল সর্ব্ব দেশস্থ লোকের নিমিত্তে প্রকাশিত হইয়াছে, কি না সেটা সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া সকল মানুষের আন্তরিক অন্ধকার নষ্ট করিতেছে; কিন্তু অন্য২ শাস্ত্র কেবল প্রদীপের তুল্য অত্যল্প লোককে আলো দিতে চেষ্টা করে, এ প্রযুক্ত কোন প্রকারে সত্য হইতে পারে না; যে হেতুক সকলের হিতকারী ঈশ্বরের এই চেষ্টা আছে, যে তাঁহার শাস্ত্রদ্বারা পৃথিবীস্থ তাবৎ লোক আলোক প্রাপ্ত হইয়া ত্রাণ পায়।

ষষ্ঠ, বাইবেল যে সত্য ইহার আর একটা প্রমাণ এই আছে, যে সেই শাস্ত্রের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া গ্রহণ করিলে মনুষ্যের মন ঈশ্বরেতে আকর্ষিত হয়, কি না অন্য২ শাস্ত্রের শ্রবণাদিদ্বারা মনুষ্যের মন ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষিত না হইয়া দেবপ্রতিমাদির উপর সংযুক্ত হয়; কিন্তু এই শাস্ত্রের শ্রবণাদিদ্বারা

তাহা না হইয়া মনুষ্যের মন কেবল ঈশ্বরের প্রতি সংলগ্ন হইয়া তৎপ্রতি প্রেম ও ভক্তি জন্মায়। দেখ-দেখি, কোন রাজা প্রজাদের প্রতি একটা এস্তাহার পত্র দিলে তিনি তাহার মধ্যে এমত কদাচ লেখা-ইবেন না, যে তোমরা সকলে আমার উপাসনা ও মর্য্যাদা করণে বিমুখ হইয়া কেবল দেশস্থ চৌর প্রধান বীরাদি সকলকে মান্যমান করিয়া তাহাদের সম্ভ্রম করিবা। ফল, এতদ্রূপ পত্র প্রজাদের মধ্যে প্রকাশিত হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ জানিবে, যে এটা রাজদত্ত জ্ঞাপন পত্র নয়, কেবল জালখত স্বরূপ মিথ্যা লিপি; তেমনি সকলের রাজাধিরাজ যে ঈশ্বর, তিনি মনুষ্যদের প্রতি প্রকৃত রাজদত্ত ঐ এস্তা-হার পত্র স্বরূপ যে শাস্ত্র, তাহা লেখাইয়াছেন, তবে যে শাস্ত্র মনুষ্যদের মন তাঁহার প্রতি আকর্ষিত না করে, বরং তৎসেবাদিহইতে বিমুখ করাইয়া নানা দেব প্রতিমাদির প্রতি সংযুক্ত করায়, যুক্তি বিরুদ্ধে সেই শাস্ত্র ঈশ্বর কৃত না হইয়া কোন প্রতারক কিম্বা ভ্রান্ত লোক কর্তৃক কল্পিত বোধ হয়।

সপ্তম, বাইবেল শাস্ত্রের সকল রচকদের বাক্যের যে মিলন সে হইয়াছে তাহার সত্যতার দৃঢ় প্রমাণ, কি না সেই রচকদের পরস্পর আলাপাদি কিছুই ছিল না, যে হেতুক তাহারা ভিন্ন ২ স্থানস্থ ও ভিন্ন ২ কালজাত প্রায় ত্রিশ জন ছিল, তবু তাহারা সকলে আরাধনা, উপদেশ, আজ্ঞা, পাপের দণ্ড, ও ত্রাণের পথ, এই সকল একই প্রকার লিখিয়াছেন; অতএব ইহাদ্বারা নিশ্চয় জানা যায়, যে নিতান্তই ঈশ্বর আ-পনি সে সকল লিখনের মূল। উহারা যদি আপন ২

মনে কল্পনা করিয়া লিখিত, তবে তাহাদের বাক্যের এই প্রকার ঐক্য কদাচ হইত না। দেখ দেখি, হিন্দু লোকদের শাস্ত্রেতে লিখিত বাক্য সকলের এমন মিলন হয় না, বরং তৎ শাস্ত্রের মধ্যে লিখিত বিভিন্ন বাক্য ও বিরুদ্ধ মতের সীমা পরিসীমা নাই; এই প্রযুক্ত বোধ হয়, যে সেই শাস্ত্র ঈশ্বরের দত্ত নয়, কেবল মনুষ্যদের স্বকপোল রচিত মাত্র।

অষ্টম, এই শাস্ত্রের উপদেশ হইয়াছে মনুষ্যের দুরন্ত পাপরোগ প্রযুক্ত মহৌষধি স্বরূপ; অতএব বোধ হয়, যে ঈশ্বর কর্তৃক এই মহৌষধি প্রস্তুত হইয়াছে, যে হেতুক ঐ রোগের দুরন্ততা কেবল তিনি জানিতেন, আর নিশ্চয় রূপে রোগজ্ঞান করিতে না পারিলে তন্নাশক ঔষধ কেহ তৈয়ার করিতে পারে না। ফল, পাপের নাশ ও মানুষদের ত্রাণার্থে তিনটা বস্তুর আবশ্যকতা আছে, কি না পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও মনের পবিত্রতা ও ঈশ্বরের সহিত মিলনকারী মধ্যস্থ স্বরূপ এক ব্যক্তি; অতএব বাইবেল শাস্ত্রেতে এই তিনটা বিষয়ের যে উপায় লেখা গিয়াছে, সে উত্তম ও প্রকৃত জানিয়া তাহা-দ্বারাই নিশ্চয় জানা যায়, যে এই সকলের প্রকাশক যে শাস্ত্র সে অবশ্যই ঈশ্বরের বটে।

নবম, একান্ত ভাবে এই বাইবেল শাস্ত্র গ্রহণ করিলে তদ্গ্রাহকদের মনেতে যে সুফল ফলায়, তদ্দ্বারাতেই বোধ হয়, যে এই শাস্ত্র অবশ্যই সত্য বটে, কি না সেটা তদ্গ্রাহকদের আন্তরিক কু চিন্তা-কে নষ্ট করিয়া মনকে সু পবিত্র করত সকল কু কর্ম্ম-হইতে তাহাদিগকে বিমখ করায়।

দশম, বাইবেল শাস্ত্র যে নানা দেশে জয়ী হইয়াছে, সেও একটা তাহার সত্যতার প্রকৃত বোধক; অর্থাৎ ভূত কালে নানা দেশস্থ লোকেরা তচ্ছাস্ত্রের বিরুদ্ধাচারী হইয়া আপনারা সর্ব্ব সাধ্যেতে তচ্ছাস্ত্রীয় ধর্ম্মের রোধ জন্মাইত, কিন্তু সেটা সেই সকল বাধাকে পরাজয় করিয়া জয়ী হইল, কি না যাহারা প্রথমে তচ্ছাস্ত্র প্রচারকদের বাধা জন্মাইল, তাহারাই আরবার শেষে সত্য বুঝিয়া গ্রহণ করিল।

একাদশ, য়িহুদী লোকদের যে ছিন্ন ভিন্ন হওয়া সেটা হইয়াছে এই শাস্ত্রের সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, যে হেতুক পূর্ব্বে উহারাই ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহপাত্র ছিল, কিন্তু খ্রীষ্টের প্রতি তাড়না ও তদ্ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারী হওয়াতে তাহারা ঈশ্বরের কোপেতে পড়িল, এবং পূর্ব্বে যেমন বিশেষ অনুগ্রহপাত্র ছিল এখন তেমনি বিশেষ নিগ্রহপাত্র হইয়া দেশ দেশান্তরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রহিয়াছে।

দ্বাদশ, বাইবেল শাস্ত্র লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়াতে নিতান্তই জানা যায়, যে সে সত্য বটে। দেখ দেখি, খ্রীষ্টের অবতীর্ণ হওন, ও তাঁহার নানা কর্ম্ম, ও দুঃখভোগ, ও বলি রূপ মৃত্যু, ও য়িহুদীদের শাস্তি, ও দেশ দেশান্তরে বাস করণ, ও সর্ব্ব দেশে মঙ্গল সমাচার প্রকাশ হওন, ও নানা দেশে সাংসারিক বিষয়ে গতি, ইত্যাদি অনেক ২ প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ব্ব কালে ঐ শাস্ত্রেতে যাহা ২ লিখিত ছিল, সেই সকল তল্লিখনানুসারে প্রত্যক্ষ ফল ফলিয়াছে, এবং এই ক্ষণেও ফলিতেছে। ফল, ঈশ্বর ব্যতিরেকে

ভবিষ্যদ্বিষয় কেহ জানে না ; অতএব ঐ সকল ভাবি বিষয়ের লিখনের অনুসারে পূর্ণ হওয়াতে নিশ্চয় জানা যায়, যে ঈশ্বর আপনি সেই সকল বাক্য লেখাইয়াছেন।

ত্রয়োদশ, খ্রীষ্ট যে সকল অলৌকিক কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহাদ্বারা জানা যায়, যে তাঁহার সংস্থাপিত ধর্ম্ম নিতান্তই সত্য, যে হেতুক তদ্ধর্ম্মের সত্যতার প্রামাণ্য করিবার জন্যে সেই সকল অলৌকিক কর্ম্ম করা গেল ; এবং সে সত্য যদি না হইত, তবে তিনি সে সকল অলৌকিক কর্ম্ম করিতেন না, ও তৎকর্ম্ম করিবার শক্তি তাঁহার প্রেরিতেরাও পাইত না। ফল, সেই অলৌকিক কর্ম্ম হইল রাজমুদ্রা স্বরূপ। দেখ দেখি, কেহ যদি রাজনামেতে এক পত্র লিখিয়া তাঁহার পত্র বলিয়া দেশে প্রচার করে, রাজা তাহা শুনিয়া সেই পত্রের উপর মুদ্রা না করিয়া সেই লোককে অবশ্যই শাস্তি দিবেন ; তেমনি ঐ ধর্ম্ম যদ্যপি সত্য না হইত তবে মুদ্রা স্বরূপ যে অলৌকিক ক্রিয়া ঈশ্বর তদ্ধর্ম্মের প্রকাশকদিগকে তাহা করিতে শক্তি না দিয়া বরং শাস্তি দিতেন।

চতুর্দ্দশ, মৃত্যুহইতে যে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সে হইয়াছে তদ্ধর্ম্মের সত্যতাজ্ঞাপক ও সর্ব্ব গ্রাহ্য বিশেষ প্রমাণ। ফল, আমার পুনরুত্থান হইয়া তদ্দ্বারা ধর্ম্মের সত্যতার স্থিরতা হইবে। তিনি উপদেশ দেওন কালে এতদর্থক বাক্য অনেক বার কহিলেন, এবং তাঁহার কথানুসারে ফল হওয়াতে তৎসংস্থাপিত ধর্ম্ম বিষয়ক সন্দেহ আর কোন প্রকারে হইতে

পারে না, যে হেতুক সেটা যদি সত্য না হইত তবে তিনি সামান্য মনুষ্যের ন্যায় মৃত্যুবন্ধনে বন্দী থাকিয়া আর পুনরুত্থিত হইতে পারিতেন না।

পঞ্চদশ মানুষের প্রতি খ্রীষ্ট যে সকল প্রেম প্রকাশ করিয়াছেন, সে হইয়াছে অতি দৃঢ় ও অকাট্য প্রমাণ, যেহেতুক বাইবেলের লিখনানুসারে তিনি যদি সত্য ত্রাণকর্ত্তা না হন, তবে প্রতারকের অগ্রগণ্য, কিন্তু এক জন প্রতারক যে শিষ্যদের হিতার্থে নানা দুঃখভোগ করিবেন, ও শেষে আপন প্রাণ দিবেন, কেহ এমত প্রত্যয় করিতে পারে না, যে হেতুক সেটা লৌকিক অতিশয় বিরুদ্ধ; অতএব খ্রীষ্ট যে এই সকল করিয়া গিয়াছেন ইহাদ্বারা নিশ্চয় জানা যায় যে তিনি জগৎস্থ তাবল্লোকের ঈশ্বর, প্রেরিত অদ্বিতীয় ত্রাণকর্ত্তা। ফল, লোক সকল যদি বাল্যকালের সংস্কার ত্যাগ করিত এবং সরলান্তঃকরণেতে এই উক্ত বহু প্রমাণের প্রতি বিবেচনা করিত ও সাংসারিক ক্ষতি ও লোকদের তাড়না ইত্যাদি নানা মিথ্যা ভয় ত্যাগ পূর্ব্বক এই সকল বিষয় অবগত হইবার জন্যে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিত, তবে সেই ধর্ম্মের বিষয়ে তাহাদের কিছুই সন্দেহ আর না থাকিয়া অবশ্য তাহারা গ্রাহ্য করিত; অতএব ঈশ্বর তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র এমত বুদ্ধি যেন তাহাদিগকে দেন, সেই ধর্ম্মের প্রতি যাহাদের শ্রদ্ধা আছে তাহাদের এই প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

PK1718 .M96
... A catechetical exposition of the
Princeton Theological Seminary-Speer Library
1 1012 00080 5095